Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৯তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	৫ম সংখ্যা
রবীঃ আখের-জুমাদাল উলা	১৪৩৭ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন	১৪২২ বাং
ফেব্রুয়ারী	২০১৬ ইং

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করুন!

Pornography অর্থ অশ্লীল বৃত্তি। এর উদ্দেশ্য নগ্ন ও অর্ধনগ্ন যৌন অঙ্গভঙ্গিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে অন্যকে যৌনতায় প্রলুব্ধ করা। ১৮৯৫ সালে ইউরোপের জনৈক উইজেন পিরো এবং আলবার্ট কার্চনারের মাধ্যমে পর্ণো নির্ভর চলচ্চিত্রের উদ্ভব ঘটে। এতে তারা আর্থিকভাবে ব্যাপক লাভবান হয়। অতঃপর এই নিকৃষ্ট ব্যবসা ফ্রান্স ও আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ফোর্বস পত্রিকা জানিয়েছে যে, পর্ণোগ্রাফী তৈরী করে প্রতি বছর অন্যূন ৫৬ বিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে এইসব নীল ছবির নির্মাতারা। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পতিতাবৃত্তি। যার ফলে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের মা-বোনদের ইযযত বিক্রি করে বছরে প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলারের নোংরা ব্যবসা করে। যা বিশ্বের ১৩৮টি দেশের বার্ষিক জিডিপির সমান। আর এদেরই সৃষ্ট এনজিওরা এদেশের নারীদের শেখায়, ‘কিসের বর কিসের ঘর, দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার’। ফলে নেশাখোর, পতিতা ও সমকামীদের মাধ্যমে ঘটছে এইড্স ও নানা মরণব্যাধির প্রাদুর্ভাব। বাড়ছে নারী ও শিশু পাচার ও তাদের প্রতি সহিংসতা। যা বাংলাদেশে এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০০৭-০৮ সালে খুনের ঘটনায় পৃথিবীতে শীর্ষে ছিল ভারত। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকা। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর ধর্ষণের দিক দিয়ে প্রথম ছিল যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তৃতীয় স্থানে ভারত। অতঃপর ডাকাতির ঘটনায় শীর্ষে ছিল জাপান।

পর্ণোগ্রাফীর দর্শক সাধারণতঃ উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা। এমনকি বয়স্করাও এতে আসক্ত হচ্ছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণো এখন ঘরে ঘরে জাহান্নাম সৃষ্টি করছে। ফলে বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, পরিবারে ভাঙ্গন, তুচ্ছ কারণে গুম-খুন-অপহরণ, চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজী ও অন্যান্য নৈতিক অবক্ষয় সমূহ। গবেষকদের মতে, পর্ণোর আসক্তি মাদকের আসক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী।

সেই সাথে ভারতীয় হিন্দী সিরিয়াল এখন ঘরে ঘরে। যার দর্শক হ'লেন আমাদের গৃহিণীরা ও তাদের সন্তানেরা। গত দু'বছর পূর্বে ভারতীয় চ্যানেলে একটি ফাঁসির দৃশ্য দেখে মায়ের অজান্তে তার ওড়না গলায় পেঁচিয়ে ফ্যানে ঝুলে ঢাকার এক দম্পতির একমাত্র সন্তানের করুণ মৃত্যুর খবর আমরা পত্রিকায় পাঠ করেছি। একশ্রেণীর মিডিয়া মানুষের শয়তানী কল্পনায় যতদূর যাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই সুড়সুড়ি দিয়ে থাকে। পরকীয়া প্রেম, জমকালো শাড়ী-বাড়ী-গাড়ী, মারদাঙ্গা ছবি, দ্রুত কোটিপতি হওয়ার অনৈতিক পথ-পন্থা সমূহের নির্দেশনা, সর্বোপরি মানুষকে ষড় রিপুর তাড়নায় বুঁদ করে রাখা তাদের মূল লক্ষ্য। যাতে মানুষ কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা করার এবং কোন কল্যাণকর কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ না পায়। এর ফলে জাতি অতি শীঘ্র একটি প্রতিবন্ধী জাতিতে পরিণত হবে। যারা দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না, উন্নত ও পবিত্র কোন চিন্তা করবে না। যারা হবে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট।

হিন্দু ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই। অথচ ভারতীয় চ্যানেলে দেখানো হয় হিন্দু নারীরা কিভাবে পোষাক বদলানোর ন্যায় স্বামী বদলিয়ে থাকে। থাকে পরিবারে ভাঙ্গনের নানা দৃশ্য। যা বাংলাদেশী দাম্পত্য সংস্কৃতির চরম বিরোধী। এদেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সবচাইতে পবিত্র ও সবচাইতে বিশ্বস্ত। অথচ এইসব নোংরা দৃশ্য তাদের অন্তরে কুচিন্তা এনে দেয়। এছাড়াও সেখানে থাকে যৌন উদ্দীপক পোষাক পরিহিতা মেয়েদের নানা অঙ্গভঙ্গি। যা দেখলে যেকোন পুরুষকে পরনারীর প্রতি প্রলুব্ধ করে। ফলে নারী এখন সস্তা ব্যবসা পণ্যে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে নারীর নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, উত্তেজক নারী মূর্তি, যা দোকানে ও রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র দেখা যায়, তা সবই আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলকে চরমভাবে কলুষিত করে তুলছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার নির্লজ্জতা হ'তে বিরত থাক’ *(আন'আম ৬/১৫১)*।

পর্ণোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২-এর ৮/৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্ণোগ্রাফী সরবরাহ করলে সে অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত অপরাধের জন্য তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে’। কিন্তু এ আইনের বিষয়ে যেমন ব্যাপক জনসচেতনতা নেই। তেমনি এর প্রয়োগও তেমন দেখা যায় না। কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন সার্ভিসিং-এর দোকানের নামে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেমোরি কার্ডে পর্ণোগ্রাফী লোড দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়া মোবাইল কোম্পানীগুলো গভীর রাতে ফ্রি প্যাকেজ দিচ্ছে। অথচ সময় মত তারা ঠিকই গলা কাটছে। যা আমাদের জাতিকে মেধাশূন্য করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। ফলে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সৃজনশীল কাজের চাইতে ধ্বংসকর কাজে অধিক ব্যয়িত হচ্ছে। সমাজে ব্যাপকহারে বেড়ে চলেছে অনৈতিকতা, লজ্জাহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা। বেড়ে চলেছে বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মেলা-মেশা, পরকীয়া প্রেম, যৌতুক দাবী, স্ত্রী নির্যাতন, দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন, অবশেষে হত্যাকাণ্ডের মত মর্মান্তিক পরিণতি। স্রেফ যৌন লালসা চরিতার্থে ব্যর্থ হওয়ায় গত ১৬ই জানুয়ারী'১৬ রাতে নারায়ণগঞ্জে একই পরিবারের পাঁচ খুনের ঘটনা কি এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ নয়?

চীন সহ পৃথিবীর বহু দেশ পর্ণোগ্রাফী নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও বিশ্বের বহু দেশে পর্ণোগ্রাফী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং মোবাইল কোম্পানীগুলিকে কঠিনভাবে মনিটর করা হয়। কিন্তু নব্বই শতাংশ মুসলিমের দেশ হওয়া স্বত্বেও আমাদের দেশে এসবের কিছুই নেই। অতি সম্প্রতি পাকিস্তান ৪ লক্ষাধিক পর্ণো সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। তাহ'লে বাংলাদেশ কেন পারবে না?

আমরা সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি, পর্ণোগ্রাফী পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হৌক এবং বল্গাহীন অশ্লীলতার জোয়ার প্রতিরোধে শক্তিশালী নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক। প্রযুক্তির এই সহজলভ্যতার যুগে উঠতি যুবসমাজকে এর বিধ্বংসী কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে এছাড়া কোনই বিকল্প নেই। কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের সাথে সাথে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষকে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক বানানো। কেননা পরকালীন জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করা ব্যতীত সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং যৌন কলুষ থেকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব নয়। অতএব দেশে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করুন। ইসলামকে যথার্থভাবে মেনে চলুন। আল্লাহ বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে চল। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে’ *(নূর ২৪/৩১)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

শারঈ ইমারত

মূল (উর্দূ) : মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

[প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের হিছার যেলার গঙ্গা গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ও পিতা উভয়ে আলেম ছিলেন। পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীসের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর উচ্চশিক্ষা অর্জনের নিমিত্তে তিনি ফিরোযপুর যেলার লাক্ষৌকেতে যান। সেখানে মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ লাক্ষাবীর কাছে ফুনূনের কিতাব সমূহ এবং মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবীর কাছে তাফসীর ও হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। ফারেগ হওয়ার পর নিজ গ্রামে পাঠদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এ সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতেন। দেশ বিভাগের পূর্বে 'আখবারে মুহাম্মাদী' (দিল্লী), 'তানযীমে আহলেহাদীছ' (রোপাড়), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হ'ত। 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ ৪০-এর অধিক কিস্তিতে সমাপ্ত হয়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় আহলেহাদীছ মাসলাকের বিরুদ্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার জবাবে প্রবন্ধ লিখতেন। অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'আল-ফাক্বীহ' পত্রিকায় ফাইয়ায নামে এক ব্যক্তি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালালে তিনি 'তানযীমে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় ২৭ কিস্তিতে তার বিস্তারিত জবাব দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন। তিনি ভাল বক্তা ও মুনাযির ছিলেন। 'সুলতানুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের সম্রাট) খ্যাত মাওলানা আব্দুল কাদের রোপড়ীর (১৯১৫-১৯৯৯) সাথে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫-টায় বুরেওয়ালায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মাওলানার প্রবন্ধ ও ফৎওয়াগুলো 'ফাতাওয়া হিছারিয়াহ ও মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ' নামে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। তন্মধ্যে 'আছলী আহলে সুন্নাত' (আসল আহলে সুন্নাত) অন্যতম।[১]]

ফিৎনার আত্মপ্রকাশ :

বর্তমানে বিশ্বের মুসলমানরা বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা-ফাসাদে নিমজ্জিত রয়েছে। আপনি যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখেন তাহ'লে বহু মাযহাবী, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফিৎনা আপনার গোচরে আসবে। যেগুলো এই সময় মুসলমানদের উপরে চেপে বসে আছে। যদিচ এটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ফলশ্রুতি। তিনি বলেছিলেন, سَتَكُوْنُ فِتَنٌ 'অচিরেই ফিৎনা সমূহ সৃষ্টি হবে'।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ভাগারা ঐ শাস্তি পাচ্ছে, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যেক ঐ জাতি পেয়ে থাকে, যারা কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার মর্ম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তাল-বাহানা করে।

এখন এই শাস্তি থেকে যদি মুসলমানরা বাঁচতে চায়, তাহ'লে তার একটি মাত্র উপায় রয়েছে যে, তারা ঐ বুনিয়াদী অপরাধ থেকে বিরত থাকবে, যার কারণে তাদের উপরে এই ফিৎনা চেপে বসেছে। আর সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে যার জন্য তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যদি কুরআন ও হাদীছ থেকে বিমুখ হ'তে থাকে, তাহ'লে অন্য যেকোন উপায় অবলম্বন করে দেখুক এবং এটা বিশ্বাস করে নিক যে, কোন একটি ফিৎনার দুয়ারও রুদ্ধ হবে না। বরং প্রত্যেক নিত্য নতুন প্রচেষ্টা আরো বহু ফিৎনার জন্ম দিবে এবং তারা কখনো সফলকাম হবে না।

ফিৎনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় :

ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করতে গিয়ে সে সব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।[৩] এটিই হ'ল শারঈ প্রতিকার। উম্মাহ্র বিচক্ষণ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ) যেটি বর্ণনা করেছেন। যার গুণ এই যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّـــوْحَى– 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। বরং তাকে যা প্রত্যাদেশ করা হয় তাই বলেন' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

সুতরাং এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিকার। যার উপর আমল করা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য ফরয। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, ঐ ব্যক্তিই ফিৎনা ও পথভ্রষ্টতা হ'তে নিরাপদ থাকবে যে ব্যক্তি একজন শারঈ আমীরের নেতৃত্ব মেনে নিবে।

আমীর নিয়োগ :

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এই আয়াতে তিন ব্যক্তির আনুগত্য করার নির্দেশ রয়েছে। ১. আল্লাহ্র ২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এবং ৩. আমীরে জামা'আতের। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপরে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের আনুগত্যকে আমীরে জামা'আতের আনুগত্যের উপরে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيْرَ فَقَدْ

** পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মাওলানা আব্দুল কাদের হিছারী, ফাতাওয়া হিছারিয়াহ ওয়া মাক্বালাতে ইলমিইয়াহ, সংকলনে : মাওলানা ইবরাহীম খলীল (লাহোর : মাকতাবা আছহাবুল হাদীছ, ২০১২), পৃঃ ৬-৩৩।*

২. *বুখারী হা/৩৬০১; মিশকাত হা/৫৩৮৪।*

৩. *বুখারী হা/৩৬০৬, ১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

–عَصَانِى ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[৪]

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা আমীরের আনুগত্য করা সকল মুসলমানের উপর ফরয। আর এই শারঈ মূলনীতি বিদ্বানগণের নিকট স্বীকৃত যে, مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِه فَهُوَ وَاجِبٌ ‘যে বস্তু ব্যতীত কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটিও ওয়াজিব’।[৫] এজন্য আমীর নির্ধারণ করা ওয়াজিব। কেননা আমীর নির্ধারণ না করলে আমীরের আনুগত্য বাস্তবতা লাভ করতে পারে না। যেটি স্পষ্ট।

আমীর ব্যতীত জীবনযাপন করা হারাম :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ– আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে ‘আমীর’ নিযুক্ত না করা পর্যন্ত’।[৬]

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, কোন স্থানেই আমীর বিহীন জীবন যাপন ও বসবাস করা বৈধ নয়। সেকারণ সব জায়গার মানুষের জন্য আমীরের অধীনে জীবন যাপন করা ওয়াজিব।

সফরেও আমীর নির্ধারণ করা যরূরী :

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ– আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন তারা ‘আমীর’ নিযুক্ত করে নেয়’।[৭]

হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সংখ্যা যতই কম হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক সফরে বা বাড়ীতে, লোকালয়ে বা জঙ্গলে সাময়িকভাবে হৌক বা স্থায়ীভাবে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর আবশ্যিক হ’ল, নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্ধারণ করা। শহরে-নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে যেখানে বসতি বেশী রয়েছে, সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটি ওয়াজিব।

আমীর নিযুক্ত না করলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ– ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার কোন আমীরে জামা‘আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হল’।[৮] ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়‘আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল’।[৯] মু‘আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً ‘যে ব্যক্তি আমীর বিহীন মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল’।[১০]

ইসলাম পূর্ব যুগের নাম ‘জাহেলিয়াত’। সে যুগে সবাই স্বাধীন ও প্রবৃত্তির দাস ছিল এবং শিরক, কুফর ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ সম্পর্কে অবগত তাদের কোন পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশক ছিল না। যার অধীনে থেকে তারা হেদায়াত লাভ করত। অনুরূপভাবে বর্তমানে মানুষ স্বাধীন ও প্রবৃত্তির দাস এবং ইমামের অধীনে জীবন যাপন করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইমাম ও আমীর নির্ধারণ করবে না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।

যখন মুহাম্মাদ (ছাঃ) রিসালাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন, তখন তিনি ইসলাম ধর্মকে জগদ্বাসীর সম্মুখে পেশ করেন। অতঃপর যারা সেই ইসলাম কবুল করেছিল, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে সুসংগঠিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ থেকে শুরু করে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুহাদ্দেছীন পর্যন্ত ও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অতঃপর মানুষ স্বাধীন হয়ে যায়। বিশেষ করে যেখানে অনৈসলামী সরকার ছিল, সেখানে মানুষ সে পদ্ধতির উপর চলে স্বাধীন হয়ে যায় এবং স্রেফ দুনিয়াবী সরকারকে যথেষ্ট মনে করে জীবন যাপন করে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে বেপরওয়া হয়ে যায়। ব্যস, এটাই হ’ল জাহেলিয়াত। যা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

সকাল ও সন্ধ্যার পূর্বে ইমাম বানাও :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَنَامَ نَوْماً وَلاَ يُصْبِحَ صَبَاحًا إِلاَّ وَعَلَيْهِ إِمَامٌ فَلْيَفْعَلْ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ ক্ষমতা রাখে যে, সে ঘুমাবে না এবং সকাল করবে না, কিন্তু এ অবস্থায় যে, তার একজন নেতা থাকবে। তবে

---

৪. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।*
৫. *নায়লুল আওত্বার ২/২৪৫ ‘ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ।*
৬. *আহমাদ হা/৬৬৪৭, হাদীছ হাসান।*
৭. *আবুদাঊদ হা/২৬০৮; নায়লুল আওত্বার হা/৩৮৭৩, ‘আক্বযিয়াহ ও আহকাম’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ।*
৮. *হাকেম হা/২৫৯, হাদীছ ছহীহ।*
৯. *মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।*
১০. *ত্বাবারাণী হা/৯১০; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১০৫৭, সনদ হাসান।*

Contents

সে যেন তা করে'।[১১]

এই হাদীছ দ্বারা দ্রুত আমীর নির্বাচনের বিধান স্পষ্ট হ'ল। এজন্য যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন তখন ছাহাবায়ে কেরাম দ্রুত নেতা নির্বাচনের জন্য সচেষ্ট হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর গোসল, কাফন-দাফন প্রভৃতি ঐ সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখেন, যতক্ষণ না আমীর নির্বাচন করা হয়। যখন আমীর নিযুক্ত হয়ে যান তখন তার অধীনে তারা সব কাজ আঞ্জাম দেন। যদি দ্রুত আমীর নির্ধারণ করা যরূরী না হ'ত, তাহ'লে প্রথমে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হ'ত। 'সুতরাং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো' *(হাশর ৫৯/২)*।

আমীর ছাড়া কোন ইসলাম নেই :

ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَـــةٍ 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।[১২] এই হাদীছটি হুকুমগতভাবে মারফূ। এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, জামা'আত ছাড়া ইসলাম কিছুই নয় এবং আমীর ব্যতীত জামা'আত কায়েম হ'তে পারে না। যার ফল এটাই যে, আমীর ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আমীর ছাড়া মানুষ বল্গাহীন হয়ে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা ও শয়তানী পথে চলতে শুরু করবে এবং সবাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ঐক্য ও শৃংখলা কায়েম থাকবে না। আর এটাই হ'ল জাহেলিয়াত। যা ইসলামের বিপরীত।

নিম্ন স্তরের আমীরেরও আনুগত্য করো :

উম্মুল হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيعُوْا– 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন এবং আনুগত্য কর'।[১৩] এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আমীরের আনুগত্য করা ফরয। আর ঐ ব্যক্তির আমীর হওয়া উচিত যিনি কুরআন ও হাদীছের আলেম হবেন এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করতে পারবেন।

জামা'আতী যিন্দেগীর হুকুম :

সকল মুসলমানের উপরে ফরয হ'ল, তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করবে। ফিরকা ও দলে দলে বিভক্ত হবে না। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُـــوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। আর এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আমীর ব্যতীত জামা'আত এবং জামা'আতী যিন্দেগী হয় না। এজন্য আমীর থাকা যরূরী। সুতরাং প্রথমে আমীর নির্বাচন করো অতঃপর তাঁর অধীনে জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করো।

সভাপতি বানানো :

কিছু লোক ব্রিটিশ ও পার্থিব নিয়ম-নীতির প্রতি খেয়াল করে নিজেদের আঞ্জুমান (সংগঠন), জমঈয়ত বা কমিটি গঠন করার সময় তাদের মধ্য থেকে কোন বড় ব্যক্তিকে ছদর বা সভাপতি নির্বাচন করে থাকেন। যদি অমুসলিম হিন্দু, ইহূদী, খ্রিষ্টান ও অন্যরা এটা করে, তাহ'লে সেটাকে তাদের রীতি বলা হবে। এটা ইসলামের রীতি হবে না। যদি মুসলমান এমনটা করে তাহ'লে এটা শারঈ পদ্ধতির বিপরীত হবে। কেননা ইসলামী শরী'আত ইমারতের ধারাবাহিকতা কায়েম করেছে। আমীর ও মামূর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীছে এসেছে, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُـــوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটালো, যা তাতে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত'।[১৪] এজন্য ইমারত শরী'আতসম্মত এবং সভাপতি অগ্রহণযোগ্য। তিনটি স্বর্ণযুগে সভাপতির আদলে কোন সংগঠন কায়েম হয়নি। এটা অমুসলিমদের পদ্ধতি। হাদীছে এসেছে, ليس منا من عمل ســـنة غيرنـــا 'যে অন্যদের (অমুসলিমদের) রীতি অনুযায়ী আমল করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৫]

মতভেদ ও দলাদলি থেকে বাঁচো :

আহলে কিতাবদের রীতি-নীতির অনুসরণ থেকেও কুরআন আমাদেরকে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও তাতে মতভেদ করেছে। এদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*। এই শাস্তি ঐ লোকদেরও হবে যারা আহলে কিতাবদের মতো দলে দলে বিভক্ত হচ্ছে। অতএব সকল আহলেহাদীছের উপরে এটা আবশ্যক যে, অনৈক্য, হিংসা-অহংকার ও মতভেদ থেকে বেঁচে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক এবং শারঈ পদ্ধতিতে জামা'আতী নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠিত করুক। তারা জামা'আতকে অস্বীকারকারী ও

---

১১. *ইবনু আসাকির ৩৬/৩৯৬; আহমাদ হা/১১২৬৫, সনদ যঈফ*। সনদ যঈফ হ'লেও মর্ম ছহীহ। যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর দ্রুত খলীফা নির্বাচনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত।

১২. *দারেমী হা/২৫১, সনদ যঈফ*। এ মর্মে ছহীহ মরফূ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। আর ইমাম বা আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না, এটা অন্যান্য হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

১৩. *মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।*

১৪. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০*।

১৫. *যঈফাহ হা/৪০৫৭।* সনদ যঈফ হ'লেও একই মর্মে ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

পরিত্যাগকারী হয়ে আমলকারীদের উপর অন্যান্য ভ্রান্ত ফিরকাগুলির মতো দোষারোপকারী না হোক।

সুতরাং মতভেদের সময়ও সত্যের মানদণ্ড হিসাবে সেটাকেই সামনে রাখতে হবে আহলেহাদীছ আলেমগণ অন্য ফিরকাগুলোকে যাচাইয়ের সময় যেটা রেখেছিলেন। অর্থাৎ ফিরক্বায়ে নাজিয়াহ ওটাই যেটা مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِى (আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি) এর অনুকূলে রয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দল সেটাই, যেটা ঐ তরীকার উপরে চলে, যার উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ চলেছেন। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ইমারতের উপরে আমল করে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাদের সর্বসম্মত আমল এটাই ছিল। ইমারতে শারঈর পদ্ধতি ছেড়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা জাতীয় সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠন নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাধীন পদ্ধতিতে কায়েম করা হ'লে সেটা তিনটি স্বর্ণযুগের বিপরীত হবে।

ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে দাওয়াত :

আমরা আন্তরিকভাবে আহলেহাদীছ ভাইদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি- تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ *(আলে ইমরান ৩/৬৪)*। ‘এসো তোমরা সবাই ঐ কথায় একমত হয়ে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে স্বীকৃত। তা এই যে, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ইক্বামতে দ্বীন বিশুদ্ধ ইমারতের পদ্ধতিতে জামা'আতবদ্ধ হয়ে পূর্ণ করা। আমাদের সবার উচিত হ'ল, ইক্বামতে দ্বীন তথা তাওহীদ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করা। আর সম্মিলিত শক্তি সংগঠনের মাধ্যমে হয়। আর সংগঠন ইমারতবিহীন হ'তে পারে না। এজন্য ইমারত কায়েম করা যরূরী। ইমারতবিহীন অন্যান্য দ্বীনী বিষয়সমূহ যেমন দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন), ওয়ায ও তাবলীগ পরিপূর্ণ নয়। হাদীছে এসেছে, لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ ‘আমীর অথবা আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোন অহংকারী ব্যতীত অন্য কেউ ওয়ায-বক্তৃতা করে না’।[১৬] এভাবেই হবে বিবদমান সকল বিষয়ে ফায়ছালা। যেমন এরশাদ হয়েছে, لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إِلاَّ أَمِيرٌ ‘আমীর ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ ইছলাহ করে না’...।[১৭] আমীর ব্যতীত অন্যান্য রীতি-পদ্ধতি ও পঞ্চায়েত সমূহের ফায়ছালাগুলো শরী‘আতসম্মত ফায়ছালা নয় বলে গণ্য হবে। এভাবে ছালাত এবং যাকাত আদায়ও ইমাম ও আমীরের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যায় কাজ থেকে নিষেধও আমীরের অধীনে সম্পাদিত হবে। হজ্জও আমীরের নির্দেশে হবে। যুদ্ধ-জিহাদের অবস্থা এলে সেটিও আমীরের মাধ্যমে করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ‘ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়’।[১৮]

মোটকথা, সামর্থ্য অনুযায়ী আমীরের কাজ অনেক। আর এর উপরেই ইসলামের প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। এজন্য আমীর নির্বাচন করা অনেক বড় ফরয। এটা পরিত্যাগ করে বর্তমানে মুসলমানেরা ইসলাম ধর্মের চরিত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমল করা থেকে বিরত হচ্ছে। বনু ইসরাঈলের মতো মিথ্যা বাহানা তালাশ করে এবং ওযরখাহী করে বলে যে, ইমারত কায়েম করলে দ্রুত সরকার গঠন করতে হবে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয হবে এবং শারঈ হুদূদ বা দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা আবশ্যিক হবে ইত্যাদি। অথচ এগুলি ইমারতের জন্য শর্ত নয়।

হ্যাঁ, উক্ত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য ইমারত শর্ত। যা সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ কর্মকালে হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে রয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। হাদীছে এসেছে, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‘যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করো’।[১৯]

দেখুন! তিনজন ব্যক্তি হ'লেও সফরে ও জঙ্গলে আমীর নির্বাচনের নির্দেশ রয়েছে। তাহ'লে সেখানে কোন ধরনের যুদ্ধ, সরকার ও হুদূদ বাস্তবায়িত হবে?

আসল কথা এই যে, ঐ সমস্ত লোকজন ইমারতকে দুনিয়ার বাদশাহী ও সরকার সমূহের ক্ষমতার উপরে অনুমান করে নিয়েছে। যা সম্পূর্ণ ভুল। নবুঅতী পদ্ধতিতে ইমারত ও খেলাফত উদ্দেশ্য। যা নিঃস্ব অবস্থায় শুরু হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ– ‘ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অচিরেই সে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকদের জন্য’।[২০] যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আমীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন না করতে পারবেন, ততক্ষণ তাকে ধর্মীয় বিষয়গুলি জামা‘আতবদ্ধভাবে সম্পাদন করে যেতে হবে।

---

১৬. *আবুদাঊদ হা/৩৬৬৫, হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/২৪০ ‘ইলম’ অধ্যায়। ইবনু মাজাহ্র বর্ণনায় (ইবনু মাজাহ হা/৩৭৫৩) এসেছে,* مُرَاءٍ *অর্থাৎ রিয়াকার ব্যক্তি যার কথায় ও কাজে কোন নেকী নেই।*

১৭. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৫০৮, সনদ যঈফ*। কথাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নয়। বরং হযরত আলী (রাঃ)-এর। পূর্ণ হাদীছটি হ'ল, আলী (রাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেনা আমীর ব্যতীত। তিনি সৎ হৌন বা অসৎ হৌন। লোকেরা বলল, সৎ আমীর বুঝলাম। কিন্তু অসৎ আমীরের বিষয়টি কেমন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তার মাধ্যমে রাস্তা-ঘাট নিরাপদ রাখেন, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করান, যুদ্ধলব্ধ ফাই জমা করেন, দণ্ডবিধিসমূহ কায়েম করেন, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করান, যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে, যতদিন না তাঁর মৃত্যু এসে যায়’। হাদীছটির সনদ যঈফ হ'লেও ছহীহ মরফূ‘ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে বলা হয়েছে, ‘আমীর হ'লেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়’ *(বুখারী হা/২৯৫৭)*।

১৮. *বুখারী হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৩৬৬১*।

১৯. *বুখারী হা/৭২৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫*।

২০. *মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯*।

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(২য় কিস্তি)

৫. ভুল সংশোধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান মূল্যায়ন (اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ) :

সমাজে কিছু লোকের কথা মান্য করা হ'লেও ঐ কথাই অন্যেরা বললে মান্য করা হয় না। কেননা তাদের এমন একটা অবস্থান রয়েছে, যা অন্যদের নেই। অথবা ভুলকারীর উপর তাদের এমন ক্ষমতা রয়েছে, যা অন্যদের হাতে নেই। যেমন পুত্রের উপর পিতার, শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের এবং সরকারীভাবে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির অন্যায় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিষেধ করার ক্ষমতা। সুতরাং বয়সে যে বড় তার ভূমিকা সমবয়সী ও ছোটদের মত নয়; আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা অনাত্মীয়ের মত নয় এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির ভূমিকা ক্ষমতাহীন ব্যক্তির মত নয়।

শ্রেণীগত এ পার্থক্য জানা থাকলে একজন সংশোধনকারীর পক্ষে যথার্থভাবে সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। সে সবকিছু বুঝে-শুনে যথাযথভাবে করতে পারবে। ফলে তার নিষেধ বা সংশোধনের উল্টো ফল হিসাবে বড় কোন অঘটন বা অন্যায়ের সূত্রপাত হবে না। নিষেধকারীর পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি অপরাধীর মনে নিষেধের মাত্রা এবং কঠোরতা ও নম্রতার মাপকাঠি নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখান থেকে আমরা দু'টি সূত্র পেতে পারি।

এক. আল্লাহ যাকে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন সে যেন তা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, নীতি-নৈতিকতা বা চরিত্র শিক্ষাদানে নিয়োজিত রাখে এবং তার দায়িত্বকে অনেক বড় মনে করে। কেননা জনগণ অন্যদের তুলনায় তার কথা বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে এবং সে যা পারে অন্যরা তা পারে না।

দুই. আদেশকর্তা ও নিষেধকর্তা যেন নিজের ওযন ভুলে না যায়। তাহ'লে সে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাবে যার যোগ্য সে নয়। এমতাবস্থায় তার অধিকারহীন ক্ষমতা প্রয়োগে হিতে বিপরীত হবে এবং উল্টো তাকেই ঝামেলা ও বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে।

নবী করীম (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ মানুষের উপর যে মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়েছিলেন, তা তিনি আদেশ-নিষেধ ও শিক্ষাদানে যথারীতি ব্যবহার করতেন। তিনি অনেক সময় এমন আচরণও করতেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ করলে তা মোটেও শোভনীয় হ'ত না। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

ইয়াঈশ ইবনু তিহফা আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

ضِفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ تَضَيَّفَهُ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى اللَّيْلِ يَتَعَاهَدُ ضَيْفَهُ فَرَآنِى مُنْبَطِحاً عَلَى بَطْنِى فَرَكَضَنِى بِرِجْلِه وَقَالَ لاَ تَضْطَجِعْ هَذِهِ الضِّجْعَةَ فَإِنَّهَا ضِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ- وفي رواية: فَرَكَضَهُ بِرِجْلِهِ فَأَيْقَظَهُ وَقَالَ هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ-

'একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর মেহমানখানায় অন্যান্য অভাবী মিসকীনদের সাথে মেহমান হয়েছিলাম। রাতে তিনি তাঁর মেহমানদের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে উপুড় হয়ে ঘুমাতে দেখে তাঁর পা দিয়ে আমাকে ঠেলা মারেন এবং বলেন, এমন করে ঘুমিও না। এভাবে ঘুমানো আল্লাহ্‌র নিকট অপসন্দনীয়। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে পা দিয়ে ধাক্কা দেন এবং জাগিয়ে তোলেন। তারপর বলেন, এটা জাহান্নামীদের শোয়া'।[1]

এভাবে পায়ে ঠেলে নিষেধ করা নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে মানানসই হ'লেও অন্য কোন মানুষের জন্যে তা মানানসই হবে না। অন্য কোন ব্যক্তি কাউকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে এমন আশা করতে পারে না যে, সে তাকে পায়ে ঠেলে জাগিয়ে তুলবে এবং লোকটা তা মেনে নিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

অনুরূপ আরেকটি কাজ হচ্ছে- ভুলে পতিত ব্যক্তিকে মারধর করা কিংবা তার দিকে কংকর জাতীয় কিছু ছুঁড়ে মারা। কিছু কিছু পূর্বসূরী ব্যক্তিত্ব এমনটা করেছেন। আসলে এসবই নির্ভর করে ব্যক্তির ভাবমর্যাদা ও প্রতিপত্তির উপর। নিম্নে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরা হ'ল।

দারেমী সুলায়মান ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ صَبِيْغٌ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِيْنَ النَّخْلِ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ- فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُوناً مِنْ تِلْكَ الْعَرَاجِيْنِ فَضَرَبَهُ وَقَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فَجَعَلَ لَهُ ضَرْباً حَتَّى دَمِىَ رَأْسُهُ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَسْبُكَ قَدْ ذَهَبَ الَّذِى كُنْتُ أَجِدُ فِى رَأْسِى-

'ছাবীগ নামক এক ব্যক্তি মদীনায় এসে কুরআনের মুতাশাবেহ বা দ্ব্যর্থবোধক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। খবর পেয়ে ওমর (রাঃ) তাকে ডেকে পাঠান। এদিকে তার জন্য তিনি কিছু খেজুর ডাল (পাতা ছড়ান লাঠি আকারের ডাল)

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

*** সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. আহমাদ হা/২৩৬৬৪; আল-ফাতহুর রাব্বানী ১৪/২৪৪-২৪৫; তিরমিযী হা/২৭৪০; আবুদাঊদ হা/৫০৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৭০-২২৭১, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮৭, সনদ ছহীহ।

যোগাড় করে রাখলেন। সে এলে তিনি বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি আল্লাহ্র বান্দা ছাবীগ। ওমর তখন একটা খেজুর ডাল তুলে নিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা ওমর। তারপর তিনি খেজুর ডাল দিয়ে পিটিয়ে তার দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন। সে তখন বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন! যথেষ্ট হয়েছে আমাকে আর মারবেন না, আমার মাথায় যে ভূত চেপেছিল তা চলে গেছে'।[২]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু আবী লায়লার বরাতে উল্লেখ করেছেন,

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَاينِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهْىَ لَكُمْ فِى الآخِرَةِ-

'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) তখন মাদায়েনের শাসক। তিনি পানি পান করতে চাইলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রূপার পাত্রে তাঁকে পানি এনে দিল। তিনি তা তার মুখে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এমনি এমনি তাকে ছুঁড়ে মারিনি। এর আগেও আমি তাকে নিষেধ করেছি, কিন্তু সে নিষেধ মানেনি। অথচ নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে মসৃণ রেশম ও মোটা রেশমের কাপড় পরতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ওগুলো দুনিয়াতে তাদের জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য'।[৩]

ইমাম আহমাদের বর্ণনায় এসেছে আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى بَعْضِ هَذَا السَّوَادِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ فَرَمَاهُ بِهِ فِى وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا اسْكُتُوا اسْكُتُوا وَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ فَسَكَتْنَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُ بِهِ فِى وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا لاَ. قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ. قَالَ فَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ قَالَ مُعَاذٌ لاَ تَشْرَبُوا فِى الذَّهَبِ وَلاَ فِى الْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ-

'আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সঙ্গে (মাদায়েনের) এক শহরতলী এলাকায় গিয়েছিলাম। তিনি পানি চাইলে জনৈক নেতা রূপার পাত্রে পানি নিয়ে আসে। তিনি পাত্রটা হাতে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারেন। তখন আমরা বলতে লাগলাম, চুপ করো! চুপ করো!! আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে (হয়তো) তিনি কিছুই বলবেন না। আমরা চুপ করলে তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান, কেন আমি ওটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলাম? আমরা বললাম, 'না'। তিনি বললেন, এর আগে আমি তাকে এমন করতে নিষেধ করেছিলাম। (তারপরও সে আমার নিষেধ শোনেনি)। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রসঙ্গ তুলে বললেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা সোনার পাত্রে পান করো না। (মুযাদের বর্ণনায় এসেছে) তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান কর না। মিহি রেশম ও মোটা রেশমের কাপড় পর না। কেননা এ দু'টো তাদের জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে বরাদ্দ রয়েছে'।[৪]

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رضى الله عنه فَقَالَ كَاتِبْهُ فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) فَكَاتَبَهُ-

'(সিরীন ছিলেন আনাস (রাঃ)-এর দাস)। মুক্তি লাভের জন্য তিনি তার সঙ্গে মুকাতাবা (অর্থ দানের বিনিময়ে মালিকের নিকট থেকে মুক্তি লাভের) চুক্তি করতে চান। এদিকে আনাস (রাঃ) সে সময় বেশ সম্পদশালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি মুকাতাবা চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট চলে যান। তিনি তাকে বলেন, ওর সঙ্গে তুমি মুকাতাবা কর। এবারও তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন ওমর (রাঃ) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং কুরআন থেকে পড়লেন, 'তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে তোমরা জানতে পার'। এ আয়াত শোনার পর আনাস (রাঃ) তার সঙ্গে মুকাতাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লেন'।[৫]

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِى حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِى سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ-

'একদা তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, এমন সময় খলীফা মারওয়ানের এক ছেলে তার সামনে দিয়ে যেতে থাকে। তিনি তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ফিরে না গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন আবু সাঈদ (রাঃ) তাকে মার

---

২. দারিমী ১/১৫, হা/১৪৬, সনদ মুনকাতি'।
৩. বুখারী হা/৫৬৩২।

৪. আহমাদ হা/২৩৪১২, সনদ ছহীহ; মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৭২।
৫. বুখারী 'মুকাতাবা' অধ্যায়-৫০, অনুচ্ছেদ-১; ফাৎহুল বারী ৫/১৮৪।

লাগান। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে সোজা মারওয়ানের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। মারওয়ান তখন আবু সাঈদকে বললেন, আপনার ভাতিজাকে মারলেন কেন? তিনি বললেন, আমি তো তাকে মারিনি, আমি মেরেছি শয়তানকে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ ছালাতে রত থাকে এবং এমন সময় কোন মানুষ তার সামনে দিয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে যথাসাধ্য সরিয়ে দেয়। কিন্তু যদি সে না মানে তাহ'লে যেন তার সঙ্গে লড়াই করে। কেননা সে একটা শয়তান'।[৬]

ইমাম আহমাদ আবুন নযর থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِىَّ كَانَ يَشْتَكِى رِجْلَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُو مُضْطَجِعٌ فَضَرَبَهُ بِيَدِه عَلَى رِجْلِه الوَجِعَة فَأَوْجَعَهُ فَقَالَ أَوْجَعْتَنِى أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رِجْلِى وَجِعَةٌ قَالَ بَلَى. قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ هَذِه–

'একবার আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পায়ে অসুখ হয়। তিনি তখন এক পায়ের পর অন্য পা তুলে শুয়েছিলেন। এমন সময় তার ভাই সেখানে আসেন। তিনি তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ব্যথাযুক্ত পায়ে মুষ্ঠাঘাত করেন। ফলে তিনি ব্যথায় ককিয়ে ওঠেন এবং বলেন, তুমি আমাকে ব্যথা দিলে? তুমি কি জান না যে, আমার পায়ে ব্যথা? তিনি বললেন, হ্যাঁ জানি। আবু সাঈদ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে কেন তুমি একাজ করলে? তিনি বললেন, তুমি কি শোননি, নবী করীম (ছাঃ) এভাবে পায়ের উপর পা তুলে শুতে নিষেধ করেছেন'?[৭]

ইমাম মালেক আবু যুবায়ের আল-মাক্কীর বরাতে বর্ণনা করেছেন, أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ 'এক লোক অন্য এক লোকের বোনকে বিয়ে করার জন্য ঐ লোকের কাছে প্রস্তাব দিল। তখন সে তার বোন ব্যভিচার করেছে বলে তাকে জানাল। একথা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের কানে পৌঁছলে তিনি তাকে ধরে মার দেন অথবা মারার উপক্রম করেন। তিনি তাকে বলেন, তোমার এ খবর দেওয়ার কি দরকার ছিল'?[৮]

ইমাম মুসলিম তাঁর ছহীহ গ্রন্থে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদের সঙ্গে মসজিদে আ'যম বা বড় মসজিদে বসে ছিলাম। আমাদের সাথে শা'বী ছিল। শা'বী তখন ফাতিমা বিনতে কায়সের হাদীছ বর্ণনা করল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তালাকের জন্য) তার নামে বাসস্থান ও খোরপোশ (ভরণ-পোষণ) এর কোন বিধান দেননি। একথা শুনে আসওয়াদ এক মুঠি কঙ্কর তুলে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারল এবং বলল, তুমি ধ্বংস হও! তুমি এমন হাদীছ বর্ণনা করছ? অথচ ওমর (রাঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন, আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না যে, সে বিষয়টা মনে রেখেছে না-কি ভুলে গেছে? এ ধরনের মহিলা বাসস্থান ও খোরপোশ উভয়ই পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ– 'তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের হয়ে না যায়, তবে তারা কেউ সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে বসলে ভিন্ন ব্যবস্থা হবে' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।[৯]

আবুদাঊদ বর্ণনা করেছেন,

دَخَلَ رَجُلاَن مِنْ أَبْوَاب كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِىُّ جَالِسٌ فِى حَلْقَة فَقَالاَ أَلاَ رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَة أَنَا. فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُود كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ

'দু'জন লোক কিন্দার ফটক দিয়ে ঢুকল। সেখানে এক মজলিসে ছাহাবী আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বসা ছিলেন। তারা দু'জনেই বলল, এখানে এমন কেউ কি আছে যে আমাদের মাঝে সমাধান করে দিবে? মজলিসের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি আছি। আবু মাসঊদ (রাঃ) তখন এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলেন ও বললেন, থাম, বিচার-ফায়ছালায় দ্রুত সাড়া দেওয়া একটি অপসন্দনীয় কাজ'।[১০]

আমরা এও লক্ষ্য করি যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কিছু বিশেষ ছাহাবীর উপর সময় বিশেষে এতটা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যা উদাহরণ স্বরূপ কোন বেদুঈন কিংবা বহিরাগত পরদেশী কেউ একই ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে করেননি। এসব কিছুই ছিল তাঁর হিকমত অবলম্বন এবং নিষেধ করার ক্ষেত্রে অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখার উদাহরণ।

জেনে-বুঝে ভুলকারী ও না জেনে-বুঝে ভুলকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ(التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم) :

উল্লেখিত বিষয়ে মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ)-এর ঘটনা স্পষ্ট বার্তা বহনকারী। তিনি তখন থাকতেন মদীনা থেকে দূরে মরু এলাকায়। ছালাতে কথা বলা নিষেধ হয়ে গেছে তিনি তা জানতেন না। মরুগ্রাম থেকে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করার সময় তিনি কথা বলেছিলেন। তিনি নিজেই বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাতে রত ছিলাম, এমন সময়

---

৬. নাসাঈ হা/৪৮৬২, সনদ ছহীহ।
৭. আহমাদ হা/১১৩৯৩, সনদ ছহীহ লি গাইরিহী।
৮. মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/১৫৫৩। হা/২০১৩।
৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৮০।
১০. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৭ 'বিচার' অধ্যায়, 'বিচার প্রার্থনা এবং তাতে দ্রুত সাড়া দান' অনুচ্ছেদ, সনদ যঈফ।

একজন হাঁচি দিলে আমি বলে উঠলাম يَرْحَمُكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন'। তখন জামাতস্থ লোকেরা আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, আমার মা সন্তান হারা হোক! (অর্থাৎ আমার মরণ হোক!) তোমাদের কী হ'ল? তোমরা আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের হাত দিয়ে তাদের উরুতে আঘাত করতে লাগল। যখন আমি দেখলাম, তারা আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে তখন আমি তাদের কথার জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। আমার মাতা-পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য কুরবান হোক; আমি এর আগে ও পরে কোন শিক্ষককেই তাঁর থেকে সুন্দর করে শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম, তিনি ছালাত শেষ করে না আমাকে ধমক দিলেন, না মারলেন, না গালমন্দ করলেন। তিনি শুধু বললেন, এই ছালাত এমনই যে, এতে মানুষের কথাবার্তার কোন সুযোগ নেই। এ কেবলই তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়।[১১]

সুতরাং অজ্ঞের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সন্দেহবাদীর জন্য প্রয়োজন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা, উদাসীনের জন্য প্রয়োজন উপদেশ এবং একগুঁয়ের জন্য প্রয়োজন ওয়ায-নছীহত। সুতরাং বিধান সম্পর্কে অবগত ও অনবগত লোকদের একইভাবে নিষেধ বা বাধাদান সমীচীন নয়। বরং অনবগত অজ্ঞ মূর্খের উপর কঠোরতা দেখালে অনেক সময় তা হিতে বিপরীত ফল বয়ে আনবে, এমনকি সে আনুগত্য পরিহারও করতে পারে। অথচ প্রথমে তাকে নরম মেযাজে কৌশলের সাথে বুঝালে ঠিকই নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং শুধরাতে পারবে। কারণ জাহিল অজ্ঞরা নিজেদের ভুলের উপর আছে বলে মনে করে না। তাই কেউ তাকে অন্যায় থেকে নিষেধ করলে তৎক্ষণাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে- না শিখিয়ে না জানিয়ে তুমি আমার উপর হঠাৎ চড়াও হচ্ছ কেন? অনেক সময় ভুলকারী সঠিক নিয়মের পাশেই অবস্থান করে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না। বরং নিজেকে সঠিক ভেবে সেটাই ধরে রাখতে চায়।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) থেকে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ طَعَاماً ثُمَّ أُقِيمَت الصَّلاَةُ فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ وَرَاءَكَ. فَسَاءَنِى وَاللهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ وَخَشِىَ أَنْ يَكُونَ فِى نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَيْهِ فِى نَفْسِى شَىْءٌ إِلاَّ خَيْرٌ وَلَكِنْ أَتَانِى بِمَاءٍ لأَتَوَضَّأَ وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَاماً وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِى-

'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়া-দাওয়া সেরেছেন, এমন সময় ছালাতের আযান হল। তিনি ছালাতের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, এর আগে অবশ্য তিনি ওযূ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওযূ করবেন ভেবে আমি তাঁর নিকট পানির পাত্র নিয়ে এলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তিরস্কার করে বললেন, পিছিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম, তাঁর এ আচরণে আমি মর্মাহত হই। তাঁর ছালাত শেষ হ'লে আমি ওমরের নিকট আমার অনুযোগের কথা বললাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনার তিরস্কার মুগীরার মনে খুব দাগ কেটেছে, সে ভয় পাচ্ছে যে, তার জন্যে আপনার মনে কোন কষ্ট লেগেছে কি-না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমার মনে তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কোন মন্দ ধারণা নেই। আমি যাতে ওযূ করি সেজন্য আমার নিকট সে পানি নিয়ে এসেছিল। আমি তো শুধু খাবার খেয়েছি। তারপরও যদি আমি ওযূ করতাম তাহ'লে আমার পরবর্তীতে লোকেরা খেয়েদেয়ে ওযূ করত'।[১২]

লক্ষণীয় যে, এ ধরনের বড় মাপের পদস্থ ছাহাবীদের কোন কাজকে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক ভুল আখ্যায়িত করা তাদের মনে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য ছিল না। তারা অসন্তুষ্ট হবেন কিংবা তাঁর সাহচর্য ছেড়ে দিবেন-বিষয়টা সেজন্যও ছিল না। বরং এতে তাদের মনে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই তিনি তিরস্কার করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক তাঁদের কোন কাজ ভুল আখ্যা দেওয়া বা তিরস্কারের পর তাতে যে কেউ ভীত-চকিত হয়ে পড়বে, নিজেকে নিজে দোষারোপ করবে যে এমনটা কেন করতে গেলে এবং যতক্ষণ না নবী করীম (ছাঃ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তিনি নিশ্চিত না হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর মনে অস্থিরতা বিরাজ করবে।

উল্লেখিত ঘটনাই দেখুন। নবী করীম (ছাঃ) ব্যক্তি মুগীরার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করতে যাননি, তিনি বরং সকল মানুষের উপর করুণা করার ইচ্ছায় এবং খানাপিনা করলে যে ওযূ ভাঙ্গে না তা বর্ণনা করার জন্য এমনটা করেছেন। যাতে করে যা ফরয নয় তাকে ফরয ভেবে মানুষ সঙ্কটে পতিত না হয়।

মুজতাহিদের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা ও অপারগতাজনিত ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ :

মুজতাহিদের অনিচ্ছাকৃত ভুল মোটেও দোষের নয়; বরং তিনি এজন্য একটি ছওয়াব লাভের যোগ্য- যদি তিনি আন্তরিকতার সাথে ইজতিহাদ করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 'বিচারক যখন ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে বিচার করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন তার দু'টি ছওয়াব হয় আর যদি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহ'লেও তার একটি ছওয়াব হয়'।[১৩]

---

১১. *ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭।*

১২. *আহমাদ ৪/২৫৩, হা/১৮২৪৪, সনদ হাসান।*

১৩. *তিরমিযী হা/১৩২৬; মিশকাত হা/৩৭৩২, সনদ ছহীহ।*

Contents

ইচ্ছা করে ভুলকারী কিংবা অক্ষম মুজতাহিদের বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। সুতরাং এই দু'জন কখনো সমান হ'তে পারে না। প্রথমজনকে ইজতিহাদের নিয়ম-কানূন শিখাতে হবে এবং তার কল্যাণ কামনা করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে উপদেশ দিতে হবে এবং এ ধরনের ইজতিহাদে তাকে বাধা দিতে হবে। ভুল ইজতিহাদে যে মুজতাহিদ ছাড় পাবেন তার বিষয়টি যেমন বৈধ ক্ষেত্রে হ'তে হবে, তেমনি মুজতাহিদকে ইজতিহাদের যোগ্যতাধারী হ'তে হবে। না জেনে-শুনে যে ফৎওয়া দেয় কিংবা অবস্থার প্রতি লক্ষ না রেখে বিধান দেয় সে কোনভাবে ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) মাথা ফাটা ব্যক্তির ঘটনার ভুল বিধান দাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি ইমাম আবুদাঊদ তার সুনান গ্রন্থে জাবির (রাঃ) থেকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَّ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ-

'আমরা এক সফরে যাত্রা করেছিলাম। পথিমধ্যে আমাদের একজন লোকের মাথায় পাথর গড়িয়ে পড়ে। ফলে তার মাথা ফেটে যায়। পরে ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তুমি তো পানি ব্যবহারে সক্ষম, ফলে আমরা তোমার জন্য তায়াম্মুমের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। ফলে লোকটি গোসল করে এবং মারা যায়। পরে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এলে তাঁকে ঘটনা জানানো হয়। সব শুনে তিনি বললেন, ওরা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওদের হত্যা করুন। যখন তারা জানে না তখন কেন জাননেওয়ালাদের নিকটে জিজ্ঞেস করল না? অক্ষমের নিরাময়তা তো জিজ্ঞেস করে জানার মধ্যে..।[১৪]

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ-

'বিচারক তিন প্রকার। তাদের একজন যাবে জান্নাতে এবং দু'জন যাবে জাহান্নামে। অনন্তর যে জান্নাতী সে ঐ বিচারক, যে হক চিনে এবং তদনুযায়ী বিচার করে। কিন্তু যে হক বুঝার পরও অন্যায় বিচার করে সে জাহান্নামী। আর যে ঘটনার সত্যাসত্য না বুঝে মূর্খতার সাথে বিচার করে সেও জাহান্নামী'।[১৫] এখানে তৃতীয় ব্যক্তিকে মা'যূর বা ছাড়প্রাপ্ত ও ক্ষমার যোগ্য গণ্য করা হয়নি।

ভুল ও অপরাধ সংশোধনের মাত্রা নির্ণয়ে যে পরিবেশে তা সংঘটিত হয়েছে তা লক্ষ রাখাও প্রয়োজন। যেমন সেখানে সুন্নাত কিংবা বিদ'আতের কেমন প্রসার রয়েছে, অপরাধীদের একগুঁয়েমির সীমা কতখানি; জাহেল মূর্খ মুফতীরা তা জায়েয বলে ফৎওয়া দেয় কি-না, কিংবা সবকিছুকেই যারা হাল্কাভাবে নেয় তাদের মানসিকতা দেখে অন্যায়-অপরাধের নিষেধ করতে হবে।

ভুল পন্থায় ভাল কাজ সম্পাদনকারীকে বাধা দানে নিষেধ নেই (إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه) :

আমর ইবনু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা থেকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমার পিতাকে তার পিতা থেকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত ফজর ছালাতের আগে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এর বাড়ির গেটে বসে থাকতাম। তিনি ঘর থেকে বের হ'লে আমরা তার সাথে হেটে মসজিদে আসতাম। একবার আমাদের কাছে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) এসে বললেন, তোমাদের মাঝে কি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ এখনো আসেননি? আমরা বললাম, না। তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বেরিয়ে এলে আমরা সবাই উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন আবু মূসা তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, আমি এই মাত্র মসজিদে একটা ঘটনা দেখে এসেছি, যা আমার অচেনা অজানা। তবে আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা- আমি তা ভাল বৈ অন্য কিছু ভাবিনি। তিনি বললেন, তা কী? আবু মূসা (রাঃ) বললেন, বেঁচে থাকলে এক্ষুণি আপনি তা দেখতে পাবেন। আমি মসজিদে বেশ কিছু বৈঠক দেখলাম- যারা ছালাতের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক বৈঠকের লোকদের হাতে কিছু ছোট ছোট নুড়ি পাথর রয়েছে। একজন লোক তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে বলছে, 'তোমরা ১০০ বার আল্লাহু আকবার বল'। তারা ১০০ বার আল্লাহু আকবার বলছে। আবার বলছে '১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়'। তারা ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছে। এরপর বলছে, '১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়'। তারা ১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়ছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কী বললে? তিনি উত্তরে বললেন, আপনার মতামত ও আদেশের অপেক্ষায় আমি তাদের কিছুই বলিনি। তিনি বললেন, তুমি তাদের বললে না কেন- তারা তাদের পাপরাশি গণনা করবে, আর তুমি তাদের পুণ্য বিনষ্ট না হওয়ার যামিন থাকবে। তারপর তিনি

১৪. *আবুদাঊদ হা/৩৩৬, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৫৩১, সনদ হাসান।*

১৫. *আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; মিশকাত হা/৩৭৩৫, সনদ ছহীহ।*

Contents

রওয়ানা দিলেন, আমরাও তার সাথে রওয়ানা দিলাম। তিনি এসে সোজা ঐ বৈঠকগুলোর একটি বৈঠকের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এ কী করছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, এগুলো নুড়ি। আমরা এগুলো দিয়ে তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা বরং তোমাদের পাপগুলো এক এক করে গণনা কর; তোমাদের পুণ্য যাতে নষ্ট হয়ে না যায় আমি সে জন্য যামিন থাকব। আফসোস! হে মুহাম্মাদের উম্মত!! কত দ্রুত তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে এল! এই যে তোমাদের নবীর ছাহাবীগণ এখনো তারা সংখ্যায় অনেক। তাঁর (নবীর) কাপড় এখনো জীর্ণ হয়নি; তাঁর ব্যবহৃত পাত্রগুলো এখনো ভেঙ্গে যায়নি। (তার আগেই তোমাদের মাঝে এত পরিবর্তন দেখা দিল?) যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমরা এমন একটা দ্বীনের উপর আছ, যা মুহাম্মাদের দ্বীন থেকে অনেক বেশী সঠিক, নাকি তোমরা গুমরাহির দরজা খুলে দিচ্ছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, আমরা এর দ্বারা ভাল বৈ অন্য অভিপ্রায় পোষণ করিনি। তিনি বললেন, অনেক ভাল কাজের সংকল্পকারী আছে, যারা তার নাগাল পায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন একদল লোক কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। আল্লাহ্র কসম, আমি জানি না; তবে মনে হয়, তাদের অধিকাংশই তোমাদের ভেতরকার হবে। তারপর তিনি তাদের নিকট থেকে ফিরে এলেন।

আমর ইবনু সালামা বলেন, ঐ বৈঠকগুলোর অধিকাংশ লোককে দেখেছি, নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।[১৬]

ন্যায়বিচার করা, ভুলভ্রান্তি থেকে সতর্কীকরণে কোন পক্ষপাতিত্ব না করা(العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء) :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 'আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রিয়জন এবং তার পিতাও ছিলেন তাঁর প্রিয়জন। তা সত্ত্বেও তাকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতে নবী করীম (ছাঃ)-এর এতটুকু বাধেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থাপিত হদ বা কুরআনী দণ্ডমূলক একটি মামলায় আসামীর পক্ষে তিনি তাঁর কাছে সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِى سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِىَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيْهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِى يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর সময়কালে মক্কা বিজয়ের আমলে জনৈক মহিলা চুরি করেছিল। যেহেতু সে কুরাইশ বংশীয় ছিল তাই কুরাইশরা এতে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে কে কথা বলতে পারবে তা নিয়ে তারা আলোচনায় মিলিত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়জন উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কে সাহস দেখাতে পারবে। তখন উসামা বিন যায়েদ ঐ মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কথা বললেন। কিন্তু তার কথা শোনামাত্রই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্র হদ বা দণ্ড বিষয়ে তুমি আমার নিকট সুপারিশ নিয়ে এসেছে? উসামা (রাঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর বিকাল হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো এই কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত কেউ চুরি করলে তারা তাকে মুক্ত করে দিত, কিন্তু দরিদ্র অভাবী শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। কিন্তু আমার বেলায়- যার হাতে আমার জান তার শপথ করে বলছি- মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহ'লে আমি তার হাত কেটে দিতাম। তারপর তিনি সেই মহিলা চোরের হাত কেটে দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং তা কার্যকর করা হ'ল'।[১৭]

নাসাঈর বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَهِىَ لاَ تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأُتِىَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى

১৬. *দারেমী হা/২১০, ২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫।*

১৭. *বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮।*

اللهِ عليه وسلم فِيهَا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِى يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّتَئِذٍ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ–

‘জনৈক মহিলা কিছু পরিচিত মানুষের মৌখিক কথার ভিত্তিতে একটি অলংকার ধার নিয়েছিল। মহিলাটি তেমন পরিচিত ছিল না। পরে সে অলংকারটা বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়ে ফেলে। মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাযির করা হ’ল। এ সময় মহিলার পরিবার উসামা বিন যায়েদের নিকট (সুফারিশের উদ্দেশ্যে) গেল। তিনি ঐ মহিলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথা বললেন। তার কথা বলার সময়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি আমার কাছে আল্লাহ্র দণ্ড সমূহের একটি দণ্ড স্থগিত রাখতে সুফারিশ করছ? উসামা তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ), আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ঐদিন বিকালেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা কেবল এ কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কেউ চুরি করলে তারা তাকে দণ্ডমুক্ত করে দিত কিন্তু দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও যদি চুরি করত তাহ’লেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। তারপর তিনি ঐ মহিলার হাত কেটে দেন’।[১৮]

উসামার সুফারিশ উপেক্ষায় রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর মাঝে সুবিচারের চরিত্র ফুটে উঠেছে। তাতে এটাও বুঝা গেল যে, তাঁর নিকট মানুষের প্রতি ভালবাসার চেয়ে শরী‘আতের স্থান অনেক উর্ধ্বে ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত বিষয়ে কেউ ভুল করে থাকলে তার বিষয়টা উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শরী‘আতের কোন বিষয়ে ভুল করলে তার ক্ষেত্রে চোখ বুঁজে থাকা কিংবা তার পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ মোটেও নেই।

কিছু লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আত্মীয়-বন্ধু কেউ ভুল করলে তাকে ততটা বাধা দেয় না, যতটা বাধা অপরিচিত কাউকে দেয়। আত্মীয়তা বন্ধুত্বের কারণে অনেক সময় তাদের কাজে-কর্মে বেআইনি ভাবধারাও অবলম্বন করতে দেখা যায়। বরং অনেক সময় তারা আপনজনের ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাকে, আর অন্যদের ভুলের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসতে দিতেও নারায। কবি বলেছেন, চোখের মণির ভুলভ্রান্তি অন্ধকার রাতের মত ঢাকা পড়ে থাকে, কিন্তু চোখের বালির সকল অপরাধ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজকর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও এই একই ধারা লক্ষণীয়। একই কাজ প্রিয়জন করলে যেভাবে নেওয়া হয় অন্যে করলে তা ভিন্নভাবে নেওয়া হয়। *[চলবে]*

---

১৮. নাসাঈ হা/৪৮৯৮, সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৩০৪, মিশকাত হা/৩৬১০।

Contents

জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব, ফযীলত ও হিকমত

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

(২য় কিস্তি)

(٧) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَامرىُّ عَنْ أَبيه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فى مَسْجد الْخَيْف. قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِى أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ : عَلَىَّ بهمَا، فَجِىءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِى رِحَالِنَا. قَالَ: فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِى رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ-

(৭) ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-আমেরী (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমি হজ্জে হাযির ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মসজিদে খায়েফ ফজরের ছালাত আদায় করলাম। ছালাত শেষে তিনি যখন ফিরলেন তখন শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, তারা তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করেনি। তিনি বললেন, এদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদের নিয়ে আসা হ'ল। তখন ভয়ে তাঁদের ঘাড়ের রগ পর্যন্ত কাঁপছিল। তিনি তাদের বললেন, আমাদের সঙ্গে ছালাত আদায় করতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিল? তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আমাদের বাড়িতে ছালাত পড়ে নিয়েছিলাম। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। যদি তোমাদের বাড়িতে ছালাত পড়ে মসজিদে জামা'আতে আস, তবে তাদের সঙ্গে জামা'আতে শরীক হয়ে যেও। তোমাদের জন্য তা নফল হিসাবে গণ্য হবে'।[1] অত্র হাদীছে জামা'আতে ছালাতের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে জামা'আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

(٨) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضَرَبَ فَخذي، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ-

(৮) আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার উরুদেশে হাত মেরে বললেন, যদি তুমি এমন লোকের মধ্যে বেঁচে থাক যারা সঠিক সময় থেকে ছালাতকে পিছিয়ে দিবে তখন তুমি কি করবে? তিনি বললেন, আপনি যা আদেশ করবেন। তিনি বললেন, তুমি সময়মত ছালাত আদায় করে নিবে। তারপর তোমার প্রয়োজনে যাবে। যদি ছালাত আরম্ভ হয় আর তুমি মসজিদে থাক, তাহ'লে তাদের সাথে ছালাত আদায় করবে'।[2] মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, وَاجْعَلُوْا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً 'আর তোমরা তাদের সাথে তোমাদের জামা'আতে ছালাতকে নফল বানিয়ে নাও'।[3] তিনি আরো বলেন, وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوْا جَمِيْعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ- 'তোমরা যখন তিনজন অবস্থান করবে তখন জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করবে। আর তিনের অধিক থাকলে তোমাদের একজন ইমামতি করবে'।[4]

(٩) عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ : أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ-

(৯) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে (জামা'আতের পর) একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই কি- যে এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দিয়ে তার সাথে একত্রে ছালাত পড়তে পারে'?[5] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জনৈক ছাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের নিয়ে যোহরের ছালাত জামা'আতে সম্পাদন করে নিয়েছেন। রাসূল তাকে একাকি দেখে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার সাথে ছওয়াব লাভের ব্যবসায় লিপ্ত হবে? তখন একজন ছাহাবী দাঁড়িয়ে তার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করলেন।[6] তিনি আরো বললেন, এ দু'জনই জামা'আত।[7] জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব অধিক বলেই রাসূল (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন।

(١٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ يُتَمِّمُوْنَ الصُّفُوْفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِى الصَّفِّ-

(১০) জাবের ইবনু সামুরাহ সুয়াঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ বললেন, 'ফেরেশতামণ্ডলী যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ সারিবদ্ধ হবে না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *তিরমিযী হা/২১৯; মিশকাত হা/১১৫২; ছহীহুল জামে'হা/৬৬৬।*

২. *মুসলিম হা/৬৪৮; নাসাঈ হা/৮৫৯; ছহীহুল জামে' হা/২৩৯৪; মিশকাত হা/৬০০।*

৩. *মুসলিম হা/৫৩৪, ৬৪৮।*

৪. *মুসলিম হা/৫৩৪।*

৫. *আবূদাউদ হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৬৫২।*

৬. *আহমাদ হা/১১০৩২, ১১৮২৫, সনদ ছহীহ।*

৭. *আহমাদ হা/২২২৪৩।*

ফেরেশতামণ্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কিরূপ সারিবদ্ধ হন? তিনি বললেন, প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে দাঁড়ান'।[৮] অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) জামা'আতে ছালাতের কাতারকে রবের সামনে ফেরেশতামণ্ডলীর কাতারের সাথে তুলনা করেছেন। যা একাকি ছালাত আদায়ে সম্ভব নয়।

(١١) عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِى أَصْحَابِه تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوْا فَائْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ-

(১১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদেরকে ছালাতের কাতার হ'তে পশ্চাৎগামী দেখে বললেন, 'তোমরা প্রথম কাতারে এসো এবং আমার অনুসরণ কর। অতঃপর পরবর্তী লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। এক শ্রেণীর লোক সবসময় সামনের কাতার থেকে পিছনে থাকবে। মহান আল্লাহও তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখবেন'।[৯] অর্থাৎ তোমরা ছালাতের পিছনের কাতার পসন্দ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমত, দয়া, উঁচু মর্যাদা, জ্ঞান ও জান্নাত প্রাপ্তি হ'তে পশ্চাৎগামী করে দিবেন'।[১০] লক্ষ্যণীয় যে, জামা'আতে উপস্থিত হয়েও অলসতা করে পিছনের কাতারে দাঁড়ানোর কারণে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তি হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে। তাহ'লে যারা জামা'আতে ছালাত আদায় করে না তাদের পরিণাম কি হবে?

(١٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِه إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ-

(১২) যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'ফরয ছালাত ব্যতীত যে কোন ধরনের নফল ছালাত ঘরে পড়াই শ্রেয়'।[১১] রাসূল (ছাঃ) নফল ছালাত বাড়িতে আদায়ের অনুমতি দিলেও ফরয ছালাত বাড়িতে আদায়ের কথা বলেননি।

জামা'আতে ছালাতের গুরুত্বের ব্যাপারে ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আমল :

জামা'আতে ছালাত আদায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) অন্তিম সময়েও জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য বাড়ি থেকে মসজিদপানে বারবার যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ছাহাবী ও সালাফে ছালেহীন সাধ্যমত জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِه، لَمْ تُجَاوِزْ صَلاَتُهُ رَأْسَهُ إِلاَّ بِالْعُذْرِ-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও বিনা ওযরে জামা'আতে আসল না, তার ছালাত তার মাথা অতিক্রম করবে না'।[১২] অর্থাৎ তার ছালাত কবুল হবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে পসন্দ করে সে অবশ্যই এই ছালাতসমূহ হেফাযত করবে যেগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়'।[১৩] অর্থাৎ সে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِى صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন কোন লোককে এশা ও ফজরের ছালাতে জামা'আতে দেখতাম না তখন আমরা তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতাম।[১৪] আলবানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল- সে কোন মন্দ কারণ যেমন- শারীরিক অসুস্থতার কারণে বা তার দ্বীনের ত্রুটির কারণে অনুপস্থিত।[১৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি *হাইয়া 'আলাল ফালাহ*-এর আহ্বান শুনল, অথচ সে আহ্বানে সাড়া দিল না, সে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করল'।[১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لأَنْ يَمْتَلِئَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ، ثُمَّ لاَ يُجِيبُهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আযান শ্রবণের পর তাতে সাড়া না দিয়ে মসজিদে গমন থেকে বিরত থাকার চেয়ে আদম সন্তানের কান গলানো সীসা দ্বারা পূর্ণ হওয়া উত্তম'।[১৭]

হুশাইম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বললেন, فَقَدَ عُمَرُ رَجُلاً فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ : كُنْتُ مَرِيْضًا وَلَوْلاَ أَنَّ رَسُولَكَ أَتَانِيْ مَا خَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنْ كُنْتَ خَارِجًا إِلَى أَحَد فَاخْرُجْ إِلَى الصَّلاَةِ. 'একদা ওমর (রাঃ) জনৈক লোককে ফজর ছালাতে

৮. *আহমাদ হা/২১০৬২; মুসলিম হা/৪৩০; মিশকাত হা/১০৯১।*
৯. *মুসলিম হা/৪৩৮; মিশকাত হা/১০৯০।*
১০. *শারহুন্নববী 'আলা মুসলিম ৪/১৫৯।*
১১. *বুখারী হা/৭২৯০; মিশকাত হা/১২৯৫।*
১২. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৮৯।*
১৩. *মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২।*
১৪. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩৮৫; ছহীহ তারগীব হা/৪১৭।*
১৫. *ছহীহাহ হা/৩৩৭৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
১৬. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৯০; ছহীহ তারগীব হা/৪৩২।*
১৭. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৭২; ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৮৯।*

জামা'আতে দেখতে না পেয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। সে আসলে তিনি বললেন, তুমি কোথায় ছিলে? সে বলল, আমি অসুস্থ ছিলাম। আপনার পাঠানো লোক যদি আমার কাছে না আসত তাহ'লে আমি বাড়ি থেকে বের হ'তাম না। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাকে যদি বাইরে বের হ'তেই হয় তাহ'লে ছালাতের জন্য বের হবে'।[১৮]

عَنْ ابن عمر رضى الله عنهما: خرج عمر يَوْمًا إِلَى حَائط لَهُ فَرجع وَقد صلى النَّاس الْعَصْر فَقَالَ عمر : إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْه رَاجعُون فاتتني صَلَاة الْعَصْر فِي الْجَمَاعَة أشهدكم أَن حائطي على الْمَسَاكِين صَدَقَة لِيَكُون كَفَّارَة لما صنع عمر رَضِي الله عَنهُ والحائط الْبُسْتَان فِيه النخل–

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর (রাঃ) তাঁর খেজুর বাগানে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলেন লোকেরা আছরের ছালাত পড়ে নিয়েছে। তখন ওমর (রাঃ) *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন* পাঠ করে বললেন, জামা'আতের সাথে আছরের ছালাত আমাকে বঞ্চিত করেছে। (অর্থাৎ আমি আছরের ছালাত জামা'আতে আদায় করতে পারলাম না!) আমি তোমাদের সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমার বাগান মিসকীনদের জন্য ছাদাক্বাহ করে দিলাম, যাতে এটি ওমরের কৃতকর্মের কাফফারা হয়ে যায়। সে বাগানে খেজুর গাছ ছিল'।[১৯]

عَنْ أَبى حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبى حَثْمَةَ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب غَدَا إِلَى السُّوْق وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوْق وَالْمَسْجد النَّبَوِىِّ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِى الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّى فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِى الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ منْ أَنْ أَقُوْمَ لَيْلَةً.

আবু হাছমাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সোলায়মান বিন হাছমাকে ফজর ছালাতের জামা'আতে দেখতে পেলেন না। আর তিনি সকালে বাজারে গেলেন। অপরদিকে সোলায়মানের বাড়ি ছিল বাজার ও মসজিদে নববীর মধ্যবর্তী স্থানে। তিনি সোলায়মানের মা শিফার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে বললেন, আমি ফজর ছালাতে সোলায়মানকে দেখলাম না যে? সে উত্তরে বলল, সে রাত জেগে ছালাত আদায় করার কারণে তার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমার নিকট রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা ফজর ছালাতে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া অধিক প্রিয়'।[২০]

১৮. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৬২; আহমাদ, 'কিতাবুছ ছালাত' ১/১২২; ড. সায়্যিদ বিন হুসাইন আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলূব্বিল হিম্মাহ ২/৩৬৬।*
১৯. *ইবনু কাছীর, মুসনাদে ফারূক হা/৫২; যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/১৭।*
২০. *শু'আবুল ঈমান হা/২৮৭৭; ছহীহ তারগীব হা/৪২৩; মিশকাত হা/১০৮০।*

عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة قال : جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب يَوْمًا إِلَى مَنْزِل سَعِيد بْنِ يَرْبُوعٍ، فَعَزَّاهُ بِذَهَابِ بَصَرِه وَقَالَ: لَا تَدَعِ الْجُمُعَةَ، وَلَا الصَّلَاةَ فِي مَسْجد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لِي قَائِدٌ، قَالَ: نَحْنُ نَبْعَثُ إِلَيْكَ بِقَائِدٍ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْه بِغُلَامٍ مِنَ السَّبْيِ–

আব্দুর রহমান বিন মিসওয়ার (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সাঈদ বিন ইয়ারবূ' (রাঃ)-এর বাড়িতে আসলেন। অতঃপর তার চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি জুম'আ ও রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে ছালাত আদায় পরিহার করবে না। তখন সে বলল, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কেউ নেই। তিনি বললেন, আমরা তোমার নিকট পথ দেখানোর জন্য একজন লোক পাঠিয়ে দিব। এরপর তিনি তার জন্য একজন যুদ্ধবন্দী যুবক পাঠিয়ে দেন'।[২১]

নাফে' বলেন, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِيْ جَمَاعَة، أَحْيَى بَقِيَّـــةَ لَيْلَتـــه– 'ইবনু ওমর (রাঃ)-এর এশার ছালাতে জামা'আত ছুটে গেলে তিনি (নিজের শাস্তি স্বরূপ) সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন'।[২২]

শা'বী (রহঃ) বলেন, আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন, مَـــا أُقِيْمَت الصَّلَاةُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إلاَّ وَأَنَا عَلَى وُضُوْء. مَا دَخَـــلَ وَقْتُ صَلاَة حَتَّى أَشْتَاقَ إِلَيْهَـــا. 'আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন কোন সময় ছালাতের ইক্বামত হয়নি যখন আমি ওযূরত অবস্থায় ছিলাম না। আর যখনই ছালাতের সময় হয়েছে তখনই আমি ঐ দিকে ছুটে গেছি'।[২৩]

প্রখ্যাত তাবেঈ আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আন-নাখঈ (রহঃ)-এর জামা'আতে ছালাত ছুটে গেলে তিনি অন্য মসজিদে চলে যেতেন (এবং জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতেন)।[২৪]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) ছালাত হয়ে গেছে এমন মসজিদে এসে আযান-ইক্বামত দিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন।[২৫]

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, এখানে দু'টি মাসআলা রয়েছে, (১) যার মসজিদে ছালাতের জামা'আত ছুটে যাবে এবং যেখানে জামা'আত করার সুযোগ থাকবে না সে জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অন্য মসজিদে চলে যাবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, নিজ গোত্রের মসজিদে জামা'আত

২১. *হাকেম হা/৬০৭৬; কানযুল উম্মাল হা/২৩০৫১।*
২২. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৩৫; আবু নাঈম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৩০৩; কান্ধলভী, হায়াতুছ ছাহাবা ৪/২৫২, সনদ ছহীহ।*
২৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/১৬৪; ইবনুল মুবারক, কিতাবুল যুহ্দ হা/১৩০২; ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব।*
২৪. *বুখারী, অধ্যায়-৩০, ৩/৯৪।*
২৫. *বুখারী, ঐ দ্রঃ।*

Contents

শেষ হয়ে গেলে জামা'আতে ছালাত আদায় করার জন্য অন্য মসজিদে চলে যাবে। (২) যে মসজিদে একবার ছালাতের জামা'আত হয়ে গেছে সে মসজিদে আবারো ইক্বামত দিয়ে জামা'আত করা যাবে।[২৬]

হাম্মাদ বিন যায়েদ বলেন, 'লাইছ বিন আবু সুলাইম (রহঃ) নিজ গোত্রীয় মসজিদে জামা'আত ছুটে গেলে, তিনি বাহন হিসাবে গাধা ভাড়া করতেন। অতঃপর তাতে আরোহণ করে জামা'আত না পাওয়া পর্যন্ত মসজিদসমূহ প্রদক্ষিণ করতে থাকতেন'।[২৭]

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد 'বিশ বছর যাবৎ যখনই মুয়াযিযন আযান দিয়েছে তখনই আমি মসজিদে ছিলাম'।[২৮] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

مَا فَاتَتْنِي التَّكْبِيْرَةُ الْأُولَى مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً وَمَا نَظَرْتُ فِيْ قَفَا رَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً–

'পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমার প্রথম তাকবীর ছুটে যায়নি এবং আমি ছালাতরত অবস্থায় কোন লোকের ঘাড়ের পশ্চাৎ দিক দেখিনি' (অর্থাৎ প্রথম কাতার ব্যতীত ছালাত আদায় করিনি)।[২৯]

একবার তাঁকে বলা হ'ল- তারেক আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। অতএব আপনি আত্মগোপন করুন। তার জওয়াবে তিনি বললেন, এমন কী গোপন যে, আল্লাহ আমার উপর ক্ষমতা রাখবেন না। তাকে বলা হ'ল, আপনি বাড়িতে অবস্থান করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি *'হাইয়া আলাল ফালাহ্'*র আহ্বান শুনব আর আমি তাতে সাড়া দিব না?[৩০] জামা'আতে ছালাত আদায়ের কেমন গুরুত্ব যে হত্যার হুমকি থাকা সত্ত্বেও তিনি মসজিদ ত্যাগ করেননি।

সালাফে ছালেহীন জামা'আতের সাথে ছালাতে তাকবীরে উলা ছুটে গেলে তারা মনে মনে তিনদিন অনুতপ্ত থাকতেন। আর জামা'আত ছুটে গেলে তারা সাত দিন অনুতপ্ত থাকতেন'।[৩১]

আবু হাইয়ান তার পিতা হ'তে বর্ণনা করে বলেন, রাবী' বিন খুছয়াম দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে ছালাতে যেতেন। তিনি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। একদিন তাকে বলা হ'ল- হে আবী ইয়াযীদ! আপনাকে তো এ বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, إِنِّيْ أَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْصَّلَاةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْتُوْهَا وَلَوْ حَبْوًا 'আমি তো হাইয়া 'আলাছ ছালাহ, হাইয়া 'আলাল ফালাহ্র আহ্বান শুনি। তোমরা সম্ভব হ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও জামা'আতে হাযির হবে'।[৩২]

মুছ'আব বলেন, প্রখ্যাত তাবেঈ আমের যখন নিজের জীবন নিয়ে খুব আশঙ্কায় ছিলেন তখন মুওয়াযযিনের আযান শুনতে পেয়ে বললেন, আমার হাত ধর (মসজিদে নিয়ে চল)। তাকে বলা হ'ল, আপনিতো অসুস্থ! তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র ডাক শ্রবণ করব, অথচ সে ডাকে সাড়া দিব না? অতঃপর তারা তার হাত ধরে মসজিদে নিয়ে গেল এবং ইমামের সাথে মাগরিবের ছালাতে শরীক হ'লেন। এরপর এক রাক'আত ছালাত আদায় করে মারা গেলেন'।[৩৩]

দায়লামী বলেন, ইবনু খাফীফ (রহঃ)-এর মাজায় ব্যথা ছিল। যখন তার ব্যথা উঠে যেত তখন তিনি নড়া-চড়া করতে পারতেন না। যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হ'ত তখন তিনি একজন লোকের পিঠে আরোহন করে মসজিদে যেতেন। তাকে বলা হ'ল- আপনি নিজের জন্য বিষয়টি যদি হালকা করে নিতেন (অর্থাৎ বাড়ীতে ছালাত আদায় করতেন)? তিনি বললেন, তোমরা হাইয়া আলাছ ছালাহ-এর আহ্বান শুনার পরে যদি আমাকে ছালাতের কাতারে দেখতে না পাও, তাহ'লে তোমরা আমাকে কবরস্থানে খুঁজবে'।[৩৪]

ছাহাবী হারেছ বিন হাস্সান (রাঃ) বিয়ে করলেন। তখন নিয়ম ছিল কেউ বিবাহ করলে কয়েকদিন বাড়িতে নিজেকে আবদ্ধ রাখত। ফজর ছালাতের জন্য বের হ'ত না। কিন্তু তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন। তাকে বলা হ'ল- আপনি ছালাতের জন্য বের হচ্ছেন অথচ এই রাতেই আপনার স্ত্রীর সাথে বাসর হয়েছে! তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! যে নারী জামা'আতে ফজরের ছালাত আদায়ে আমাকে বাধা দিবে সে অবশ্যই নিকৃষ্ট নারী'।[৩৫]

সা'দ বিন ওবায়দা আবু আব্দুর রহমান সুলামী সর্ম্পকে বলেন, 'তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থাতেও তাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যেন তাকে কাঁদা-মাটি ও বৃষ্টির দিনেও মসজিদে বহন করে নিয়ে যায়'।[৩৬] এখানে লক্ষ্যণীয় যে, দু'দিক থেকে তার মসজিদ ত্যাগ করার অনুমতি ছিল। প্রথমতঃ তিনি অসুস্থ ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির দিন ছিল। আর এ দু'টি কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমোদন রয়েছে। এরপরেও তিনি মসজিদ ত্যাগ করেননি।

উপরোক্ত হাদীছ ও আছারগুলো থেকে বুঝা যায় যে, জামা'আতে ছালাত আদায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ আমাদের সকলকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৬. *ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৬/৫; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪৫৯৫।*
২৭. *মুসনাদ ইবনুল জা'দ হা/৬১৬; ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৬/৫।*
২৮. *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৮৮; যাহাবী, আল-কাবায়ের ১/১৭।*
২৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১৬৩।*
৩০. *কুরতুবী ১৮/২৫১।*
৩১. *ইবনু মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর ৪/৪০২; আল-কাবায়ের ১/১৭।*
৩২. *শু'আবুল ঈমান হা/২৬৬৮; ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৮৮; আল-কাবায়ের ১/১৭।*
৩৩. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৮/১৪৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২২০।*
৩৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৩৪৮; তারীখুল ইসলাম ২৬/৫১০; ইবনুল মুলাক্কিন, ত্বাবাকাতুল আওলিয়া ১/২৯৩।*
৩৫. *মু'জামুল কাবীর হা/৩৩২৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২১৫৮; সনদ হাসান।*
৩৬. *ইবনুল মুবারক, কিতাবুয-যুহ্দ হা/৪১৯; আল-মাত্বলিবুল আলীয়া ৩/৫৪৯; সনদ ছহীহ।*

নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্য : বিভ্রান্তি নিরসন

*আহমাদুল্লাহ্**

ভূমিকা :

কোন কোন মুসলিম ভাই বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা নারী-পুরুষের ছালাতের মাঝে পদ্ধতিগত পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। তারা ১৮টি পার্থক্য তুলে ধরে থাকেন। বঙ্গানুবাদ 'বেহেশতী জেওর' বইয়ে ১১টি পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।[১] তারা মারফূ', মাওকূফ এবং মাক্বতূ' এই তিন প্রকার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তাদের পেশকৃত দলীলসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হ'ল।-

মারফূ' তথা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনা সমূহ :

দলীল-১ :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا-

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে ওয়ায়েল বিন হুজর! যখন তুমি ছালাত পড়বে তখন তোমার দু'হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। আর নারীরা তাদের দু'হাত বুক পর্যন্ত উত্তোলন করবে'।[২]

জবাব : বর্ণনাটি যঈফ বা দুর্বল। নিম্নোক্ত কারণে এটি দলীল ও আমলযোগ্য নয়। হাফেয নূরুদ্দীন হায়ছামী (রহঃ) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ طَوِيْلٍ فِيْ مَنَاقِبِ وَائِلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ حُجْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِه ثِقَاتٌ

'এটি ত্বাবারাণী একটি দীর্ঘ হাদীছে ওয়ায়েল-এর মানাক্বিব অধ্যায়ে মায়মূনাহ বিনতে হুজর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার ফুফু উম্মে ইয়াহ্ইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার হ'তে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তাকে তথা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে চিনি না। এর অবশিষ্ট রাবীগণ নির্ভরযোগ্য'।[৩]

উল্লেখ্য, হায়ছামীর এই উক্তিটি ড. ইলিয়াস ফয়সাল প্রণীত 'নবীজীর নামায' গ্রন্থে উল্লেখ করা হ'লেও এর বঙ্গানুবাদ করা হয়নি।[৪]

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন,

وهذا إسناد ضعيف، فإن ميمونة بنت حجر، وعمتها أم يحيى بنت عبد الجبار، لم أجد لهما ترجمة-

'এই সনদটি যঈফ। কেননা মায়মূনা বিনতে হুজর এবং তার ফুফু উম্মে ইয়াহ্ইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার উভয়ের জীবনী আমি পাইনি। অতঃপর তিনি বলেছেন, فالتفريق المذكور في الحديث منكر- 'এই হাদীছটিতে উপরোল্লিখিত পার্থক্যটি অস্বীকৃত বা পরিত্যক্ত'।[৫]

হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّفْرِقَةِ فِي الرَّفْعِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ 'এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যা পুরুষ ও নারীর রাফ'উল ইয়াদায়নের বিষয়ে পার্থক্য নির্দেশ করে'।[৬]

আল্লামা শাওকানী বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِه السُّنَّةُ تَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيْهَا، وَكَذَا لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيْ مِقْدَارِ الرَّفْعِ-

'আর জেনে রাখো! নিশ্চয়ই এই সুন্নাতটি পুরুষ-নারী উভয়কে (আমলের ক্ষেত্রে সমানভাবে) অন্তর্ভুক্ত করে। আর এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যা এই বিষয়ে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নির্দেশ করে। তদ্রূপ এমন কিছুই বর্ণিত হয়নি যা হাত উত্তোলন করার পরিমাণ সম্পর্কে পুরুষ-নারীর মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করে'।[৭]

সুতরাং উক্ত বর্ণনাটি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা যাবে না। কেননা এটি দুর্বল বর্ণনা। উল্লেখ্য যে, ড. ইলিয়াস ফয়সাল প্রণীত 'নবীজীর নামায' বইয়ে এই বর্ণনাটিকে হাসান বলা হয়েছে।[৮] যা গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল-২ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ 'তাসবীহ হ'ল পুরুষদের জন্য ও তাছফীক্ব হ'ল নারীদের জন্য'।[৯] (তাছফীক্ব হ'ল এক হাতের পাতা দ্বারা অন্য হাতের তালুতে মারা)।

জবাব : এই পার্থক্য ছালাত আদায়ের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং ইমামের ভুলের জন্য সতর্কীকরণের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এই ছহীহ হাদীছটি তাক্বলীদপন্থীদের পক্ষে দলীল হ'তে পারে না।

উক্ত হাদীছ দ্বারা নারীদের জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় প্রমাণিত হয়। কিন্তু হানাফীগণ এই অনুমতি দিতে প্রস্তুত নন।

দলীল-৩ :

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ-

---

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *মোকাম্মাল মোদাল্লাল বেহেশতী জেওর, (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪ইং), পৃঃ ১১৬-১৭।*
২. *ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২৮, ১৯/২২ পৃঃ।*
৩. *হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২৫৯৪।*
৪. ড. ইলিয়াস ফয়সাল, সম্পাদনা : মাওলানা আব্দুল মালেক, নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৯।
৫. *সিলসিলা যঈফা হা/৫৫০০।*
৬. *ফাৎহুল বারী হা/৭৩৮, ২/২২১।*
৭. *নায়লুল আওত্বার হা/৬৭১, ২/২১৪।*
৮. *নবীজীর নামায, পরিশিষ্ট-২, পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।*
৯. *বুখারী হা/১২০৩।*

ইয়াযীদ বিন হাবীব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা ছালাত পড়ছিল। তিনি বললেন, 'যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন শরীরের কিছু অংশ যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কারণ এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মত নয়'।[১০]

জবাব : হাদীছটি নিম্নোক্ত কারণে আমলযোগ্য নয়। (১) এই রেওয়াতটি মুরসাল।[১১] আর মুরসাল রেওয়াতসমূহ যঈফ হয়ে থাকে।

(২) এর সনদে 'সালেম বিন গায়লান' নামক রাবী আছেন, যিনি বিতর্কিত।

(৩) শায়খ আলবানী (রহঃ) এই মুরসাল বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন, فعلة الحديث الإرسال فقط 'অতঃপর হাদীছটির ত্রুটি হ'ল, (এতে) ইরসাল রয়েছে'।[১২] অর্থাৎ হাদীছটি 'মুরসাল'।

উল্লেখ্য, আলবানীর এই উক্তিটি 'নবীজীর নামায' গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে। তবে অনুবাদ করা হয়নি।[১৩]

(৪) হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ، لَكِنْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَتْرُوكٌ 'একে বায়হাক্বী দু'টি 'মাওছূল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের প্রত্যেকটিতে একজন 'মাতরূক' তথা প্রত্যাখ্যাত (রাবী) আছে'।[১৪]

(৫) ইবনুত তুরকুমানী হানাফী বলেন, ظاهر كلامه انه ليس في هذا الحديث الا الانقطاع وسالم متروك 'তার কথায় স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই হাদীছের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ব্যতীত আর কোন ত্রুটি নেই এবং সালেম (বিন গায়লান) হ'লেন মাতরূক'।[১৫]

দলীল-৪ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِيْ فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا-

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন নারী ছালাতে বসবে তখন তার এক উরু অপর উরুর উপর রাখবে। আর যখন সিজদা করবে তখন পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে দিবে, যা তার সতরের অধিক উপযোগী হয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম'।[১৬]

জবাব : এ হাদীছ সম্পর্কে 'আল-আবাত্বীলু ওয়াল মানাকীরু ওয়াছ ছিহাহ ওয়াল-মাশাহীরু' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ أَبِي مُطِيعِ الْبَلْخِيِّ-

'এই হাদীছটি মাউযূ' বাতিল। এর কোন ভিত্তি নেই। আর এটি আবূ মুত্বী-এর অন্যতম মাউযূ বর্ণনা'।[১৭] হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) এই রেওয়ায়াতটিকে মাউযূ তথা বানোয়াট বলেছেন।[১৮] শায়খ দাঊদ আরশাদ বলেছেন, রেওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল ও বাতিল।[১৯]

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন,

أَبُو مُطِيعٍ بَيْنَ الضَّعْفِ فِي أَحَادِيثِهِ، وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَغَيْرُهُ-

'আবূ মুত্বীর বর্ণিত হাদীছ যঈফের অন্তর্ভুক্ত। আর তার অধিকাংশ বর্ণনার মুতাবা'আত (সমর্থনসূচক বর্ণনা) করা হয় না। শায়খ (রহঃ) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এবং অন্যরা তাকে যঈফ বলেছেন'।[২০]

ইবনু সা'দ বলেন, 'আবূ মুত্বী' আল-বালখী-এর নাম আল-হাকাম বিন আব্দুল্লাহ। তিনি 'বালখ'-এর বিচার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরজিয়া ছিলেন। তিনি আব্দুর রহমান বিন হারমালা ও অন্যান্যদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের নিকটে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ। তিনি অন্ধ ছিলেন'।[২১]

হাফেয ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, الحكم بْن عَبْد الله أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي ... كَانَ من رُؤَسَاء المرجئة مِمَّن يبغض السّنَن ومنتحليها- 'আল-হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আবূ মুত্বী' আল-বালখী ... ঐ সকল শীর্ষস্থানীয় মুরজিয়াদের অন্তর্গত ছিলেন, যারা সুন্নাহ সমূহকে এবং সুন্নাতপন্থীদেরকে ঘৃণা করত'।[২২]

(৪) হাফেয যাহাবী বলেন, الحكم بن عبد الله أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي عَن ابْن جريج وَغَيره تَرَكُوهُ 'হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আবূ মুত্বী' আল-বালখী ইবনে জুরায়েজ এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা (মুহাদ্দিছগণ) তাকে বর্জন করেছেন'।[২৩]

---

১০. *মারাসীলে আবী দাঊদ হা/৮৭।*
১১. *কানযুল উম্মাল হা/১৯৭; আল-ফাতহুল কাবীর হা/১১৩৫।*
১২. *সিলসিলা যঈফা হা/২৬৫২।*
১৩. *নবীজীর নামায, পরিশিষ্ট-২, পৃঃ ৩৭৭।*
১৪. *আত-তালখীছুল হাবীর হা/৩৬৪।*
১৫. *ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, আল-জাওহারুন নাক্বী, ২/২২৩।*
১৬. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৯৯।*
১৭. *আল-আবাত্বীলু ওয়াল মানাকীরু ওয়াছ ছিহাহ ওয়াল-মাশাহীরু, ১/১৪৪-১৪৫।*
১৮. *তাহক্বীক্বী মাক্বালাত ১/২৩০।*
১৯. *হাদীছ আওর আহলে তাক্বলীদ বি-জওয়াবে হাদীছ আওর আহলেহাদীছ, ২/৮০ পৃঃ।*
২০. *আস-সুনানুল কুবরা হা/৩২০০।*
২১. *ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, জীবনী ক্রমিক নং ৩৬৪৮।*
২২. *আল-মাজরূহীন, জীবনী ক্রমিক নং ২৩৬।*
২৩. *আল-মুগনী ফিয-যু'আফা, জীবনী ক্রমিক নং ১৬৫৮।*

এছাড়া ইবনুল জাওযী (রহঃ), দারাকুৎনী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ, হায়ছামী প্রমুখ আবু মুত্বী' আল-বালখীকে যঈফ ও পরিত্যক্ত রাবী হিসাবে স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৪]

মাওকূফ তথা ছাহাবীদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনাসমূহ :

দলীল-১ :

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا–

আব্দে রব্বিহ বিন সুলায়মান বিন উমায়ের হ'তে, বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি উম্মুদ দারদাকে দেখেছি, তিনি ছালাতে তার দু'হাতকে কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন'।[২৫]

জবাব : এই রেওয়ায়াত দ্বারা পুরুষ ও নারীদের ছালাতের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয় না।

'উম্মুদ দারদা (রাঃ) কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন' এর পক্ষে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন সালেম বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا–

'নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত তুলতেন এবং যখন রুকূ' করতেন, রুকূ' হ'তে মাথা উঠাতেন তখনও তদ্রূপ দু'হাত উঠাতেন'।[২৬]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন'।[২৭]

এখানে فِي الصَّلَاةِ (ছালাতের মধ্যে) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'র আগে ও পরের রাফঊল ইয়াদায়েন। যেমনটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে,

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِيْنَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِيْنَ تَرْكَعُ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ–

আব্দু রব্বিহ বিন সুলায়মান বিন নুমায়ের হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উম্মুদ দারদাকে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের মধ্যে তার দু'হাত দু'কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন এবং রুকূ' করতেন। আর যখন তিনি বলতেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তার দু'হাত তুলতেন এবং বলতেন, 'রব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ'।[২৮]

'কান' পর্যন্ত রাফঊল ইয়াদায়েন করারও ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- মালেক বিন হুয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ–

'নিশ্চয়ই যখন রাসূল (ছাঃ) তাকবীর বলতেন তখন দু'হাতকে কান পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখনও কান পর্যন্ত হাত তুলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'।[২৯]

অতএব কান ও কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন তথা রাফ'উল ইয়াদায়েন করা উভয়টিই নারী-পুরুষের জন্য প্রযোজ্য।

দলীল-২ :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ، ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِزْنَ–

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, রাসূলের যুগে মহিলারা কিভাবে ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, তারা ছালাতে চারজানু হয়ে বসতেন অতঃপর জড়সড় হয়ে আদায় করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়'।[৩০]

জবাব :

এই রেওয়ায়াতটি যঈফ নিম্নোক্ত কারণে,

(১) ইবরাহীম বিন মাহদীর নির্দিষ্টতা অজ্ঞাত রয়েছে। 'তাক্বরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এই নামের দু'জন রাবী আছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয়জন সমালোচিত। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, 'তিনি বাছরী, মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যুক বলেছেন'।[৩১]

(২) এর সনদে যির্র বিন নুজায়েহ, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ খালেদ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আল-বায্যায নামক রাবী আছেন, যাদের জীবনী পাওয়া যায় না।

(৩) ক্বাযী ওমর ইবনুল হাসান বিন আলী আল-আশনানী হ'লেন বিতর্কিত রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী

---

২৪. *আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী ক্রমিক নং ৯৫৯, ১৬০, ৬৫৪; তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব, মাসআলা নং ২৯৯।*
২৫. *ইমাম বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন হা/২৩।*
২৬. *বুখারী হা/৭৩৫।*
২৭. *বুখারী হা/৭৩৬।*
২৮. *ইমাম বুখারী, জুযউ রাফইল ইয়াদায়েন হা/২৪; হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ (রহঃ) এই হাদীছের সনদকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/২৩৬ পৃঃ।*
২৯. *মুসলিম হা/৩৯১।*
৩০. *মুহাম্মাদ আল-খাওয়ারেযমী, জামেউ মাসানীদিল ইমামিল আ'যম, ১/৪০০; মুসনাদে আবী হানীফা হা/৩৭।*
৩১. *আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৫৭।*

বলেছেন যে, তিনি মিথ্যা বলতেন'।[৩২] ইবনুল জাওযী তার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বুরহানুদ্দীন হালাবী তাকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৩]

(৪) অন্য সনদে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন খালেদ আর-রাযী, যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরী ও ক্বাবীছাহ ত্বাবারী অজ্ঞাত। আর আবূ মুহাম্মাদ আল-বুখারী মিথ্যুক রাবী।[৩৪]

প্রতীয়মান হ'ল যে, এই রেওয়ায়াতটি মাওযূ'। আর ইমাম আবূ হানীফা হ'তে এ রেওয়ায়াত প্রমাণিতই নেই। এরপরও বহু মানুষ এই মাউযূ' রেওয়ায়াত পেশ করে থাকেন।[৩৫]

দলীল-৩ :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِرْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا-

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন নারী সিজদা করবে, তখন যেন জড়সড় হয়ে যায় ও দুই উরুকে মিলিয়ে রাখে'।[৩৬]

জবাব : এই বর্ণনার সনদে হারেছ আল-আওয়ার নামক রাবী রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফেয যায়লাঈ (রহঃ) বলেন, كَذَّبَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ 'তাকে শা'বী ও ইবনুল মাদীনী মিথ্যুক অভিহিত করেছেন। আর দারাকুৎনী তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৭]

নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), ইবনু সা'দ ও দারাকুৎনী হারেছকে যঈফ বলেছেন।[৩৮]

হাফেয যাহাবী বলেন, ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক, দারাকুৎনী তাকে যঈফ, নাসাঈ তাকে 'শক্তিশালী নন' এবং শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৩৯]

সুতরাং এমন চরম দুর্বল রাবীর বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। উপরন্তু এ হাদীছের সনদে 'আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীঈ' নামক আরেকজন রাবী আছেন। তিনি আস্থাভাজন রাবী হ'লেও মুদাল্লিস হিসাবে ব্যাপক প্রসিদ্ধ। আসমাউল মুদাল্লিসীন, ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, যিকরুল মুদাল্লিসীন, আল-মুদাল্লিসীন প্রভৃতি গ্রন্থে তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০] নাছিরুদ্দীন আলবানী তাকে মুদাল্লিস[৪১] রাবী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।[৪২]

দলীল-৪ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِرُ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল মহিলাদের ছালাত সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'জড়সড় হয়ে এবং খুবই আঁটসাঁট হয়ে ছালাত পড়বে'।[৪৩]

জবাব : ছালাতের কোন রুকনকে আঁটসাঁট হয়ে আদায় করবে, উপরোল্লিখিত বর্ণনাটিতে এই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। বরং এর ভাষা হ'ল 'আম' তথা ব্যাপক অর্থবোধক। একে 'খাছ' করার দলীল প্রয়োজন। যদি বলা হয় যে, সিজদায় আঁটসাঁট হয়ে সিজদা করবে (যেমনটি হানাফীগণ দাবী করেন), তাহ'লে এটি মারফূ' হাদীছের খেলাফ হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) হুকুম দিয়েছেন যে, তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার বাহুদ্বয়কে বিছিয়ে না দেয়।[৪৪] এ হুকুম নারী-পুরুষ সবার জন্যই প্রযোজ্য। একে পুরুষদের সাথে 'খাছ' করার জন্য মারফূ' হাদীছ প্রয়োজন। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ)-এর এই হুকুমকে ছাহাবীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৬৮ হিজরীতে মারা গেছেন। যখন ৮৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারেছ (রাঃ)-এর সাথে তার হাদীছ শ্রবণ প্রমাণিত হয়নি, তখন ৬৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ কিভাবে সাব্যস্ত হ'তে পারে?[৪৫]

তৃতীয়তঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বুকায়ের হাদীছ শ্রবণ করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এই রেওয়াতটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ যঈফ সাব্যস্ত হয়েছে। যা আমলের অযোগ্য এবং দলীলযোগ্য নয়।

মাক্বতূ' তথা তাবেঈনদের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বর্ণনাসমূহ

দলীল-১ :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزَقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، وَلَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا، وَلَا تُجَافِي كَمَا يُجَافِي الرَّجُلُ-

ইবরাহীম নাখঈ বলেন, নারীরা যখন সিজদা করবে তখন তার পেটকে উরুর সাথে আঁটসাঁট করে রাখবে এবং তার নিতম্বকে যেন (পুরুষের ন্যায়) উপরে না তুলে। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঐরূপ দূরবর্তী করে না রাখে যেভাবে পুরুষেরা রাখে'।[৪৬]

---

৩২. *দারাকুৎনী, সুওয়ালাতুল হাকিম, নং ২৫২, পৃঃ ১৬৪।*
৩৩. *আল-মাউযূ'আত, ৩/২৮০; আল-কাশফুল হাছীছ, পৃঃ ৩১১-৩১২, নং ৫৪১।*
৩৪. *আল-কাশফুল হাছীছ, পৃঃ ২৪৮; বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃঃ ১৫৪; লিসানুল মীযান, ৩/৩৪৮-৩৪৯; নূরুল আয়নাইন ফী ইছবাতি রাফ'ইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ৪০, ৪১।*
৩৫. *যুবায়ের আলী যাঈ, তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/২৩০।*
৩৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭৭৭।*
৩৭. *নাছবুর রায়াহ, ২/৩।*
৩৮. *আছলু ছিফাতি ছলাতিন নাবী, ২/৬৭১; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, জীবনী ক্রমিক নং ২০৮৩, ১৫১।*
৩৯. *আল-মুগনী ফী যু'আফাইর রিজাল, জীবনী ক্রমিক নং ১২৩৬।*
৪০. *আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ৪৫; ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ৬৬; যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ৯; আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ৪৭।*
৪১. *রাবীর হিফয শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাদীছকে সঠিকভাবে মনে রাখতে না পারায় হাদীছের বাক্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়াকে ইখতিলাত্ব বলা হয়। বিভিন্ন কারণে ইখতিলাত হ'তে পারে। যেমন বয়স বেড়ে যাওয়া, বই-পুস্তক পুড়ে যাওয়া, ধন-সম্পদের ক্ষতি হওয়া কিংবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যু ঘটার কারণে মানসিক আঘাত পাওয়া ইত্যাদি। দ্রঃ তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃঃ ১২৫।*
৪২. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭০১।*
৪৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭৭৮।*
৪৪. *বুখারী হা/৮২২।*
৪৫. *হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ, তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/২৩৩।*
৪৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭৮২।*

Contents

জবাব : এই বর্ণনাটিও যঈফ এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ এখানে সুফিয়ান ছাওরী নামক একজন মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন, যিনি 'আন' (عَنْ) দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, –وكان ربما دلس 'আর তিনি কখনো কখনো তাদলীস করতেন'।[৪৭]

'আসমাউল মুদাল্লিসীন', 'আল-মুদাল্লিসীন' ও 'আত-তাবঈনু লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে তাকে মুদাল্লিস বলা হয়েছে এবং ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, হাফেয যাহাবী, বদরুদ্দীন আইনী হানাফী, ইমাম নববী প্রমুখ তাঁকে মুদাল্লিস বলেছেন।[৪৮]

দলীল-২ :

عَنْ مُجَاهد أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخذَيْه إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ–

মুজাহিদ হ'তে বর্ণিত, তিনি এই বিষয়টিকে মাকরূহ মনে করতেন যে, 'সিজদা করার সময় পুরুষ নারীদের মত তার পেটকে উরুর সাথে লাগিয়ে বসবে যেভাবে নারীরা রাখে'।[৪৯]

জবাব : এটি খুবই দুর্বল বর্ণনা। এর সনদে লায়ছ বিন সুলায়েম নামক রাবী আছেন। যিনি সত্যবাদী। কিন্তু তিনি শেষ বয়সে ইখতিলাত্বের শিকার হন। আর তার হাদীছ সমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারতেন না (কোন হাদীছটি ইখতিলাত্বের আগে আর কোনটি পরের তা বুঝতে পারতেন না)। এজন্য তার বর্ণিত হাদীছ যঈফ।

'আত-তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ', 'বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম', 'মা'রিফাতুত তাযকিরাহ', 'তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব' ও 'আহওয়ালুর রিজাল' গ্রন্থে লায়ছকে যঈফ বলা হয়েছে।[৫০]

বায়হাক্বী, যায়লাঈ, হাফেয হায়ছামী, ইমাম নাসাঈ, হাফেয আহমাদ শাহীন, ইবনুল জাওযী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও শায়খ আলবানী (রহঃ) সহ জমহুর বিদ্বানগণ লায়ছকে যঈফ বলেছেন।[৫১]

দলীল-৩ :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعَطَاء: تُشيْرُ الْمَرْأَةُ بيَدَيْهَا بالتَّكْبير كَالرَّجُل؟ قَالَ: لاَ تَرْفَعْ بذَلكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْه جدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْه جدًّا، وَقَالَ: إِنَّ للْمَرْأَة هَيْئَةً لَيْسَتْ للرَّجُلِ، وَإِنْ تَرَكَتْ ذَلكَ فَلاَ حَرَجَ–

ইবনে জুরায়েজ (রহঃ) বলেছেন যে, আমি আত্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, নারী কি তাকবীরের সময় পুরুষদের মত ইশারা করবে? তিনি বললেন, নারী পুরুষের মত হাত তুলবে না। এরপর তিনি ইশারা করলেন। তারপর তার দু'হাত নীচুতে রেখে (শরীরের সাথে) মিলিয়ে দিলেন। আর বললেন, নারীর পদ্ধতি পুরুষদের মত নয়। আর যদি এমনটি না করে, তবে কোন অসুবিধা নেই'।[৫২]

জবাব : রেওয়ায়াতটির শেষে আছে 'যদি এমনটি না করে, তবে কোন অসুবিধা নেই'।[৫৩] এই বাক্যটির স্পষ্ট মর্ম এই যে, যদি পুরুষদের মত করে, তবুও কোন সমস্যা নেই।

দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য আলেম জাফর আহমাদ থানভী দেওবন্দী বলেছেন, فان قول التابعي لا حجة فيه 'নিশ্চয়ই তাবেঈর বক্তব্যের মাঝে কোন হুজ্জাত তথা দলীল নেই'।[৫৪]

উপসংহার :

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, নারী-পুরুষের ছালাতের প্রচলিত পার্থক্য সমূহ সঠিক নয়। বিশেষ করে নারীদের জড়সড় হয়ে সিজদা দেওয়ার নিয়ম বিশুদ্ধ নয়। মূলতঃ ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ও তাসবীহ তাহলীলের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে নারীরা জামা'আতে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম একই কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে, ছালাতে ত্রুটি হ'লে মুক্তাদী নারী হাতের উপর হাত মেরে সতর্ক করবে। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ আমাদের ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায়ের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৪৭. *তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৪৪৫।*

৪৮. *আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ১৮; আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী ক্রমিক নং ২১; আল-জাওহারুন নাক্বী, ৮/২৬২; মীযানুল ই'তিদাল, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩২২; উমদাতুল ক্বারী, হা/২১৪-এর আলোচনা দ্রঃ; শরহে ছহীহ মুসলিম, ২/১৮২।*

৪৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৭৮০।*

৫০. *আত-তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/১৩১৫; বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম, ৫/২৯৫; মা'রিফাতুত তাযকিরাহ, জীবনী নং ২৬৮; ইবনে আব্দুল হাদী, তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব, ৩/২৩৪; আহওয়ালুর রিজাল, জীবনী ক্রমিক নং ১৩২।*

৫১. *আল-জাওহারুন নাক্বী, ১/২৯৮; নাছবুর রায়াহ, ২/৪৭৫, ৪/৩৩০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/৬৩৬৪; আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, জীবনী ক্রমিক নং ৫১১; তারীখে আসমাউয যু'আফা ওয়াল কায্যাবীন, জীবনী ক্রমিক নং ৫৩১; আয-যু'আফাউল মাতরূকীন, নং ২৮১৫; তারীখে ইবনে মাঈন, দারেমীর বর্ণনা, নং ৭২০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪; ইতহাফুল মাহরাহ হা/২৭৬০।*

---

৫২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৭৪।*

৫৩. *ঐ।*

৫৪. *ই'লাউস সুনান, ১/২৪৯; তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ১/২২৬-এর বরাতে।*

সিজদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*রফীক আহমাদ**

ভূমিকা : 'সিজদা' এক অনন্য বা অদ্বিতীয় সম্মাননা, যা শুধু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ 'তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*। সিজদা দ্বারা মানব জাতির পিতা আদম (আঃ)-কে প্রথম অভ্যর্থনা জানান হয়। এর দ্বারা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে সিজদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

সিজদার সূচনা :

আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের প্রতি আদম (আঃ)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(হা-মীম-সিজদাহ ৪১/১১)*। ইবলীস ব্যতীত ফেরেশতারা সকলে তাঁকে সিজদা করল। অহংকারবশত সে ভুল করল এবং পথভ্রষ্ট হ'ল। আল্লাহ ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন, আদমকে সিজদা না করার কারণ কি? ইবলীস বলল, আদম মাটির তৈরী আর আমি আগুনের তৈরী, কাজেই মাটির তৈরী মানুষকে আগুনের তৈরী জিন সিজদা করতে পারে না' (অর্থাৎ সে অহংকার করল)। আল্লাহ তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হ'লেন এবং তার প্রতি চিরতরে অভিশম্পাত করলেন।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদত করার জন্যই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর মানব জাতির প্রতি অসামান্য ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে সিজদার মত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান দ্বারা আদম (আঃ)-কে বন্ধুরূপে বরণ করে নেন। অতঃপর ইবলীসের শয়তানী চিন্তা-চেতনা ও সীমালংঘনের বিষয় আদম (আঃ)-কে অবহিত করে তার নিকট থেকে অনেক দূরে ও সাবধানে থাকতে বলেন। আর জান্নাতে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু শয়তান ইবলীস তার মিথ্যা ও লোভনীয় কথা দ্বারা আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘনে উদ্বুদ্ধ করল। আদম ও হাওয়া (রাঃ) শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা বুঝতে পারেননি, ইবলীসের মিথ্যা কসম ও কথায় বিশ্বাস করে এক পর্যায়ে তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। এজন্য আল্লাহ আদম (আঃ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং কিছু কালের জন্য তাঁদের পৃথিবীতে নির্বাসন দেন। আল্লাহ শয়তানকেও অভিশপ্তরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

মূলতঃ সিজদা কখনোই আদম (আঃ)-এর জন্য ইবাদত ছিল না। বরং তা ছিল মানব জাতির প্রতি অন্যদের সম্মান প্রদর্শন। আসলে সিজদা হ'ল আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং আল্লাহ্‌র প্রতি যাবতীয় ইবাদতের শ্রেষ্ঠাংশ। আল্লাহ মানব জাতির জন্য ছালাতের মত একটি ইবাদতের বিধান দান করেছেন। অতঃপর সারা বিশ্বের মানুষের সিজদার দিক নির্দেশনা বা প্রতীক হিসাবে বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফ নির্ধারণ করেছেন। ফলে সমগ্র জগতের মানুষ আল্লাহ্‌র আদেশে বায়তুল্লাহকে কিবলা হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। উল্লেখ্য, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[১] আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। শয়তানের ধোঁকা বা প্রবঞ্চনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখতে পারবে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হয়ে পরকালে জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে শয়তানের ধোঁকায় আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে দিয়ে শয়তানের পথ ধরলে পরকালে জাহান্নামে থাকতে হবে। সুতরাং শয়তানের সিজদা না করার বিষয়টি মানুষকে বার বার স্মরণ করে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

পৃথিবী হ'ল মানুষের জন্য সাময়িক পরীক্ষাকেন্দ্র মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ পৃথিবীর পরীক্ষাস্থলে সুন্দর কাজের মাধ্যমে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে, অন্যথা ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সিজদার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন।

সিজদা আল্লাহ্‌র জন্য :

পৃথিবীর সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করে। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ– 'আর আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে ও তাদের ছায়াসমূহ সকালে ও সন্ধ্যায় ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়' *(রা'দ ১৩/১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ–

'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ। আর বহু মানুষ (যারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছে) তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন' *(হজ্জ ২২/১৮)*। তিনি আরো বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ، يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ–

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান' অধ্যায়, 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ।*

‘তারা কি আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না। তাদের ছায়া ডাইনে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয় বিনীতভাবে? আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে, সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণ। আর তারা অহংকার করে না’ *(নাহল ১৬/৪৮-৪৯)*।

মানুষ ও জিনের মধ্যে যারা বিনয় ও আনুগত্যের সাথে আল্লাহকে সিজদা করে তারা বিশেষভাবে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ– ‘কেবল তারাই আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করে, যাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ও তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা কীর্তন করে এবং অহংকার করে না’ *(সাজদা ৩২/১৫)*।

তিনি আরো বলেন, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ– ‘যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে ও তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে তা করে না)’ *(যুমার ৩৯/৯)*।

আল্লাহ তা‘আলা কেবল মানব ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তবে উপরে বর্ণিত সিজদা সংক্রান্ত আয়াতগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিই তাঁর ইবাদত করে। এমনকি জড় বস্তুগুলিও আল্লাহ্র পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহকে সিজদা করে। আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ‘...তারকা ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে’ *(আর-রহমান ৫৫/৬)*।

সিজদা সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে দেখা যায় যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, মানুষের মধ্যে অনেকে তাঁকে সিজদা করে, আবার অনেকে সিজদা করে না। এদের সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহ বলেন, فَرِيْقًا هَدَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ ‘এক দলকে আল্লাহ হেদায়াত নছীব করেছেন এবং আরেক দলের উপর ভ্রষ্টতা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং ভেবে নিয়েছে যে, তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে’ *(আ‘রাফ ৭/৩০)*।

এ পৃথিবী মানুষের জন্য একটা অসাধারণ ও কঠিন পরীক্ষা কেন্দ্র। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– ‘মহিমাময় তিনি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল’ *(মুলক ৬৭/১-২)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি’ একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই মন্দ!’ *(আনকাবূত ২৯/২-৪)*।

সিজদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত জীব ও জড়বস্তু আল্লাহ্র ইবাদত করে বা সিজদা করে। কিন্তু মানুষ ও জিন ব্যতীত কারও হিসাব হবে না এবং পরীক্ষাও হবে না। কারণ মানুষ ব্যতীত কোন জীব ও জড় বস্তুর ক্ষতি করার কোন শত্রু নেই এবং মানুষের মত তাদের জ্ঞান শক্তিও নেই। মানুষ স্বীয় জ্ঞান দ্বারা তাদের চিরশত্রু শয়তানের মোকাবেলা করে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ হ’তে জ্ঞান লাভ করতে পারে অথবা উক্ত জ্ঞান লাভ করে মানুষের এক বিশাল অংশ আল্লাহ্র দলভুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহকে সিজদা করে। পরকালের পরীক্ষায়ও এই দল আল্লাহ্র পদতলে সিজদার মাধ্যমে জয়যুক্ত হবে, আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে পরম সুখে অনন্ত কালের জান্নাতে বসবাস করবে।

পক্ষান্তরে আরেক দল আল্লাহকে বা আল্লাহ্র অসীম নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হবেন। তারা আল্লাহকে সিজদাও করবে না, আত্মসমর্পণও করবে না। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُوْنَ– ‘অতএব তাদের কি হ’ল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না’? *(ইনশিক্বাক ৮৪/২০-২১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمَنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا– ‘তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘রহমান’-কে সিজদা কর, তখন তারা বলে ‘রহমান’ আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? (এই আচরণে) তাদের বিমুখতাই কেবল বৃদ্ধি পায়’ *(ফুরক্বান ২৫/৬০)*।

আল্লাহকে অস্বীকারকারী এই দল সিজদা না করার কারণে পরকালেও আল্লাহ্র পরীক্ষায় সিজদা করতে পারবে না। ফলে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ বিষয়েও পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ-

‘(স্মরণ করা সেদিনের কথা) যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল। অতএব যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে ধরবো যে, তারা জানতে পারবে না’ *(কলম ৬৮/৪২-৪৪)*।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে যে, ‘ক্বিয়ামতের দিন এক সময় আল্লাহ (লোকদেরকে) বলবেন, আমি তোমাদের রব! সবাই বলবে, হ্যাঁ আপনিই আমাদের রব। (সেই সময়) নবীগণ ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলবে না। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি কেউ তাঁর কোন চিহ্ন জান? তারা বলবে, সাক বা পায়ের নলার তাজাল্লী। সেই সময় সাক খুলে দেওয়া হবে। তখন সকল ঈমানদার ব্যক্তি সিজদায় পড়ে যাবে। তবে যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনীর জন্য আল্লাহকে সিজদা করত তারা থেকে যাবে। তারা সেই সময় সিজদা করতে চাইলে, তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে (তাই তারা সিজদা করতে পারবে না)’।[২]

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তাঁর ইবাদত করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানব জীবনের প্রতিটি ভাল কাজই ইবাদত। এ ইবাদত অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো ও সমর্থিত পদ্ধতিতে হ’তে হবে।

‘সিজদা’ একটি ইবাদত। সিজদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। কারণ সিজদা একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কাজ। মানুষ কেন সিজদা করে, কিভাবে সিজদা করে আল্লাহ তা জানেন। মানুষ জান্নাত হ’তে পৃথিবীতে এসেছে, পৃথিবীতে ইবাদত করে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষকে এ পৃথিবী হ’তে জান্নাতে পৌঁছতে হবে। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

ছালাতে সিজদা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ، فَاسْجُدُوْا لِلَّهِ وَاعْبُدُوْا ‘... তোমরা তো উদাসীন! বরং আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর উপাসনা কর’ *(নাজম ৫৩/৬১-৬২)*। আল্লাহ বিভিন্নভাবে তাঁর অভিমুখী হওয়ার জন্য মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন।

হেদায়াত প্রাপ্ত মানুষ বহুমুখী ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের চেষ্টা করে। তন্মধ্যে সিজদার স্থান সর্বউর্ধ্বে। সিজদার সময় মানুষ আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নিকটে চলে যায় এবং মানুষের আল্লাহভীতি, বিনয় ও নম্রতা বহুগুণে বেড়ে যায়। আসলে সিজদা মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয় এবং মানুষও তখন বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ‘বান্দা আল্লাহ তা‘আলার অধিক নিকটবর্তী হয়, যখন সিজদারত থাকে। অতএব তোমরা তখন অধিক দো‘আ করতে থাক’।[৩]

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূল (ছাঃ)-কে বিশেষভাবে প্রত্যাদেশ করেন, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ- ‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়’ *(হিজর ১৫/৯৮-৯৯)*।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছিলেন। তিনি ছালাত ও সিজদার গুরুত্ব সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণনা করে গেছেন। যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

(১) মা‘দান ইবনে আবু ত্বালহা ইয়া‘মারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ’ল। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার উপর আমল করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। কিংবা তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র একটি প্রিয়তম আমলের সংবাদ দিন। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা কর। কেননা তুমি যখনই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দিবেন। রাবী মা‘দান বলেন, আমি আবুদ দারদা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে একই প্রশ্ন করলাম, ছাওবান আমাকে যা বলেছেন, তিনিও আমাকে অনুরূপ বলেছেন’।[৪]

(২) রাবী‘আহ ইবনে কা‘ব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে রাত যাপন করতাম। একদা আমি তাঁর ওযূ ও ইস্তেঞ্জা করার জন্য পানি আনলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাইতে পার। তখন আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

২. *বুখারী হা/৭৪৩৯।*

৩. *মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৭।*

বললেন, ওটা ছাড়া আর কিছু চাও কি? আমি বললাম, এটাই চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود 'তাহ'লে বেশী বেশী সিজদার দ্বারা তুমি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর'।[৫]

(৩) নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার যে কোন উম্মতকে কিয়ামতের দিন আমি চিনে নিতে পারব। ছাহাবীগণ বললেন, এতসব সৃষ্টিকূলের মধ্যে আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, তুমি যদি কোন আস্তাবলে প্রবেশ কর যেখানে নিছক কালো ঘোড়ার মধ্যে এমনসব ঘোড়াও থাকে যেগুলোর হাত, পা ও মুখ ধবধবে সাদা, তবে কি তুমি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ পারব। তিনি বললেন, ঐ দিন সিজদার কারণে আমার উম্মতের চেহারা সাদা ধবধবে হবে, আর ওযূর কারণে হাত-পা উজ্জ্বল সাদা হবে'।[৬]

বস্তুতঃ আদম সন্তান পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর জাহান্নামের আগুন তার সর্বাঙ্গ ভক্ষণ করবে সিজদার স্থান ব্যতীত। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এদের প্রতিও দয়া করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন জাহান্নামীদের কাউকে দয়া করতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঐ লোকদের বের করার জন্য, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করত। অনন্তর তাঁরা তাদেরকে বের করবেন। তাঁরা তাদেরকে সিজদার চিহ্ন সমূহ দেখে চিনে নিবেন। আল্লাহ আগুনের উপর সিজদার চিহ্ন ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁরা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন'।[৭]

ঈমানদার ব্যক্তির জন্য সিজদার গুরুত্ব অপরিসীম। মুমিন আল্লাহ্র পদতলে সিজদা করতে ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب 'দাঊদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল আর সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং মুখ ফিরাল তাঁর দিকে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ آمِنُوْا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا–

'তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনের প্রতি ঈমান আন বা না আন, যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হয়। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরাঈল ১৭/১০৭-১০৯)*।

প্রকৃতপক্ষে সিজদার সময় দয়াশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্র কাছে দয়া-ক্ষমা, করুণা, অনুগ্রহ, রহমত, ভালোবাসা প্রভৃতি লাভ করার আশাও করা হয়। উপরে বর্ণিত আয়াতে দাঊদ (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা ও সিজদায় লুটিয়ে পড়া একটি তাৎপর্যময় উদাহরণ। তিনি একজন নবী হয়েও তাঁর পরীক্ষায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন।

ফলাফল নির্ভর করে সিজদাকারীর অন্তরের স্বচ্ছতার উপরে। আর এর ফায়ছালাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি ব্যতীত এ বিষয়ে কারো কোন হাত নেই। সুতরাং আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়েই তাঁর প্রতি দৃঢ় আশা-ভরসা নিয়ে সিজদা ও প্রার্থনা করতে হবে।

সিজদা কত গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান তা ইবলীস জানত। ইবলীস একজন জিন, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও পরহেযগার। এ কারণে ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে থাকত। ফেরেশতাদের সৃষ্টি শুধু আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য। তাই আদম (আঃ)-কে সিজদার আদেশে ফেরেশতাগণ নিঃসংশয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালন করেছিল। কিন্তু ইবলীস আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে আদম (আঃ)-কে সিজদা করেনি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সিজদা করে, শয়তান তখন সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে হায়! তাকে সিজদা করতে বলা হয়েছে, অতঃপর সে সিজদা করেছে, তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হয়েছে, অতঃপর আমি অবাধ্য হয়েছি। তাই আমার জন্য জাহান্নাম ধার্য হ'ল'।[৮]

মানুষ আল্লাহকে সিজদা করেও অন্য পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর এক সময় আল্লাহ্র দয়ায় সিজদার কারণে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা পাবে। কিন্তু যারা জীবনে কোন দিন সিজদা করেনি, তারা কখনও জাহান্নাম হ'তে নাজাত পাবে না। জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের অনেক কারণ বা অপরাধ আছে, তন্মধ্যে আল্লাহকে সিজদা না করা বা আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্যতম।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহকে সিজদাকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। কিন্তু যারা নামেমাত্র সিজদাকারী অর্থাৎ যাদের সিজদায় আল্লাহ সন্তুষ্ট নন, তারা প্রথমে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। পরে আল্লাহ্র দয়া ও রহমতে ধীরে ধীরে নিজেদের কর্ম অনুযায়ী জান্নাতে স্থান পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে সকল ভ্রান্তির উর্ধ্বে উঠে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫. মুসলিম হা/৪৮৯; মিশকাত হা/৮৩৬।
৬. মুসনাদে আহমাদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৩৬।
৭. বুখারী হা/৮০৬; মুসলিম হা/১৮২; মিশকাত হা/৫৫৮১।
৮. মুসলিম, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মিশকাত হা/৮৩৫।

আমানত

*মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান**

(৩য় কিস্তি)

দেশ ও জাতির কল্যাণে আমানতদার নেতৃত্ব :

বিশ্বস্ত আমানতদার, যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তি বর্তমানে সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। পিতা-মাতার সীমাহীন ত্যাগে গড়ে ওঠা মেধাবী সন্তান আজ অযোগ্যদের টাকার কাছে ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গন সহ সর্বত্র আজ অযোগ্য লোকদের দৌরাত্ম্য চলছে, যা দেশ ও জাতির ধ্বংসের অশনি সংকেত।

এ শ্রেণীর লোকেরাই আজ সামাজিকভাবে সমাদৃত ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) এই নিন্দিত বাস্তবতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ-

'যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। রাবী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমানত কিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'।[১]

হুযায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অযোগ্য ও ঈমানহীন লোক সম্পর্কে বর্ণনা করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِى بَنِى فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ-

'অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না হুঁশিয়ার, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না'।[২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন,

إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِائَةُ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً-

'নিশ্চয়ই মানুষ এমন শত উটের মত, যাদের মধ্য থেকে তুমি একটিকেও বাহনের উপযোগী পাবে না'।[৩]

অর্থাৎ উটের কাজ হ'ল বোঝা বহন করা। আর যে উট বোঝা বহন করতে পারে না, সেটা নিজেই একটা বোঝা। অনুরূপভাবে মানুষ আজ নামে মাত্র মানুষ। তার দেহ সৌষ্ঠব সুন্দর হ'লেও শত মানুষের মাঝে মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন,

إِنَّهَا سَتَأْتِى عَلَى النَّاسِ سُنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِى أَمْرِ الْعَامَّةِ-

'অতি শীঘ্রই মানুষের মাঝে এমন এক প্রতারণাপূর্ণ সময় আসবে, যখন তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করা হবে। আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হবে। খেয়ানতকারীর কাছে আমানত রাখা হবে এবং আমানতদার ব্যক্তি খিয়ানত করবে। আর সে সময় তাদের মধ্যে 'রুওয়াইবিযাহ' কথা বলবে। তাঁকে বলা হ'ল রুওয়াইবিযাহ কি? তিনি বললেন, নির্বোধ বা মূর্খ ব্যক্তি জনসাধারণের বিষয়ে কথা বলবে'।[৪] অর্থাৎ হীন ও নিকৃষ্ট লোক জনসাধারণের নেতৃত্ব দিবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ক্ষমতার উৎস বলে খ্যাত পার্লামেন্ট সদস্য পদ এখন অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত হয়, যেখানে যোগ্যতা ও সততা বিবেচ্য বিষয় নয়। অর্থের বিনিময়ে একজন মানুষ যখন ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন দেশ ও জাতি তার নিকট থেকে কিইবা প্রত্যাশা করতে পারে? সুশীল সমাজ আরও স্তম্ভিত হন, যখন সমাজের কুখ্যাত সন্ত্রাসী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। যাদের হাতে সমাজের কোন কিছুই নিরাপদ নয়। তারা দেশ ও সমাজের কি নিরাপত্তা দিবে? নেতৃত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ 'আমানত' অযোগ্য, অদক্ষ ও সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেলে দেশ জুড়ে অশান্তি, নৈরাজ্য, আইন-শৃংখলার অবনতি, প্রশাসনে দৈন্যদশা সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। যার প্রতিফল আমরা দেখতে পাচ্ছি।

গত ২২শে মে ২০১৫ইং সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এক পৃষ্ঠায় ৪৮টি শব্দের ভুল বানান পাওয়া যায়।[৫] এটা সরকারের একটি মন্ত্রণালয়ের চিত্র। অন্যসব বিভাগের অবস্থা এ থেকে সহজেই অনুমেয়। দলীয় রাজনীতির ফলে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিজ দলীয় লোক অযোগ্য ও অদক্ষ হ'লেও তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জায়গা করে দেয়া হয়। অপরদিকে দলীয় না হ'লে তাদেরকে বিবেচনা করা হয় না। বিশ্ব রাজনীতি এমন এক নিন্দনীয় পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিরোধী শক্তিকে দমন করতে গিয়ে নিজ দেশের নাগরিকদেরকে জেল-যুলুম, অমানবিক নিপীড়ন, গুম-খুন সহ বুটের তলায় পিষ্ট করা হয়। আর এগুলিই হ'ল

** রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর।*
১. বুখারী হা/৬৪৯৬।
২. বুখারী হা/৬৪৯৭; মুসলিম হা/১৪৩।
৩. বুখারী হা/৬৪৯৮; মুসলিম হা/২৫৪৭।
৪. আহমাদ হা/৭৮৯৯, সনদ হাসান।
৫. মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৫, পৃঃ ৪১।

Contents

মানুষের তৈরী করা মতবাদে গড়ে ওঠা রাজনীতির জঘন্য রূপ। যেভাবেই হোক ক্ষমতায় একবার যেতে পারলে মসনদকে কিভাবে স্থায়ী করা যায়, নেতারা সেই চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে। তখন তাদের কাছে দেশের স্বার্থ ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা গৌণ আর ক্ষমতা হয় মুখ্য। ক্ষমতার কায়েমী চিন্তা যখন তাদের পেয়ে বসে, তখন নেতারা হয়ে যান দুর্বৃত্তপরায়ণ। ফলে খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন ও দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, গত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮টি শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র ও অনেক সংগঠনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ২০৯ এবং ২০১৩-২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। গত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাত মাসে এ মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯১ জনে।

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাও ভয়ঙ্কর। গত ছয় মাসে সারাদেশে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দশ হাযার মামলা হয়েছে।[৬] এখন খুনের টার্গেট করা হচ্ছে বিদেশী নাগরিকদের, যা দেশের পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর'১৫ ইটালিয়ান নাগরিক সিজার তাবেলাকে হত্যা করা হয় গুলশানের কূটনৈতিক পাড়ায়। এর পাঁচদিন পরেই ৩রা অক্টোবর জাপানী নাগরিক ৬৬ বছরের বৃদ্ধ হোশি কোনিওকে রংপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যায়।[৭] এভাবে দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস, খুন-খারাবী, হত্যা-গুম নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আদর্শ, সৎ ও আমানতদার নেতৃত্বই পারে এ দৈন্যদশা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে।

আমানতদারীর কতিপয় দৃষ্টান্ত :

এক্ষণে আমরা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে আমানতের এমন কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করব, যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আমানত সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

(১) ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মূসা মিসর ছেড়ে মাদিয়ানে হিজরত করেন। ফেরাঊনের উক্ত চক্রান্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ-

'এ সময় শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার শলা-পরামর্শ করছে। অতএব (এখান থেকে) তুমি বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার হিতাকাংখী' *(ক্বাছাছ ২৮/২০)*।

অতঃপর মিসর ছেড়ে মূসা মাদিয়ানে যাওয়ার পর পানি পানের আশায় একটি কূপের নিকট গেলে তিনি দেখতে পেলেন দু'জন মেয়ে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলিসহ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রয়োজন ও অসহায়ত্বের প্রতি কেউ দৃষ্টিই দিচ্ছে না। মূসা তখন নিজে অসহায় ও মাযলূম, তিনি মাযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তার হৃদয় দরদে উথলে উঠল। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করলেও মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারা উত্তরে বলল, রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করা শেষ না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তিনি আমাদের অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর মূসা (আঃ) তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে দিলে মেয়ে দু'টি অন্যান্য দিনের অনেক আগেই বাড়ীতে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য যে, রাখালরা পানি পান করানোর পর তাদের অভ্যাস মত একটি ভারী পাথর (যে পাথর দশজন মিলে উত্তোলন করত) দিয়ে কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে মেয়ে দু'টি উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। অতঃপর মূসা (আঃ) সেই পাথরটি একাই কূপের মুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে পানি তুলে পশুপালকে পান করানোর ব্যবস্থা করেন। অতঃপর অনাহারে সহায়-সম্বলহীন ক্ষুধার্ত মূসা অপরিচিত ভিন দেশে একটি গাছের ছায়ায় বসে নিজের অসহায়ত্বের কথা আল্লাহ্র নিকট তুলে ধরে বললেন, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 'হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার পক্ষ হ'তে আমার প্রতি কল্যাণ নাযিলের মুখাপেক্ষী' *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*।[৮]

মেয়েরা অনেক আগে বাড়ীতে আসার কারণ ও বলিষ্ঠ মূসা সম্পর্কে তাদের পিতাকে জানালে পিতা মূসার কাজের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে প্রতিদান দেয়ার জন্য বাড়ীতে ডেকে আনার জন্য মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন।

উল্লেখ্য যে, মেয়েদের পিতা ছিলেন বিখ্যাত নবী শো'আয়েব (আঃ)। যিনি মাদায়েনবাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। মেয়েটি তাদের বাড়ীতে আসার জন্য মূসা (আঃ)-এর নিকট গেলে মূসা তাকে বললেন, তুমি আমাকে আমার পিছন থেকে তোমাদের বাড়ী যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও। মূলতঃ অসতর্ক দৃষ্টিপাত থেকে বাঁচার জন্য মূসা (আঃ) ঐ সতর্কাবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েটি মূসার বলিষ্ঠতা ও আমানতদারীর প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়ার পর পিতাকে বলল, বাবা আপনি তাঁকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দিন। পিতা বললেন, কর্মচারীর জন্য দু'টি গুণ থাকা দরকার তাহ'ল (১) শক্তি-সামর্থ্য (২) আমানতদারী। তুমি এ দু'টির মধ্যে এমন কি দেখতে পেয়েছ? মেয়েটি বলল, পানি পান করানোর সময় তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পেয়েছি। আর পথ চলার সময়

---

৬. দৈনিক ইনকিলাব ৬.৮.১৫ইং; মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং ১৮/১২, সম্পাদকীয় কলাম।
৭. বাংলাদেশ প্রতিদিন ০৪.১০.২০১৫ইং পৃঃ ১।
৮. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বাছাছ ২১-২৪ আয়াত।

Contents

আমাকে পশ্চাতে রেখে পথ চলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততা বা আমানতদারীতার প্রমাণ পেয়েছি।[৯]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عُمَر، وصاحب يوسف حين قال: أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وصاحبة موسى–

‘সর্বাধিক দূরদর্শী লোক তিনজন : (১) আবুবকর (রাঃ), যিনি ওমর (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করেন। (২) ইউসুফকে ক্রয়কারী আযীযে মিসর, যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, একে (ইউসুফকে) সম্মানের সাথে রাখ। (৩) মূসার স্ত্রী, যখন তিনি তার পিতাকে বলেছিলেন, يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ‘হে পিতা! একে কর্মচারী নিযুক্ত করুন! নিশ্চয়ই আপনার কর্মসহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*।[১০]

ঘটনাটির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ :

‘তখন মূসা সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে গেল এবং সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা কর। ‘অতঃপর যখন সে মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা করল, তখন বলল, নিশ্চয়ই পালনকর্তা আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অতঃপর যখন সে মাদিয়ানের কূয়ার নিকটে পৌঁছল, তখন সেখানে একদল লোককে তাদের পশুপালকে পানি পান করাতে দেখল। আর তাদের পিছনে দু’জন নারীকে তাদের পশুগুলিকে সামলিয়ে রাখতে দেখল। মূসা গিয়ে তাদের বলল, তোমাদের কি অবস্থা? তারা বলল, আমরা পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণ না রাখালরা সরে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। তখন মূসা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করালো। অতঃপর ছায়ার নীচে ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার পক্ষ হ’তে আমার প্রতি কল্যাণ নাযিলের মুখাপেক্ষী। অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাবশত হয়ে তার কাছে এল এবং বলল, আমার আব্বা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি আমাদের পশুগুলিকে যে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় দিতে পারেন। তখন মূসা তার নিকটে গেল ও তাকে সকল ঘটনা খুলে বলল। (জবাবে) তিনি বললেন, ভয় পেয়োনা। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে গেছ। অতঃপর মেয়ে দু’টির একজন বলল, হে পিতা! একে কর্মচারী নিযুক্ত করুন! নিশ্চয়ই আপনার কর্মসহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/২১-২৬)*।

অতঃপর শো‘আয়েব (আঃ) তার এক মেয়েকে বিবাহের মোহরানা স্বরূপ আট বছর মযূরী খাটার শর্তে মূসার সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর মূসা বিশ্বস্ততার সাথে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ–

‘তখন তিনি (পিতা) মূসাকে বললেন, আমি আমার এই মেয়ে দু’টির একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার (বাড়ীতে) কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৭)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘এক লোক অপর লোক হ’তে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণভর্তি কলস পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার কাছ থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। জমিওয়ালা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই তোমার নিকট বিক্রি করে দিয়েছি। অতঃপর তারা উভয়েই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল। মীমাংসাকারী বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অন্যজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং বাকী অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও’।[১১]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা কর্য চাইলে কর্যদাতা বলল, কয়েকজন লোক নিয়ে আস, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। গ্রহীতা বলল, ‘আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট’। কর্যদাতা পুনরায় বলল, তবে একজন যামিনদার উপস্থিত কর! সে বলল, ‘আল্লাহই যামিনদার হিসাবে যথেষ্ট’। তখন কর্যদাতা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা ধার দিল। অতঃপর সে (গ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন পূরণ করল। পরিশোধের সময় ঘনিয়ে আসলে সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে কর্যদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্যদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাযার দীনার ওর মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ

---

৯. নবীদের কাহিনী, ২/২২-২৪।
১০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বাছাছ ২৫-২৮ আয়াত।
১১. বুখারী হা/৩৪৭২, ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৪; মুসলিম হা/১৭২১; আহমাদ হা/৮১৭৬।

Contents

করে দিল। তারপর ঐ কাষ্ঠখণ্ডটা সমুদ্র তীরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা কর্য চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিনদার হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায় (এবং আমাকে ধার দেয়)। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তাতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটা সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে ভেসে চলে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে কর্যদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়তবা ঋণগ্রহীতা তার পাওনা টাকা নিয়ে কোন নৌযানে চড়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখণ্ডটা তার নযরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটা চিরল, তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের নিকট) এসে হাযির হ'ল। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার (প্রাপ্য) মাল যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাযটিতে করে আমি এখন এসেছি এর আগে আর কোন জাহাযই পাইনি (তাই সময়মত আসতে পারলাম না)। কর্যদাতা বললেন, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাযই পাইনি। অতঃপর ঋণদাতা বলল, আল্লাহ পাক আমার নিকট তা পৌঁছিয়েছেন, যা তুমি পত্রসহ কাষ্ঠখণ্ডে পাঠিয়েছিলে। কাজেই এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আনন্দচিত্তে ফিরে যাও। তখন সে এক হাযার দীনার আনন্দচিত্তে নিয়ে ফিরে চলে গেল।[১২]

(৪) সুওয়াইদ ইবনু গাফালা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সোলায়মান বিন রাবী'আহ এবং যায়েদ বিন সোহানের সঙ্গে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে এটা ফেলে দিতে বললেন। আমি বললাম, না। এর মালিক এলে এটা আমি তাকে দিয়ে দিব। নতুবা আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম। এরপর যখন মদীনায় গেলাম, তখন ওবাই বিন কা'ব (রাঃ)-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (ছাঃ) এর যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম। এর মধ্যে একশ' দীনার ছিল। আমি এটা নবী (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরও এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরও এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরও এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থবার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার কর।[১৩]

১২. *বুখারী হা/২২৯১, 'যামিন হওয়া' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।*

১৩. *বুখারী হা/২৪৩৭ 'পড়ে থাকা জিনিস উঠিয়ে নেওয়া' অধ্যায়-৪৫।*

বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম

আসসালামু আলাইকুম,

সম্মানিত দ্বীনী ভাই-বোনদের জন্য Delta Tourism Bangladesh এর পক্ষ হ'তে অর্ধবার্ষিক বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাব্য সময়সূচী

দিল্লী +আগ্রা+ জয়পুর ভ্রমণ (রাজস্থান প্রদেশ)
৯ দিন, ৮ রাত
ভ্রমণ শুরু : ৩ মার্চ, ২০১৬
ভ্রমণ স্পট : কলকাতা, দিল্লী, আগ্রা, তাজমহাল, জয়পুর।
জনপ্রতি খরচ : ৩০,০০০/- টাকা।

নেপাল ভ্রমণ
৫ দিন, ৪ রাত
ভ্রমণ শুরু : ২৪ মার্চ, ২০১৬
ভ্রমণ স্পট : কাঠমাণ্ডু, পোখারা, নাগরকোট।
জনপ্রতি খরচ : ৩৫,০০০/- টাকা।

মালয়েশিয়া + সিঙ্গাপুর ভ্রমণ
৬ দিন, ৫ রাত
ভ্রমণ শুরু : ১৩ এপ্রিল, ২০১৬
ভ্রমণ স্পট : কুয়ালালামপুর, গাণ্টিং হাইল্যান্ড, পুত্রজায়া, সিঙ্গাপুর সিটি (কুয়ালালামপুর থেকে সিঙ্গাপুর সড়ক পথে)।
জনপ্রতি খরচ : ৫৫,০০০/- টাকা।

কাশ্মীর ভ্রমণ-১
১৩ দিন, ১২ রাত
ভ্রমণ শুরু : ২৮ এপ্রিল, ২০১৬
ভ্রমণ স্পট : কলকাতা, দিল্লী, জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও/ সোনামার্গ।
জনপ্রতি খরচ: ৩৮,০০০/- টাকা।

কাশ্মীর ভ্রমণ-২
১৩ দিন, ১২ রাত
ভ্রমণ শুরু : ৭ জুলাই, ২০১৬ (ঈদুল ফিতরের পর)
ভ্রমণ স্পট : কলকাতা, দিল্লী, জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও/ সোনামার্গ।
জনপ্রতি খরচ: ৩৮,০০০/- টাকা।

দেশের প্যাকেজ
কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, বান্দরবান, বগালেক, কেওকারাডং, রাঙ্গামাটি, সাজেক ভ্যালি, খাগড়াছড়ি, সিলেট, শ্রীমঙ্গল ও সুন্দরবনের ভ্রমণ প্যাকেজ করা হয়।

- সূচী পরিবর্তন হ'তে পারে।
- কেউ গ্রুপ ভ্রমণ করতে চাইলে নিজস্ব সূচীতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।
- ভ্রমণ শুরুর কমপক্ষে ২০ দিন পূর্বে বুকিং দিতে হবে।

ঢাকার মুহাম্মদপুরস্থ আল-আমিন জামে মসজিদের কয়েকজন দ্বীনি ভাই কর্তৃক পরিচালিত

ডেল্টা ট্যুরিজম বাংলাদেশ

বাড়ি # ১৮ (নতুন), ৫০০/এ (পুরাতন) ৫ম তলা,
রোড # ৭, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৯৬১২৬১০, ০১৭১২-৬২৪৩৯৩
website: www.deltatourismbd.com,
www.facebook.com/deltatourismbd

সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য
০১৮৪৩-৪৪৪৪৬৭
০১৭১২-৬২৪৩৯৩
০১৮৮১-৪৮৮৩১২

বিঃ দ্রঃ আমাদের প্যাকেজের সাইটসিং -এ বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির, চার্চ এবং মাযার দেখানো হয় না।

Contents

দিশারী

*কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

(২য় কিস্তি)

ছাহাবায়ে কেরাম কি আমাদের আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন?

উত্তর : মুসলমানদের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হ'লেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[১] অতঃপর দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী, ইসলামের জন্য জান-মাল উৎসর্গকারী নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। তাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، 'আমার যুগ হ'ল শ্রেষ্ঠ যুগ। অতঃপর তার পরের যুগ, অতঃপর তার পরের যুগ'।[২]

তাছাড়া তাঁদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ-

'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবে। তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*। তাঁদের এই প্রশংসাবাণী কুরআন সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবেও ঘোষিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ উক্ত আয়াতের শেষাংশে বলেন,

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا-

'তাওরাতে তাঁদের উদাহরণ এরূপ। আর ইঞ্জীলে তাঁদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যবীজের মত, যা থেকে উদগত হয় অঙ্কুর, অতঃপর তা শক্ত ও মযবূত হয় এবং কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। এটা কৃষকদের আনন্দে অভিভূত করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাঁদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*।

ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়োনা। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তা তাদের এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ হবে না'।[৩]

ছাহাবীগণের সম্মান ও মর্যাদার কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বহু জায়গায় বিধৃত হয়েছে। তাই বলে তাঁদের মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে এবং তাঁদেরকে আমাদের 'আদর্শ' প্রমাণ করতে গিয়ে কোনরূপ জাল ও বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। যদিও অনেক মাযহাবী ভাই উক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ ২টি সমাজে প্রচার করে থাকেন, সে দু'টি নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

(১) إِنَّمَا أَصْحَابِيْ مِثْلَ النُّجُوْمِ فَأَيُّهِمْ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِه اهْتَدَيْتُمْ 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারু কথা মানবে, সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে'। হাদীছটি মওযূ বা জাল।[৪]

(২) أَهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ 'আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাদের যে কারু অনুসরণ করলে সঠিক পথ পাবে'। এ হাদীছটিও মওযূ বা জাল।[৫]

ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণীয় :

যেসব বিষয়ে হাদীছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেসব ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ- 'তোমাদের উপর অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা। তোমরা সেগুলি মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর'।[৬] তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিপরীতে ছাহাবীগণের বক্তব্য অনুসরণীয় নয়।

ছাহাবীগণের আদর্শের কিছু দৃষ্টান্ত :

ছাহাবীগণের আদর্শের অনেক দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে তাদের কিছু নমুনা প্রদত্ত হ'ল।-

(১) ছাহাবীগণ 'হায়াতুন্নবী'তে বিশ্বাসী ছিলেন না :

ছাহাবীগণ 'হায়াতুন্নবী' তথা নবী করীম (ছাঃ) এখনো জীবিত আছেন এবং মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন এমন ভ্রান্ত

** প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*
১. সূরা আহযাব ৩৩/২১; কলম ৬৮/৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২৫৩৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।
২. মুসলিম হা/২৫৩৩; বুখারী হা/৩৬৫১, ২৬৫২ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।
৩. বুখারী, হা/৩৬৭৩, 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়; আ.প্র. ৩৩৯৮, ই.ফা. ৩৪০৫; মুসলিম হা/২৫৪০।
৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১।
৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২।
৬. নাসাঈ হা/১৫৭৯; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ হাসান।

Contents

আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন না। যার বাস্তব প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছটি। নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন আবুবকর (রাঃ) সুনহ-এ ছিলেন। ইসমাঈল (রাঃ) বলেন, 'সুনহ' মদীনার উঁচু এলাকার একটি স্থানের নাম। ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়নি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল যে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের হাত-পা কেটে ফেলবেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) আসলেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা হ'তে আবরণ সরিয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হৌক। আপনি জীবনে-মরণে পবিত্র। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যু আস্বাদন করাবেন না। অতঃপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে হলফকারী! ধৈর্য অবলম্বন কর। আবুবকর (রাঃ) যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন ওমর (রাঃ) বসে পড়লেন। আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও ছানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মাদ (ছাঃ) মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ্র ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অমর। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল আর তারা সকলেই মরণশীল' *(যুমার ৩৯/৩০)*। আরো তিলাওয়াত করলেন, 'আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ কিছুই নয়। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছে। এক্ষণে যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহ'লে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যদি কেউ পশ্চাদপসরণ করে, সে আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ সত্বর তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। রাবী বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর এ কথাগুলি শুনে সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন'।

অতঃপর আবুবকর (রাঃ) কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল এবং তারাও সকলে মরণশীল' *(যুমার ৩৯/৩০)*।[৭]

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হায়াতুন্নবী' তথা চির অমর বলে বিশ্বাস করা শিরক। কেননা আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রাণীই মৃত্যুবরণ করবে। সম্মানিত প্রশ্নকারী ও মাযহাবী ভাইয়েরা আবুবকর (রাঃ)-এর এ আদর্শকে আপনারা মানেন কি?

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না :

ছাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে শরী'আত শিক্ষা দিতেন, তাঁরা তাতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করতেন না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'এক বেদুইন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে। সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশী করব না, কমও করব না। যখন সে ফিরে গেল, তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে পসন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে'।[৮]

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদিও ইসলামের সকল বিধি-বিধানের কথা উল্লেখ করেননি, তবুও ঐ ছাহাবীকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তার এ স্বীকৃতির কারণে যে, 'আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি করব না'। এ হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতী হওয়ার মূলনীতি হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি না করা।

এবার মাযহাবী ভাইদের প্রতি সবিনয় জিজ্ঞাসা, আপনারা ছালাত-ছিয়াম সহ ইবাদতে নাওয়াইতুআন.... এমন গৎবাঁধা নিয়ত, দরূদে ইবরাহীমী ব্যতীত অন্যান্য দরূদ যেমন ইয়া নবী সালামু আলাইকা, দরূদে হাযারী, দরূদে গঞ্জে আরশ, জালালী খতম, আম্বিয়া খতম, কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশাসহ এমন বহু কিছু ইসলামী শরী'আতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এবার আপনারাই বলুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত উক্ত ছাহাবীকে আপনারা 'আদর্শ' হিসাবে গ্রহণ করেছেন কি? যদি গ্রহণ করতে পারতেন তাহলে এরকম বানাওয়াট আমল থেকে বিরত থাকতে পারতেন।

(৩) উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া ছাহাবীগণ কারো হাদীছ গ্রহণ করতেন না :

প্রত্যেক ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও এক ছাহাবী অন্য ছাহাবীর নিকট থেকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া হাদীছ গ্রহণ করতেন না। নিম্নোক্ত হাদীছটি তার প্রমাণ।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার ওমর (রাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হ'ল না। তাই আমি ফিরে এলাম। ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হ'ল না। তাই আমি ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেওয়া না হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়'। তখন ওমর

৭. *বুখারী হা/৩৬৬৭-৬৮, 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়।*

৮. *বুখারী হা/১৩৯৭।*

Contents

(রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যে নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেছে? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নবী করীম (ছাঃ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন'।[৯]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওমর (রাঃ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও জলীলুল ক্বদর ছাহাবীর নিকট থেকে প্রমাণ ব্যতীত হাদীছ গ্রহণ করেননি। এবার মাযহাবী ভাইদের নিকট সবিনয় প্রশ্ন, আপনারা কি ওমর (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে 'আদর্শ' হিসাবে মানেন? তাঁকে আদর্শ হিসাবে মানলে তো আর অন্যের তাক্বলীদ করতেন না। কেননা 'তাক্বলীদ' মানেই তো অন্যের কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা'।[১০]

(৪) সন্দিগ্ধ বিষয়ে ছাহাবীগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না :

কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ জানা না থাকলে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজ করতেন না।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের কয়েকজন আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন আতিথেয়তা করল না। তারা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সাপ দংশন করল। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়-ফুঁককারী কেউ আছেন কি? তারা বললেন, তোমরা আমাদের কোন আতিথেয়তা করোনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বকরী পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল। তখন একজন ছাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং দংশিত স্থানে থুথু দিলেন। ফলে সে আরোগ্য লাভ করল। এরপর তাঁরা বকরীগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করব না। এরপর তাঁরা মদীনায় এসে এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (ছাঃ) শুনে হাসলেন এবং বললেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ সারায়? ঠিক আছে বকরীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিয়ো'।[১১]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে কি-না এ ব্যাপারে ছাহাবীগণের জানা ছিল না বিধায় তাঁরা নিজ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি; বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সিদ্ধান্ত জানার পর তারা পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করেছেন। তাহ'লে আমরা কিভাবে হাদীছ না জেনে বা না মেনে অন্যের কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করতে পারি?

(৫) ছাহাবীগণ ছিলেন পরস্পর দয়ার্দ্র ও কাফিরদের প্রতি কঠোর :

আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ– 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সাথীগণ কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠিন, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*।

মাযহাবী ও আহলেহাদীছ উভয়েই মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল না হয়ে তারা যেন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। একশ্রেণীর মুক্বাল্লিদদের কাজই হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। আবার আরেক শ্রেণীর লোক 'ট্রেনিং কোর্স' করে আহলেহাদীছ নিধনে মাঠে নেমেছে। তাহ'লে প্রশ্ন এসে যায় এক্ষেত্রে তারা ছাহাবীগণকে 'আদর্শ' মানলেন কিভাবে?

(৬) ছাহাবীগণের আক্বীদা ছিল 'আল্লাহ আরশের উপর আছেন' :

আল্লাহ নিরাকার নন। বরং তাঁর নিজস্ব আকার আছে। যেমনটি তাঁর উপযুক্ত। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নীত, প্রত্যেক ছাহাবীর এই আক্বীদা ছিল।

মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। ওহোদ ও জাওয়ানিইয়াহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে আমাদের একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান (সাধারণ মানুষ), তারা যেভাবে ক্রুদ্ধ হয় আমিও সেভাবে ক্রুদ্ধ হই। আমি তাকে একটা থাপ্পড় মারি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি এটাকে গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করে দেব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি তাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও, কারণ সে একজন ঈমানদার নারী'।[১২]

উল্লিখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানে আছেন এমনই ছিল ছাহাবীদের আক্বীদা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, মুক্বাল্লিদ ভাইদের আক্বীদা হ'ল আল্লাহ নিরাকার এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান। অথচ তাদের অনুসরণীয় ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর আক্বীদা ছিল

৯. বুখারী হা/৬২৪৫, ২০৬২ 'অনুমতি প্রার্থনা' অধ্যায়, 'তিনবার সালাম দেয়া ও অনুমতি চাওয়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২১৫৩; মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৬৩০।
১০. জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ৬৪।
১১. বুখারী হা/৫৭৩৬, ২২৭৬ 'চিকিৎসা' অধ্যায়, 'সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া' অনুচ্ছেদ, আ.প্র. ৫৩১৬, ই.ফা. ৫২১২।
১২. মুসলিম হা/৫৩৭ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ।

আল্লাহ নিরাকার নন এবং সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি আসমানের উপরে আরশে অবস্থান করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سموات. 'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন না যমীনে তা আমি জানি না, সে কুফরী করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, রহমান আরশে সমুন্নীত। আর তার আরশ সপ্ত আকাশের উপর।[১৩] তিনি আরো বলেন, من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. 'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন না যমীনে আছেন তা আমি জানি না, সে কুফরী করবে। অনুরূপভাবে যে বলবে যে, তিনি আরশে আছেন। কিন্তু আরশ আকাশে না যমীনে, আমি তা জানি না, সেও কুফরী করবে। কেননা উপরে থাকার জন্যই আল্লাহকে ডাকা হয়; নীচে থাকার জন্য নয়। আর নীচে থাকাটা আল্লাহ্র রুবূবিয়াত এবং উলূহিয়াতের গুণের কিছুই নয়'।[১৪]

এবার জবাব দিন, আপনাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদার উদ্ভাবক কে? আপনারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এমনকি আপনাদের অনুসরণীয় ইমামকেও তো মানেন না। তাহ'লে আপনারা কোন শ্রেণীর মুসলমান?

মোটকথা যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই, সে সকল বিষ য়ে ছাহাবীদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদানুসারে তাদেরকে মান্য করতে হবে। ছাহাবীদের সর্বোত্তম ব্যক্তি হ'লেন আবুবকর (রাঃ)। অতঃপর ওমর (রাঃ), অতঃপর ওছমান (রাঃ), অতঃপর আলী (রাঃ)।[১৫] অতঃপর আশারায়ে মুবাশশারার বাকী ৬ জন।[১৬] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ।[১৭] অতঃপর বদরী ছাহাবীগণ।[১৮] অতঃপর বাইয়াতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীবর্গ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামের জন্য ব্যয়কারী ও জিহাদকারী ছাহাবীগণ। সর্বশেষ মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের জন্য ব্যয়কারী ও জিহাদকারী ছাহাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত' *(হাদীদ ৫৭/১০)*।

অতএব ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করা যাবে যদি তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী না হয় এবং তা ছহীহ সূত্রে আমাদের নিকটে পৌঁছে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

---

১৩. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়াহ, পৃঃ ৯৯।
১৪. ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিক্বহুল আবসাত, পৃঃ ৫১।
১৫. বুখারী হা/৩৬৫৫, ৩৬৯৭, ৩৬৭১, 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, 'নবী (ছাঃ)-এর পরেই আবুবকর (রাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ইমাম ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ৮৬।
১৬. তিরমিযী হা/৩৭৪৭; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১০৯।
১৭. মুসলিম হা/২৪০৮; মিশকাত হা/৬১৩১ 'রাসূল পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়।
১৮. বুখারী হা/৩৯৮৩ 'মাগাযী' অধ্যায়, 'বদরী ছাহাবীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

Contents
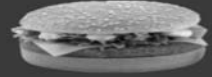
৪. আল-হেরা শিল্পী শফীকুল ভাই সম্পর্কে দু'টি কথা

*মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম**

পৃথিবীতে মানুষ আসবে এবং যাবে এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেকটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' *(আলে ইমরান ১৮৫; আম্বিয়া ৩৫)*। তবে দু'একটি মৃত্যু এমন, যা যুগ যুগ ধরে স্মৃতি হয়ে থাকে। দোলা বা জাগরণ সৃষ্টি করে অন্তরে। তেমনি একজন দ্বীন প্রচারের নিখাদ খাদেম 'আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। দ্বীনে হক্বের দাওয়াত দিতে দিতে হঠাৎ করে চলে গেলেন আখেরাতের অনন্ত জীবনে। রেখে গেলেন অনেক স্মৃতি। আলোচ্য নিবন্ধে শফীকুল ভাইয়ের জীবনী থেকে কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।-

শফীকুল ভাইয়ের সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে তার জন্ম তারিখ ১৮ই মে ১৯৫৭ সাল। তার পিতার নাম মৃত আব্দুল কাদের মোল্লা। মাতার নাম মিছিরন বিবি। তিনি জয়পুরহাটের সদর উপযেলার কমরগ্রাম উত্তর পাড়ায় অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তার পিতা পেশায় কৃষক ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছোটখাট ব্যবসায়ীও ছিলেন।

স্থানীয় মক্তবে তার লেখাপড়ার হাতে খড়ি। কমরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন তিনি। আর্থিক দুরবস্থার কারণে আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। তবে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। তার সুললিত কন্ঠের তিলাওয়াত শুনে সবাই অবাক হ'ত। প্রথম জীবনে তিনি কৃষিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কিছুদিন তিনি আনসার বিভাগে চাকুরী করেন। তিনি আনসারে চাকুরী অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দা মুসাম্মাৎ মনোয়ারা খাতুনকে বিবাহ করেন। আনছারের চাকুরী হ'তে অব্যাহতি নিয়ে তিনি জয়পুরহাট বাজারে সুতা ও মনোহারীর ব্যবসা শুরু করেন।

তিনি সংসার জীবনের শুরুতে একজন নাট্যদলের কর্মী ও জারি সংগীত শিল্পী ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৯৮৩ সালে জয়পুরহাটে আসলে তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঐ বাতিল পথ ছেড়ে দিয়ে ইসলামী পথে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৮৭ সালে জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটিতে তাকে প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আবির্ভাব ঘটলে তাকে যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯১ সালে ২৫ ও ২৬ এপ্রিল রাজশাহী নওদাপাড়ায় ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার যৌথ বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী শফীকুল ইসলামের নেতৃত্বে 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র পদযাত্রা শুরু হয়। সেই যে শুরু হ'ল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তিনি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। একজন একনিষ্ঠ কর্মীর সকল ভূমিকা তিনি পালন করে গেছেন। তার দরাজ ও সুললিত কন্ঠের ইসলামী জাগরণী মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষিত করত।

তিনি আমীরে জামা'আতের হাতে আনুগত্যের যে বায়'আত নিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। ২০০৫ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতা গ্রেফতারের পর মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার বিরুদ্ধে যেসব নেতাকর্মী সোচ্চার থেকে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাদের মধ্যে শফীকুল ভাই ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতিটি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে সুললিত কণ্ঠে জাগরণী পরিবেশন করে নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতেন।

অবশেষে তার জীবনেও নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। সে দিন ছিল বুধবার। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং। তিনি জয়পুরহাটের দোকানে বেচাকেনা করছিলেন। হঠাৎ বিকাল ৪-টায় কয়েকজন ডিবি পুলিশ এসে বলল, সারাদেশে গত ১৭ আগষ্ট যে বোমা হামলা হয়েছে এ ব্যাপারে এসপি স্যার আপনার সাথে একটু কথা বলতে চান। আপনি আমাদের সাথে চলুন। এসপি স্যারের সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার পর আবার ফিরে আসবেন। এ কথা শুনে তিনি দোকানের মালামাল গুছিয়ে কিছু টাকা এবং সঙ্গে থাকা সাইকেলটি একজনের যিম্মায় রেখে তাদের সাথে এসপি অফিস যান। সেই যে গেলেন ফিরে আসলেন ৮ মাস পর মামলা নিস্পত্তির পরে।

সুচতুর এসপি আপোষে ডেকে নিয়ে তাকে ১৭ই আগষ্ট'০৫ জয়পুরহাটে সিরিজ বোমা হামলা মামলার ৫নং আসামী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। গ্রেফতারের পর সন্ধ্যায় তার বাড়ী তল্লাশী করে কিছু না পেয়ে একটি তাফসীর, কিছু ইসলামী বই ও একটি কোর্ট ফাইল নিয়ে যায়।

দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর শুধু শফীকুল ভাই নয়, মিথ্যা মামলায় সারাদেশে আমাদের প্রায় ৪০জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু জয়পুরহাটেই গ্রেফতার করা হয় সংগঠনের তৎকালীন ৮ জন দায়িত্বশীলকে। যারা সকলেই মামলাগুলো হ'তে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

শফীকুল ভাইয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে তাকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ডে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার এক পর্যায়ে প্রশ্ন করা হয়, তুমি যদি কাউকে দাওয়াত দাও, আর সে যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে উল্টো তোমাকে আঘাত করে, তখন কি করবে? তিনি বলেন, স্যার ধৈর্যধারণ করতে হবে। তারা আবার বলে, তাহ'লে তো আন্দোলন হ'ল না। কারণ 'আন্দোলন' মানে নড়াচড়া করা? তিনি জবাবে বললেন, স্যার আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল 'নির্ভেজাল

* *কমরগ্রাম, সদর থানা, জয়পুরহাট।*

Contents

তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। কাজেই কে মানল আর কে মানল না তা দেখা আমাদের মূল বিষয় নয় বরং দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল কাজ।

শুধু তাই নয় আহলেহাদীছ আন্দোলনের তৎকালীন অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর ভাইকে গ্রেফতারের জন্য তার মাধ্যমে ছক এঁকেছিল জেলা প্রশাসন। তারা কৌশল করে শফীকুল ভাইয়ের মোবাইল থেকে হাফীযুর ভাইকে ফোন করে বলতে বলে যে, কেমন আছেন? কোথায় আছেন? কবে বাসায় ফিরবেন? এখন কি করছেন? ইত্যাদি। কিন্তু শফীকুল ভাই 'কোথায় আছেন' এই প্রশ্নটি ছাড়া বাকি প্রশ্নগুলো করেন। হাফীযুর ভাই বুঝতে পেরে মোবাইল বন্ধ করে দেন। প্রশ্নটি না করায় এসপি ছাহেব তার উপর রাগান্বিত হয়ে নানা প্রশ্ন ও টর্চার করে। উল্লেখ্য যে, ১২/১১/২০০৫ তারিখে হার্ট স্ট্রোকে হাফিযুর ভাই ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি ভেঙ্গে পড়েন এবং যার পর নাই ব্যথিত হন।

তিনি কারাগারে প্রবেশের পর মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন। তাকে দেখে জেলখানার আসামীরা একদিকে ব্যথিত হ'লেও অন্যদিকে খুশি হন। কারণ তার নিকট দ্বীনের কথা ও সুললিত কণ্ঠে জাগরণী শুনতে পাবে। এমনকি তখনি সবাই বায়না ধরে একটি জাগরণী বলার জন্য। তিনি সকল আসামীর উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে দিয়ে একটি ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন। এই জাগরণীর কথা উপর মহলের কানে পৌঁছা মাত্র তাকে গভীর রাতেই আমদানী ওয়ার্ড থেকে সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝে মধ্যে তিনি কারারক্ষীদেরও জাগরণী শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন।

অবশেষে দীর্ঘ ৮ মাসের আইনি লড়াই শেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ১৪ মে'০৬ইং রোজ রবিবার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হ'তে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ। তবে দুঃখজনক যে, এই মামলার কারণে তিনি দু'দু'বার হজ্জের চেষ্টা করে এবং টাকা জমা দিয়েও হজ্জে যেতে পারেনি। কারণ পুলিশ প্রশাসন তার পাসপোর্ট করার অনুমতি দেয়নি। আর এই ব্যাথা নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

১৯৮৩ সালে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হাতে বায়'আত নিয়েছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বায়'আত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তিনি। শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পরিবার, সমাজ তথা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের ৬৪ যেলার অধিকাংশ গ্রামেই তার যাতায়াত ও দাওয়াত অব্যাহত ছিল।

তার আমানতদারীতার কথা অবর্ণনীয়। প্রথমেই তাকে কমরগ্রাম শাখার অর্থ সম্পাদক করা হ'লে খাতা কলমের হিসাব ছাড়াই পরিপূর্ণভাবে নেতাকর্মীদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থের হিসাব স্বচ্ছতার সাথে রাখতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে হিসাব-নিকাশ রেখেছেন। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থ সম্পাদক হিসাবে তার নিকট নগদ ক্যাশ ৩৬,১০০/= টাকা জমা ছিল। যা তিনি আলাদাভাবে একটি কৌটায় রেখেছিলেন। তার মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন তার বড় ছেলে আসাদুল্লাহ আল-গালিব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম গণনা করলে ঠিক ৩৬,১০০/= টাকা হয়। আমানতদারীতার এই বাস্তব নমুনা বর্তমান দুনিয়ায় খুবই বিরল।

তার একাডেমিক শিক্ষা অল্প হ'লেও মৃত হৃদয় জাগিয়ে তুলার মতো অগণিত ইসলামী জাগরণীর মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখেছিলেন। সমাজে জেকে বসা শিরক বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় ছিলেন সোচ্চার। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে তার কণ্ঠের মোহনীয়তা ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। যা দ্বীনে হক্বের প্রচার ও সমাজ সংস্কারে জাগরণ সৃষ্টি করে। এজন্যই তিনি 'জাগরণী শিল্পী' নামে দেশ-বিদেশে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। হাদীছ ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত জাগরণী বইয়ে দেখা যায় বেশ কিছু জাগরণী তার নিজের লেখা। তাছাড়া সব জাগরণীরই তিনি নিজে সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত ৮টি ক্যাসেটের অধিকাংশ গানই তার কণ্ঠে গাওয়া। তার বহু গান ইন্টারনেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার এসব কর্ম সমাজ সংস্কারে যুগ যুগ ধরে ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৫ইং রোজ রবিবার রাত ১০.৪৫ মিনিটে বগুড়া গাবতলী থানাধীন সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসা মেহেন্দীপুর চাকলার উন্নয়নকল্পে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইসলামী জালসায় বক্তব্য প্রদানরত অবস্থায় স্ট্রোক করেন। প্রথমে তাকে গাবতলী থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয় এবং ক্রমশ অবস্থার অবনতি হ'লে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১.২৬ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। তাঁর আকস্মিক বিদায়ে আমরা যারপর নাই ব্যথিত, মর্মাহত ও বেদনাহত। আল্লাহ যেন তাঁর দ্বীনের খেদমত কবুল করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাঊস দান করেন-আমীন!

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

Contents

হাদীছের গল্প

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে দেখা একদল মানুষের বিবরণ

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের সময় আমাদের নিকটে এসে বললেন, গতরাতে আমি একটি সত্য স্বপ্ন দেখেছি। তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। আমার নিকট দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধরে এক দুর্গম পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এতে আরোহণ করুন! আমি বললাম, আমি পর্বতারোহণে সক্ষম নই। তারা বললেন, আমরা শীঘ্রই আপনার জন্য তা সুগম করে দিব। আমি যখনই পা উঠাচ্ছিলাম তখনই সিঁড়িতে পা রাখছিলাম। অবশেষে পর্বতের সমতল ভূমিতে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বললেন, এটি জাহান্নামীদের আর্তনাদ। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হতেই একদল নারী ও পুরুষকে দেখলাম যাদের দু'চোয়াল ফাড়া রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা নিজেরা যা বলত তদনুযায়ী আমল করত না। অতঃপর আমরা সামনে অগ্রসর হতেই আরেকদল নারী ও পুরুষকে দেখলাম, যাদের চোখ ও কানে পেরেক মারা আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা এমন কিছু দেখার দাবী করত, যা তারা দেখেনি। এমন কিছু শুনার দাবী করত, যা তারা শুনেনি (অর্থাৎ মিথ্যা বলত)।

এরপর তারা আমাকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে দেখলাম, একদল নারী ও পুরুষের পায়ের গোছায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, চোয়াল ফাড়া আছে এবং তা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা সময়ের পূর্বে ইফতার করত। তিনি বললেন, ইহূদী-নাছারারা ধ্বংস হউক! সুলায়মান বলেন, আমি জানিনা আবু উমামা এ উক্তিটি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছেন, না একথাটি তিনি নিজে বলেছেন। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, একদল নারী-পুরুষের লাশ পড়ে আছে। যা অত্যন্ত ফুলে-ফেঁপে আছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং তার দৃশ্য অত্যন্ত বীভৎস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা কাফেরদের নিহত ব্যক্তিবর্গ। আমরা কিছুদূর অগ্রসর হতেই একদল লোককে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এগুলো মুসলমানদের লাশ। তারা আমাকে আরো সামনে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম, একদল নারী-পুরুষের লাশ পড়ে আছে। যা অত্যন্ত ফুলে-ফেঁপে আছে, যেগুলোর দৃশ্য অত্যন্ত বীভৎস এবং (সেগুলো থেকে) বাথরুমের মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা হ'ল ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ। অতঃপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দেখলাম একদল নারীর পায়ের গোছায় রশি বেঁধে নীচের দিকে মাথা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর সাপ তাদের স্তন দংশন করছে। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? উত্তরে তারা বললেন, এরা ঐ সকল মহিলা, যারা (শারীরিক সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য) নিজ সন্তানদের দুধ পান থেকে বঞ্চিত করেছিল। অতঃপর তারা আমাকে সামনে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম, একদল শিশু দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে খেলছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা মুমিনদের সন্তান। অতঃপর সামনে চললাম। কিছু লোককে দেখলাম যাদের চেহারা অত্যন্ত সুন্দর, পোষাক সুন্দর এবং সুগন্ধির অধিকারী। তাদের চেহারা 'কারাতীস' সদৃশ (সাদা কাগজের ন্যায়)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা হলেন ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনজন লোককে দেখলাম, যারা শরাব পান করছিল এবং গান গাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা হলেন যায়েদ বিন হারেছা, জা'ফর বিন আবু ত্বালিব ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)। অতঃপর আমি উপরের দিকে মাথা উঁচু করে আরশের নীচে তিনজন ব্যক্তিকে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, তাঁরা হলেন আপনার পিতা ইবরাহীম এবং মূসা ও ঈসা (আঃ)। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে (*মু'জামুল কাবীর হা/৭৬৬৭; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮৬; হাকেম হা/২৮৩৭; ছহীহাহ হা/৩৯৫১; ছহীহ তারগীব হা/২৩৯৩*)।

হাদীছের শিক্ষা :

(১) সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। তার পূর্বেও না, পরেও না।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ইফতার করার কারণে এতো বড় শাস্তি হলে, যারা ছিয়াম পালন করে না তাদের কিরূপ শাস্তি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

(৩) আযান দেওয়ার ক্ষেত্রে মুওয়াযযিনদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ মানুষজন স্বভাবতঃ তাদের আযান শুনে ইফতার করে।

(৪) শারীরিক সৌন্দর্য অটুট রাখার অভিপ্রায়ে যে সকল নারী তাদের শিশু সন্তানদের নিজের বুকের দুধ পান করান না সাপ তাদের স্তন দংশন করবে।

(৫) ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

(৬) সদা-সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

(৭) মুসলমানদের সন্তানেরা জান্নাতী হবে।

**মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

গাজরের উপকারিতা

গাজর স্বাদে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং আঁশসমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি, যা প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়। কাঁচা ও রান্না দু'ভাবেই এটি খাওয়া যায়। তরকারী ও সালাদ হিসাবেও গাজর অত্যন্ত জনপ্রিয়। গাজর অতি পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সবজি। এতে উচ্চমানের বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, মিনারেলস ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপকারটি হ'ল দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া। এ ছাড়াও আছে আরও অনেক স্বাস্থ্যগত সুবিধা।

সালাদ অথবা সবজি কিংবা সামান্য লবণ মেখে এমনিতেই খাওয়া যায় গাজর। এ ছাড়া আছে গাজরের হালুয়া। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যদি গাজর থেকে সর্বোচ্চ পুষ্টিটা পেতে হয় তবে কাচা গাজর খাওয়াই সর্বোত্তম। তাই গাজরের জুস বানিয়ে খেলেই পাওয়া যাবে গাজরের সর্বোচ্চ পুষ্টি উপাদান। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস গাজরের জুস স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে কয়েকগুণ। নিম্নে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকার সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল-

১. দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক :

দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে ভিটামিন 'এ' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লাল-কমলা রঙের ফল-মূল অথবা সবজি যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া এবং তরমুজে বেটা-ক্যারোটিন নামের এক ধরনের উপাদান থাকে। এই উপাদানটি শরীরে ভিটামিন 'এ'-তে পরিণত হয়। আর এতেই শরীরের অন্যান্য স্বাস্থ্যগত উপকারের পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

২. ঠিক রাখে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট :

শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট নামক একটি উপাদানের কারণে বয়সের ছাপ চলে আসে। গাজরের মধ্যে যে ক্যারটিনয়েড থাকে তা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। আর এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে বয়সের ছাপ আসার গতিকে ধীর করে। এ ছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরকে বিষমুক্ত করে, হৃদরোগ এবং ক্যানসার প্রতিরোধেও সহায়তা করে।

৩. ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক হয় :

হজম প্রক্রিয়া শেষে খাদ্যের যে উচ্ছিষ্টাংশগুলো আমাদের শরীরে থেকে সেগুলোকে ফ্রি র‍্যাডিকেলস বা মৌল বলে। এই ফ্রি র‍্যাডিকেলস শরীরের কিছু কোষ নষ্ট করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার এই ধরনের মৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। শরীরে ক্যান্সারের কোষ জন্ম নেওয়ার প্রবণতা কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ১০০ গ্রাম গাজরে ৩৩ শতাংশ ভিটামিন 'এ', ৯ শতাংশ ভিটামিন 'সি' এবং ৫ শতাংশ ভিটামিন 'বি-৬' পাওয়া যায়। এগুলো এক হয়ে ফ্রি র‍্যাডিকেলসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

৪. রোধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি :

প্রতিদিন এক গ্লাস গাজরের জুস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি করে। শরীরে ক্ষতিকর জীবাণু, ভাইরাস এবং বিভিন্ন ধরনের প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। গাজরের জুসে ভিটামিন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খনিজ, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি থাকে যা হাড় গঠন, নার্ভাস সিস্টেমকে শক্ত করা ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫. হার্ট সবল রাখে :

একটি সুস্থ হার্টের জন্য শারীরিকভাবে কর্মক্ষম থাকা, পর্যাপ্ত ঘুম এবং চাপ মুক্ত থাকাটা খুব দরকার। প্রয়োজন সঠিক খাদ্যতালিকার। গাজর ডায়েটেরি ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ থাকে। এই উপাদানগুলো ধমনির ওপর কোন কিছুর আস্তর জমতে না দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে। সুস্থ রাখে হার্টকে।

৬. ত্বকের শুষ্কতা দূর করে :

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পটাশিয়ামের মতো খনিজের উপস্থিতি আছে গাজরে। এই উপাদানগুলো ত্বককে রাখে সুস্থ এবং সতেজ। এসব পুষ্টি উপাদান ত্বক শুকিয়ে যাওয়া, স্কিন টোনকে উন্নত করা এবং ত্বকে দাগ পড়া থেকে রক্ষা করে।

৭. কোলেস্টরেল এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ :

কোলেস্টরেল এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও গাজরের জুস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গাজরের মধ্যে থাকা পটাশিয়ামই এর মূল কারণ। গাজরে ক্যালরি এবং সুগারের উপাদান খুবই কম। এ ছাড়া ডায়াবেটিস প্রতিরোধে যে সব ভিটামিন এবং খনিজের প্রয়োজন তাও বিদ্যমান। চর্বি কমাতে সাহায্য করে বলে ওজনও কমে। তাই চিকিৎসকেরা শরীরে পুষ্টির পরিমাণ বাড়াতে খাওয়ার আগে বা পড়ে এক গ্লাস গাজরের জুস খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

মানুষ কেন বুঝে না?

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল দেখ লক্ষ্য করে
এত সুন্দর আল্লাহ্র সৃষ্টি ভুলে গেলে কি করে?
আকাশ দেখ যমীন দেখ দেখ লক্ষ তারা
সৃষ্টি জগৎ চোখে দেখে অস্বীকার করবে কারা?
দিনের পরে রাত আসে কালো-আঁধার ছেয়ে
আলোকময় করেন আল্লাহ চাঁদের আলো দিয়ে।
নদী যেমন আকভ-বাঁকা পানি থৈ থৈ করে
পশু-পাখি, জীব-জন্তু আল্লাহ্র যিকির করে।
পাহাড়-পর্বত আছে দেখ যমীনেতে খাড়া
কোন কিছু হয় না সৃষ্টি আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া।
এই দুনিয়ার প্রাণী যত জোড়ায় জোড়ায় দেখি
আল্লাহ সৃষ্টির সু-ব্যবস্থায় আর নেই কিছু বাকি।
সৃষ্টির সেরা মানুষ তোমরা ওয়াদা করে এলে
ভবের খেলায় মত্ত হয়ে সবই ভুলে গেলে!

সন্ত্রাস

ডাঃ নাছরুল্লাহ
সাতক্ষীরা।

নামটি বড় ভয়াবহ জীবন করে নাশ
জায়গা-জমি দখল করতে লাগে না কোন পাশ।
সন্ত্রাস!
যুবক-বৃদ্ধ পায় না দিশা সবলেরাও করে হা-হুতাশ।
দিন-দুপুরে মানুষ ধরে গলাতে দেয় ফাঁস।
সন্ত্রাস!
রাস্তা-ঘাটে মানুষ ধরে টাকা-পয়সা নেয় যে কেড়ে
জোর-যুলুম করলে পরে বুক করে দেয় ক্রাশ।
সন্ত্রাস!
কেউবা করে কালোবাজারী কেউ করে মানুষ পাচার
কেউবা মাদক ব্যবসা করে গড়ে টাকার পাহাড়।
এসব কিছুর করলে প্রতিবাদ জীবন করে নাশ।
সন্ত্রাস!
ভয় করে না পুলিশ-র‌্যাবকে এলাকার সে ত্রাস
তার সাথে কেউ গোল বাঁধালে জীবন করে বিনাশ।
সন্ত্রাস!
এর প্রতিকার চাই যে মোরা গড়তে শান্তির সমাজ
অহি-র বিধান মানলে সবাই কায়েম হবে সেই রাজ।

শ্রেষ্ঠ কাল

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

অহংকারে আমার ভয় করে প্রভু আমি না হই অহংকারী
মানুষের মন্দ আচরণেও আমি যেন উত্তমটাই দিতে পারি।
জাগতিক চাকচিক্য আভিজাত্যের অর্থহীন বৈভব
পৃথিবীর পথে আমি মুসাফির প্রভু প্রয়োজন নেই ঐসব।
মৃত্যুকে সাথে নিয়ে যাঁরা গেয়েছিলেন জীবনের জয়গান
ঐ পথই মোর প্রিয় পথ প্রভু তাঁরাই প্রিয়জন।
অহংবোধ যাঁরা মাটি করেছিলেন রাসূলের আহ্বানে
তাঁরাই জেনেছেন কেন এ জনম কী তাহার মানে?
ধৈর্য যাঁদের করেছে মহান করেছে দ্বীপ্তিমান
নবী ও ছাহাবী হকের দিশারী চিরকাল অম্লান।
দামি জামা-জুতা সুগন্ধি মাখা শরীরের বাহাদুরি
তুচ্ছ করেছেন জীবনের মোহ দুনিয়ার জারিজুরি।
দুঃখ-দৈন্যের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়েছে তাঁরা পরকাল
পরকাল মোদের জীবনের ভিত্তি পরকালই শ্রেষ্ঠকাল।

ইসলামের জয়গান

মুজীবুল হায়দার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আজ ইসলামের জয়গান চারিদিকে
হে যুবক! তুমি ঘুরছ কেন এদিকে ওদিকে?
তুমি কি শুননি ইসলামের জয়গান আকাশে-বাতাসে
তুমি কি দেখনি ইসলামের পতাকা?
হে যুবক! ইসলামের পতাকা তলে এসো
নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নাও।
হয়ে যাও ইসলামের বীর সৈনিক
এই ইসলামের পতাকা তলে আছে
যত সুখ যত শান্তি।
দূর হোক পৃথিবী হ'তে যত অশান্তি
যত বাতিল ইসলামের পরিপন্থী।
হে যুবক! তুমি জয়গান গাও ইসলামের
তুমি জয়গান গাও কুরআন ও হাদীছের
তুমি জয়গান গাও যারা আল্লাহ্র পথে চলে
আল্লাহ্র কথা বলে।

ধন্য মোরা আজ

মুহাম্মাদ মুছতফা কামাল
বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

আমীরে জামা'আতের সুভাগমনে ধন্য মোরা আজ
খুশিতে বিভোর যেন ছিটবাসীরা সাজছে নতুন সাজ।
দীর্ঘদিনের বেহাল দশা হ'তে আজ সোরা মুক্ত
দু'দেশের সদিচ্ছা ফলে মোরা বাংলাদেশে ভুক্ত।
তাইতো মুহতারাম আমীরে জামা'আত মোদের খবর নিতে
সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে এলেন এই যে কঠিন শীতে।
ওগো কেমন আছ ছিটবাসীরা, এতদিন ছিলে কেমন করে
কতই না দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে।
সঙ্গে যৎসমান্য শীত বস্ত্র অল্প কিছু দান
থাকুন সুখে ছিটবাসীরা তোমরা তো দেশের মেহমান।
পড়ুক সরকারের শুভ দৃষ্টি তোমাদের উন্নয়নের তরে
সকল সুবিধা পাও যেন আনন্দে জীবন উঠুক ভরে।
মিললে সময় আসব আবার আল্লাহ যদি চান
রহম করো দয়াময়, তুমিতো রহিম রহমান।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত সকলকে দিয়ে যাই
একই নবীর উম্মাত মোরা সকলে ভাই ভাই।
ইসলামে নেই ফিরক্বাবাজি, শুধু একটি মাত্র রশি
নেই পীর মুরীদের ভেলকীবাজি, কুরআন-হাদীছ চষি।
সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের ইসলামে নেই ঠাঁই
এই উদাত্ত আহ্বান রাখি মোরা আহলেহাদীছ ভাই।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. সিরিয়া। ২. আনাস (রাঃ)।
৩. খাদীজা (রাঃ)-এর। ৪. ছাহাবায়ে কেরামের দল।
৫. ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী 'সারা' ও ইয়াহইয়া (আঃ)-এর স্ত্রী।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. মেহেরপুর (৭১৬ বর্গ কি. মি.)।
২. শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
৩. ঢাকা।
৪. বান্দরবান।
৫. বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)।
৬. রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. ছাহাবী কাকে বলে?
২. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী কে কে?
৩. ইসলামের চার খলীফার নাম কি?
৪. কোন ছাহাবীর উপাধি ছিল 'আবু তুরাব'?
৫. কোন ছাহাবীকে দেখলে ফেরেশতারা লজ্জিত হ'তেন?
৬. কোন ছাহাবীকে চলন্ত শহীদ বলা হয়?
৭. কোন ছাহাবীকে উড়ন্ত শহীদ বলা হয়?
৮. ফেরেশতাগণ কোন ছাহাবীর গোসল দিয়েছিলেন?
৯. কোন ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোপন বিষয় জানাতেন?
১০. কোন ছাহাবীর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছিল?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশের সর্বউত্তরের যেলা কোনটি?
২. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের যেলা কোনটি?
৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের যেলা কোনটি?
৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চিমের যেলা কোনটি?
৫. বাংলাদেশের সর্বউত্তরের থানা কোনটি?
৬. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের থানা কোনটি?
৭. বাংলাদেশের পূর্বের থানা কোনটি?
৮. বাংলাদেশের পশ্চিমের থানা কোনটি?
৯. বাংলাদেশের সর্বউত্তরের স্থান কোনটি?
১০. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

করাতকান্দি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ২১শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর করাতকান্দি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাশীমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তুহিন। অনুষ্ঠান শেষে মুস্তাকীম হুসাইনকে পরিচালক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

বেড়াগুলা, ঝিনাইদহ ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর বেড়াগুলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইন, 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আসাদুযযামান ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা বেলালুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক নযরুল ইসলাম।

মোহনপুর, রাজশাহী ৩১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর খানপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খানপুর (বাগবাজার) শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত। মাওলানা ছূফী আলী আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। বিশেষ অতিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান ও রাজশাহী-পশ্চীম যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক বুলবুল আহমাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে সোনমণি বালক ও বালিকা পৃথক শাখা গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ রুহুল আমিনও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল কুদ্দূস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ নাঈম ইসলাম।

পবা, রাজশাহী ৩রা জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ যোহর মধ্য-ভূগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিশটি সূরা ও সোনামণি পরিচিতির উপর এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মধ্য-ভূগরইল শাখার সভাপতি জনাব মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিন জনকে পুরস্কৃর করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করে মাহফূযা খাতুন (আনিকা), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুমাইয়া আখতার এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে শাহরিয়ার হুসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই জানয়ারী, বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স এলাকার উদ্যোগে সোনামণি মারকায এলাকার প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ২০১৬ সালের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল খালেক সালাফী, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নূরুল ইসলাম, সোনামণি মারকায এলাকার উপদেষ্টা নযরুল ইসলাম ও লতীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল হাসীব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

Contents

স্বদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতভাগ শিক্ষকের আত্মসম্মানবোধ নেই

-অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, ঢাবি

উচ্চশিক্ষিত বিদ্যাজীবী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলবাজির প্রতি ইংগিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজচিন্তক প্রফেসর আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেছেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাযার শিক্ষকের মধ্যে ৫ জনের নাম বলতে পারবে না যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে।

কাজী মোতাহার হোসেন ও তার সময়ের শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই সময় অনেক শিক্ষকের মেরুদণ্ড ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশির ভাগ শিক্ষক মেরুদণ্ডহীন। প্রফেসর আবুল কাশেমের বক্তব্যে উঠে এসেছে যে, উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এতই দলাদলি ও দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতায় আবদ্ধ যে শতকরা ৯৯.৭৫ ভাগ শিক্ষকের আত্মসম্মানবোধ নেই। শুধু তাই নয়, মেধাবী হ'লেও রাজনীতির কারণে তারা মেরুদণ্ডহীন।

গত ৯ই জানুয়ারী'১৬ শনিবার ঢাবির রমেশচন্দ্র মিলনায়তনে 'মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতা' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, জঙ্গীদের নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের আক্রোশমূলক কথা ও রাজনৈতিক উদাসীনতার কারণে দেশে জঙ্গী সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ বন্ধ করতে হ'লে আমেরিকা ও ন্যাটো সহ যেসব দেশ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, তা বন্ধ করতে হবে। কারণ একজনকে মারলে সে তো মারবেই'।

[হক কথা বলার জন্য প্রফেসর ছাহেবকে ধন্যবাদ। এই সঙ্গে পাঠ করুন 'আত-তাহরীক' সম্পাদকীয় জানুয়ারী'১৬ (স.স.)]

শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বত্র অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে

-প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী প্রত্যেকের মধ্যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার কি মান ছিল, আজকে আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি? দেশে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে অবক্ষয়রোধে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, এই সর্বোচ্চ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে বলতে চাই যে, দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সহ সর্বত্র শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী প্রত্যেকের মধ্যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। আমরা শিক্ষাকে একটা ব্যবসা হিসাবে পরিণত করেছি। এই মহান বিদ্যাপীঠের সম্মানিত শিক্ষকেরা এখন নিজ প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেয়ার চেয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেয়ার জন্য ঝুঁকে যান। আমার এই কথা শুনলে অনেকে অখুশি হবেন। কিন্তু যখন দেখি একটি ছেলে বা মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে আইন পেশায় যায়, তখন তাকে একটার বেশি দু'টি প্রশ্ন করলে তার মুখ থেকে কোন কথা বের হয় না; সেসময় খুবই কষ্ট লাগে। তিনি বলেন, শিক্ষার আলো জ্বালাতে হ'লে গুরুজনদের যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা করতাম, এটা বজায় রাখতে হবে। আর সম্মানিত শিক্ষকদের নিকটে অনুরোধ রাখবো যে, গুরুজন হিসাবে তারা যেন আন্তরিকতার সঙ্গে অর্জিত শিক্ষা ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করেন।

বিশাল বাজেটের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে চুক্তি সই

পাবনার রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। রাশিয়ার এ প্রতিষ্ঠানটি ১২০০ করে মোট ২৪০০ মেগাওয়াটের দু'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করবে; যাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১ হাযার ২০০ কোটি টাকা।

আইন অনুযায়ী, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিকানা থাকবে বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের হাতে। আর কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব পাবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইফ টাইম ৫০ বছর। এর প্রথম ইউনিট ২০২১ সালের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করছে।

১৯৬১ সালে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার পর ১৯৬৩ সালে প্রস্তাবিত ১২টি এলাকার মধ্য থেকে বেছে নেয়া হয় রূপপুরকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রায় ৫০ বছর আগের নেয়া সেই উদ্যোগ সক্রিয় করে তোলা হয়। প্রস্তাবিত এ কেন্দ্রের জন্য আগেই অধিগ্রহণ করা হয় ২৬২ একর জমি। ২০১৩ সালের অক্টোবরে এর ভিত্তি স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অ্যাটমস্ট্রয়ের নকশায় পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে রূপপুরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে জানিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এর নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু থাকবে না। চুক্তি অনুযায়ী, এই কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য রাশিয়া নিজ দেশে ফেরত নিয়ে যাবে।

[রাশিয়া ভারতে চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লী পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। যার খেসারত উভয় দেশকে আজও দিতে হচ্ছে। জাপান তার দেশে ব্যর্থ হয়েছে। এখন বাংলাদেশের একই ভাগ্য বরণ করতে হবে কি-না ভেবে দেখা আবশ্যক। কেননা দেশে উক্ত বিষয়ে যোগ্য জনবল নেই। ফলে যেকোন সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে (স.স.)]

জ্যোতির্বিদ্যায় হৈচৈ ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশী তরুণ

সূর্যের চেয়ে কয়েকশ গুণ বড় পাঁচ জোড়া নক্ষত্র আবিষ্কার করে জ্যোতির্বিদ্যার জগতে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে নাসার তরুণ বাংলাদেশী গবেষক ড. রুবাব খানের নেতৃত্বাধীন গবেষক দল। দীর্ঘদিন ধরেই এ দলটি মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে 'ইটা কারিনে'র মতো নক্ষত্র ব্যবস্থার খোঁজে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। শেষমেশ খোঁজ মেলে ইটা কারিনের মতো জোড়া নক্ষত্রের। তবে একটি-দু'টি নয়, পাঁচ জোড়া নক্ষত্রের খোঁজ পান তারা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক বৈঠকে রুবাব খান তাঁদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

১০ হাযার আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে সবচেয়ে আলোকিত ও বৃহৎ নক্ষত্র ব্যবস্থা এই 'ইটা কারিনে'। এটি সূর্যের চেয়ে ৫০ লাখ গুণ বেশি আলোকিত। কয়েক শতাব্দী ধরেই এটি মানুষের কাছে পরিচিত। ইটা কারিনেতে আছে দু'টি প্রধান নক্ষত্র। ড. রুবাব খানের দলের অনুসন্ধানে পাওয়া পাঁচটি জোড়া নক্ষত্র ব্যবস্থা ইটা কারিনের মতোই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। আর এই নক্ষত্র ব্যবস্থাগুলোর অবস্থান পৃথিবী থেকে এক কোটি ৫০ লাখ থেকে দুই কোটি ৬০ লাখ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেই।

Contents

বিদেশ

পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশ কঙ্গো

পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হ'ল কঙ্গো। দেশটির ২০ শতাংশ মানুষ অনাহারে মারা যায়। ৪০ শতাংশ মানুষ আধপেটা খেয়ে বাঁচে। দারিদ্র্যের সব মাপকাঠিতেই দেশটি সবার প্রথমে থাকে। গৃহযুদ্ধে একেবারে জরাজীর্ণ হাল। সরকারও উদাসীন। কর্মসংস্থান বলতে কিছু নেই। প্রতিদিন মানুষ মারা যায় অনাহারে। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ খিদের জ্বালায় ছোটাছুটি করে। জিডিপি পার ক্যাপিটা ৩৪৮ মার্কিন ডলার। কিন্তু কিভাবে সৃষ্টি হ'ল এই পরিস্থিতি! ২০০৮ সালে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধ। এযুদ্ধই দেশটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। আধুনিক আফ্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহতম যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় কঙ্গো যুদ্ধ। যুদ্ধ যে কতটা রক্তাক্ত, কতটা বিধ্বংসী হ'তে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বয়ে বেড়াচ্ছে এ যুদ্ধ। ভয়াবহতম এই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল আফ্রিকার সাতটি জাতি এবং সঙ্গে সমরাস্ত্রে সজ্জিত ২৫টি আর্মড গ্রুপ। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রতিষ্ঠা বা খনিজ সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুদ্ধটি বাধে। স্বার্থের কাছে অন্ধ হয়ে ভাই ভাইয়ের রক্ত দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করার এ ছিল এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুদ্ধে কমপক্ষে ৫৪ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। আর লাখ লাখ মানুষ নিজেদের সম্পদ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে চলমান এই পরিস্থিতি। আজও লাখ লাখ গৃহহীন মানুষ যেন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছে। খাদ্যাভাব আর অপুষ্টিতে ভোগা নিরীহ মানুষগুলোকে দেখলে মনের অজান্তে যুদ্ধকে ধিক্কার জানাতে ইচ্ছা হবে।

ব্রিটেন একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র

'ব্রিটেন একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র' এমন শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছেন সেদেশের শিক্ষামন্ত্রী নিকি মরগান। ধর্মে বিশ্বাসী নয়, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও একই নির্দেশনা প্রকাশ করে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে, ধর্মে অবিশ্বাসীদের মতাদর্শকে সমান মর্যাদা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। শিক্ষামন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, মানবতাবাদীরা আদালতকে ব্যবহার করে যে শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের নাস্তিক্যবাদ শেখাতে বাধ্য হবে। তাই নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও ধর্ম বিরোধী শিক্ষার জন্য অথবা নাস্তিক্যবাদ শেখানোর জন্য সমান সময় দেবার কোন সুযোগ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হবে না। তবে তাদের মতামত অন্যান্য পাঠে পড়ানো যেতে পারে। এ নির্দেশনাকে ব্রিটিশ হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সার্থক বলে অভিহিত করেছে। উল্লেখ্য, গণতন্ত্রের আতুড়ঘর হিসাবে পরিচিত এই দেশটিতে ৫৯.৪% খ্রিষ্টান, ২৪.৭% নাস্তিক এবং ৫% মুসলিমের বসবাস।

[একেই বলে 'ঠেলার নাম বাবাজী'। ধর্মনিরপেক্ষ বৃটেন এখন ধর্ম শিক্ষা দিতে বাধ্য হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলি শিক্ষা হাছিল করলে দেশের মঙ্গল হবে (স.স.)]

যন্ত্র নয়, মানুষের লোভই মানবসভ্যতার ভয়ের কারণ

-স্টিফেন হকিং

যন্ত্র নয়, মানুষের লোভই মানবসভ্যতার ভয়ের কারণ। এমনটাই মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের। বিশ্বজুড়ে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে মানবসভ্যতা কতটা সংকটে, কতখানি প্রভাবিত হ'তে চলেছে বিশ্বের অর্থনীতি- সেই প্রসঙ্গেই এ মন্তব্য বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানীর। তাঁর মতে, যান্ত্রিক সুবিধা যেমন মানুষকে দিয়েছে কাঙ্ক্ষিত গতি, তেমনই কমিয়ে দিয়েছে মানুষের মূল্যও। কেননা বহু মানুষের কাজ একা যন্ত্র করে দিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সেই সম্পদের বণ্টন কিভাবে হচ্ছে? যদি সমভাবে বণ্টিত হয় তাহ'লে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই যন্ত্রসভ্যতার আশীর্বাদ নিয়ে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে সমর্থ হবে। কিন্তু মানুষের লোভ, অসাম্যের প্রতি মানুষের আকষর্ণ যদি না কমে, তবে শ্রমজীবী সম্প্রদায় কোনদিনই মূল্য পাবেন না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভেদ আরও বাড়তে থাকবে। তাই যন্ত্র নয়, বরং মানবসভ্যতার ভয়ের কারণ হিসাবে মানুষের দিকেই আঙুল তুলেছেন বাক ও চলৎশক্তিহীন এই বিজ্ঞানী।

[ধন্যবাদ এই নাস্তিক বিজ্ঞানীকে। তবে লোভ কিভাবে দূর হবে তা তিনি বলেননি। সেটার জন্য মানুষকে অবশ্যই পরকালে বিশ্বাসী হতে হবে। এজন্য আমরা হকিংকে মৃত্যুর আগে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

২০১৫ সালে ২৩ হাযার বোমা ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র

২০১৫ সালের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম প্রধান ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়ামন এবং সোমালিয়ায় ২৩ হাযার ১৪৪টি বোমা ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারী গবেষণা সংস্থা কাউন্সিল অব রিলেশনাস রেসিডেন্ট-এর গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

সবচেয়ে বেশী বোমা ফেলা হয়েছে আইএস অধ্যুষিত ইরাক ও সিরিয়ায়। ২২ হাযার ১১০টি বোমা ফেলা হয়েছে ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এরপরে আফগানিস্তানে ৯৪৭টি। পাকিস্তানে ১১টি, ইয়েমেনে ৫৮টি এবং সোমালিয়ায় ১৮টি বোমা ফেলা হয়েছে।

[এগুলি কথিত গণতান্ত্রিক বোমা। অতএব এতে মানুষ ও সম্পদ ধ্বংস হ'লেও কোন দোষ নেই। ধিক এইসব শান্তির মুখোশধারীদের (স.স.)]

গাদ্দাফী ছিলেন আফ্রিকার ত্রাতা

কঠোর শাসক গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে দমন-পীড়নসহ কিছু কিছু অভিযোগ ছিল। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তার আমলে লিবিয়ায় স্থিতিশীলতা ছিল। ছিল কর্মসংস্থান। আফ্রিকা তো বটেই, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে লিবিয়া ছিল লোভনীয় কর্মক্ষেত্র। দেশটিতে গিয়ে তারা বিপুল অর্থ আয় করেছে। জীবনমানের উন্নয়ন করেছে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মু'আম্মার গাদ্দাফীর পতনের পর লিবিয়ায় শুরু হয় অস্থিরতা। হানাহানি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। চরম অরাজক পরিস্থিতিতে আফ্রিকার দেশ ঘানার অনেক প্রবাসী শ্রমিক লিবিয়া ছাড়তে বাধ্য হয়। একই সঙ্গে তাদের স্বপ্নেরও সমাপ্তি ঘটে। ঐ শ্রমিকদের কাছে গাদ্দাফী ছিলেন আফ্রিকার ত্রাতা। লিবিয়ার মৃত নেতার জন্য তাদের মন এখনো কাঁদে। সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে এমনটিই উঠে এসেছে। ২০১১ সালের অক্টোবরে পশ্চিমাদের সহায়তায় লিবিয়ার চার দশকের শাসক গাদ্দাফীকে ক্ষমতাচ্যুত ও নির্মমভাবে হত্যা করে দেশটির বিদ্রোহীরা। তার পতনের সময় লিবিয়ার অধিবাসীরা ভেবেছিল, নির্দয় গাদ্দাফী উৎখাত ও নিহত হওয়ায় তাদের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু তাদের সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। সেখানে শুরু হয় সহিংসতা ও রাজনৈতিক সঙ্কট। গাদ্দাফীর আমলে তিন বছর লিবিয়ায় থাকা ঘানার অধিবাসী করীম মুহাম্মাদ (৪৫) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, লিবিয়ায় সবাই সুখী ছিল। আমেরিকার মতো দেশে মানুষ সেতুর নিচে ঘুমায়। কিন্তু লিবিয়ায় তেমনটা কখনো দেখিনি। সেখানে কোন বৈষম্য ছিল না, ছিল না কোন সমস্যা। ভালো কাজ ছিল, মানুষের হাতে অর্থ ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।

[দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। আর অধিকাংশ মানুষ কখনোই তার প্রকৃত শত্রুকে চিনতে পারে না, দূরদর্শী অল্প সংখ্যক মানুষ ব্যতীত (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

ঘাস ও লতা-পাতা খেয়ে বাঁচার চেষ্টা সিরিয়ার মানুষের!

অবরুদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। রাজধানী দামেস্ক থেকে ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমের শহর মাদায়া। এই শহরের আবু আবদুর রহমান চারদিন ধরে কিছু খাননি। ক্ষুধা ও দুর্বলতায় আবদুর রহমান ও তার পরিবারের লোকজন ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করাই কমিয়ে দিয়েছেন। তাদের আশঙ্কা, যে শক্তি শরীরে অবশিষ্ট আছে নড়াচড়া করলে তাও শেষ হয়ে যাবে। তাদের মতে, শহরে জীবিত কোনও বিড়াল বা কুকুরও নেই। এমনকি যে ঘাস ও লতা-পাতা খেয়ে আমরা এতদিন ছিলাম তাও এখন আর সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। শহরের বাসিন্দারা কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাযীরাকে এভাবেই তাদের খাদ্যাভাবের কথা বলেছেন। শহরটির এক বাসিন্দার মতে, অবরোধ আরোপের পর থেকে এ পর্যন্ত ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় অন্তত ৬০ জন মারা গেছে। সরকারী বাহিনী ও হিযবুল্লাহ গত জুলাই থেকে শহরটিতে অবরোধ করে রেখেছে। ফলে সেখানে খাদ্য, জ্বালানি ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সরবরাহ নেই বললেই চলে।

শুধু মাদায়াই নয়, এমন নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন পার করছেন যাবাদানি, ইদলিবসহ আশপাশের প্রায় চার লাখ মানুষ। মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে, নিত্যপণ্য সামগ্রীর অভাবে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন অবরুদ্ধ সিরিয়ার লাখ লাখ মানুষ। জাতিসংঘের অধীনে অস্ত্রবিরতি চুক্তি হ'লেও এসব অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। ৫ বছর ধরে চলা সহিংসতায় দেশটিতে এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষাধিক মানুষ মারা গেছে।

এবার শত শত মানুষের সামনে নিজের মাকে হত্যা করল আইএস চরমপন্থী

বর্বরতার সব সীমাই যেন অতিক্রম করল সশস্ত্র চরমপন্থী সংগঠন আইএস। এবার জনসমক্ষে নিজের মাকে হত্যা করেছে এক আইএস চরমপন্থী। আইএস ছাড়তে বলায় নির্মমভাবে মাকে হত্যা করে আলী সাকার। সম্প্রতি আইএসের কথিত রাজধানী রাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে যুক্তরাজ্যভিত্তিক দেশটির মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস'র বরাতে এ খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এসওএইচআর জানায়, ৪৫ বছর বয়সী ঐ মা তার সন্তানকে ভুলপথে চলার বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি সন্তানকে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথাও বলেন। কিন্তু ঐ পথভ্রষ্ট সন্তান তার মায়ের এ সতর্কতার খবর শীর্ষপর্যায়ে জানিয়ে দেয়। পরে তাকে আটক করে আইএস। অতঃপর বিচারে ঐ নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয় আইএস। আর তাকে মারার জন্য তার সন্তানকেই দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর বর্বর আইএসের ঐ সদস্য ২১ বছরের আলী সাকার তার মা ৪৫ বছরের লিনা আল-কাসেমকে রাকার পোস্ট অফিসের কাছে কয়েকশ' মানুষের সামনে হত্যা করে। সংবাদমাধ্যম বলছে, শুধু ঐ দুর্ভাগা মাকে নয়, সিরিয়া ও ইরাকের বিশাল এলাকায় আইএস গত দেড় বছরে এভাবে অন্তত দুই হাযার মানুষকে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে, গলা কেটে অথবা পাথর মেরে হত্যা করেছে। যদিও তাদের নির্মূলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

[আন্তর্জাতিক শত্রু মিডিয়ার এসব খবর মিথ্যা হউক, এটাই আমরা কামনা করি। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহ'লে বলব, এরা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু অথবা শত্রুদের দোসর। অতএব হে মুসলিম! তোমরা সাবধান হও! (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আসছে যাত্রীবাহী ড্রোন!

চীনের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মত যাত্রীবাহী ড্রোন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। '১৮৪' নামক একটি যাত্রীবাহী ড্রোনের প্রোটোটাইপটিকে বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী ড্রোন বলে জানিয়েছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইহাং। চীনের বার্ষিক প্রযুক্তি কনভেনশনে ইহাংয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হেলিকপ্টার সদৃশ এক আসনবিশিষ্ট ঐ ড্রোনে যাত্রী ওঠার পর গন্তব্য ঠিক করে দিতে হবে। উড্ডয়ন আর অবতরণ ড্রোনটির এ দু'টি কাজ দু'টি বাটন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবেন যাত্রী। বাকি সবই নিয়ন্ত্রণ করবে ড্রোনটির নিজস্ব সফটওয়্যার। এটি হেলিকপ্টারের মতো সোজাসুজি উড়বে আর অবতরণ করবে, এ কারণে এর কোন রানওয়ে প্রয়োজন হবে না। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬২ মাইল বেগে ছুটতে এবং ১১ হাযার ৪৮০ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠতে সক্ষম ড্রোনটি। লম্বায় ১৮ ফুট হ'লেও, এটি ভাঁজ করে পাঁচ ফুটের মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব। ফলে খুব সহজেই গাড়ি রাখার পার্কিং স্পটেই এটি রাখা যাবে। যে কোন সমস্যা নযরে আসামাত্র ড্রোনটি মাটিতে অবতরণ করবে। তাই গাড়ি চালানোর চেয়ে ড্রোনটি নিরাপদ হবে বলে আশা করছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ড্রোনগুলির দাম হবে দুই থেকে তিন লাখ ডলার।

চালক ছাড়াই চলবে গাড়ি

সড়ক দুর্ঘটনার জন্য সাধারণত চালকরাই দায়ী। তাই দুর্ঘটনা কমাতে চালকের পরিবর্তে অন্য একটি উপায় আবিষ্কার করেছে গুগল। প্রতিষ্ঠানটি এমন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম আবিষ্কার করেছে, যা মানুষের চেয়েও দক্ষভাবে গাড়ি গন্তব্যে নিয়ে যাবে এবং দুর্ঘটনাও কমাবে।

গুগলের নিজস্ব গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ চালিত গাড়ির চেয়ে ২৭ শতাংশ কম দুর্ঘটনার শিকার হয় গুগলের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত চালকবিহীন গাড়ি। গবেষণায় আরও দেখা যায়, প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত গাড়িটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ার পরও দুর্ঘটনা ঘটেনি। গতানুগতিক গাড়িগুলো প্রতি দশ লক্ষ মাইলে ৪.২টি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, সেখানে চালকবিহীন গাড়ি হয়েছে ৩.২টি'র। শুধু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নয়, আমেরিকার ব্যস্ততম শহরের রাস্তায়ও এ পরীক্ষা চালানো হয়। এই সাফল্য ইঙ্গিত বহন করছে যে, ভবিষ্যতের চালকবিহীন গাড়ির যুগ খুব দূরে নয়। মানুষ শুধু কমাণ্ড করবে আর চালকবিহীন গাড়ি তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

ভাঁজ করে রাখা যাবে যে টেলিভিশন

টেলিভিশন দেখা শেষ হওয়ার পর সেটা ভাঁজ করে বা গোল পাকিয়ে রেখে দিলেন এক পাশে। শুনতে কল্পকাহিনী মনে হ'লেও বাস্তবে এই প্রযুক্তি এখন নাগালের মধ্যেই। এরকম এক টেলিভিশন ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এলজি। তাদের তৈরি ১৮ ইঞ্চি সাইজের এই টেলিভিশনের ডিসপ্লে এইচডি মানের। তবে এখন ৫৫ ইঞ্চি সাইজের এরকম টেলিভিশন তৈরীর পরিকল্পনা করছে। এই স্ক্রীন হবে ফোর-কে মানের, অর্থাৎ এইচডি-র চেয়েও চারগুণ উন্নত। এলজি বলছে, ইচ্ছেমাফিক ডিসপ্লে তৈরীতে খুব কাজে লাগবে এই স্ক্রীন। বিশেষ করে যারা ঘরে বা দোকানে এর জন্য কোন জায়গা বরাদ্দ রাখতে চান না।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

রংপুর ১৫ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রংপুর শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থ 'কুরআন লার্নিং সেন্টার' মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক 'সুধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** লালমণিরহাটের সদ্যস্বাধীন ছিটমহল সমূহে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাত ৯-৩৮মিনিটে রংপুর পৌঁছে সরাসরি উক্ত সুধী সমাবেশে যোগদান করেন। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন,

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলন। এ আন্দোলন প্রচলিত অর্থে কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। প্রচলিত শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থী মতবাদ সমূহের বিপরীতে এ আন্দোলন সর্বদা মধ্যপন্থী আদর্শের অনুসারী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যিনিই সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবেন, তিনিই 'আহলেহাদীছ' হিসাবে অভিহিত হবেন। এটি তার বৈশিষ্ট্যগত নাম। এটিই হ'ল 'ফিরক্বা নাজিয়াহ'। এ পথেই রয়েছে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। তিনি সকলকে বিশেষ করে তরুণদেরকে চাকচিক্য সর্বস্ব শ্লোগান সমূহে বিভ্রান্ত না হয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আদনান, দিনাজপুরের পার্বতীপুর থানার বছিরবনিয়া শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফিয আল-আসাদ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কাযী আরমান হোসায়েন প্রমুখ।

সেমিনার শেষে আমীরে জামা'আত স্থানীয় হারাগাছ ক্লিনিকের মালিক ডাঃ শাহজাহানের আমন্ত্রণে তাঁর ধাপ মেডিকেল মোড়স্থ বাসায় যান এবং তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে তিনি সেন্ট্রাল রোডে কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সম্মুখস্থ আদনানদের বাসায় রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর উক্ত জামে মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করেন এবং ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত দরস প্রদান করেন। অতঃপর সকাল ৬-টা ৪০ মিনিটে সফরসঙ্গীদের নিয়ে লালমণিরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

ছিটমহলের শীতার্ত মানুষের পাশে আমীরে জামা'আত

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পাটগ্রাম, লালমণিরহাট ১৬ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল পৌনে ১১-টায় লালমণিরহাট যেলার পাটগ্রাম থানাধীন বুড়িমারী ইউনিয়নের মুহাম্মাদীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দুস্থ মানুষের নিকটে আমরা সাধ্যমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। সেই সাথে তাদেরকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন শান্তির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়েছি। তিনি সকলকে আল্লাহ্র বিধান মেনে দেশের সুনাগরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলা সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুব সংঘে'র নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, রংপুর যেলা সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আলতামাসুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের 'কর্মী' আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

এছাড়াও ছিলেন পাটগ্রাম থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম (৬১), শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মূসা আলী (৫০), অধ্যাপক রেযাউল করীম প্রধান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শীতবস্ত্র বিতরণ :

এখানে ১৩ নং ছিট খড়খড়িয়া, ১৪ নং ছিট লথামারী মুহাম্মাদীপাড়া, ১৫নং ছিট খাড়খড়িয়া রহমতপুর, ২০নং ছিট ডাঙ্গিরপাড়া লথামারী প্রভৃতি এলাকার শীতার্ত অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে উন্নত মানের 'কম্বল' সমূহ বিতরণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সাথীবৃন্দ। অতঃপর স্থানীয় দায়িত্বশীলদের নিকট 'সুয়েটার' সমূহ রেখে আসেন, যাতে তারা ১৩টি ছিটমহলের হকদার ভাই-বোনদের তালিকা করে তাদের হাতে সেগুলি দ্রুত পৌঁছে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে তিনি উফারমারা গ্রামের ১০৫ বছরের বৃদ্ধ বাবুর উদ্দীনকে ২০০০/= টাকা নগদ অনুদান প্রদান করেন এবং জানুয়ারী'১৬ থেকে ঐ পরিমাণ টাকা তাকে প্রতিমাসে অনুদান প্রদান করবেন বলে জানান। উল্লেখ্য যে, উক্ত বৃদ্ধ হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন। ১১ বছরের পুত্র আব্দুর রঊফ তাকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে। বৃদ্ধের স্ত্রী পাগলিনী এবং কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল মালেকের বয়স মাত্র ৯ বছর। আমীরে জামা'আত তাদেরকে অবশ্যই নিকটস্থ স্কুল বা মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। অতঃপর এই দুস্থ পরিবারকে সাহায্য করার জন্য তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাদের জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন। নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া দেন এবং এ সপ্তাহের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

জমি দান :

মুহাম্মাদীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব আসাদুয্যামান ও তার বড় ভাই যাফিয়ার রহমান (দুলাল) আমীরে

Contents

জামা'আতকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তার ধারে খোলামেলা স্থানে প্রায় ২ বিঘা জমির একটি প্লট দেখান। যেখানে তাঁরা একটি মসজিদ ও মাদরাসা করতে চান এবং এ ব্যাপারে আমীরে জামা'আতের সহযোগিতা কামনা করেন। আমীরে জামা'আত তাদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

দহগ্রাম রওয়ানা ও শীতবস্ত্র বিতরণ :

অতঃপর মুতাওয়াল্লীর বাড়ীতে দুপুরের আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে আমীরে জামা'আত দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর তিন বিঘা করিডোর অতিক্রম করে সরাসরি ৯ কি.মি. দূরে আঙ্গরপোতা সীমান্তে বিজিবি ফাঁড়ি পর্যন্ত চলে যান। ফেরার পথে বঙ্গেরবাড়ী স্কুল মাঠ পরিদর্শন করেন। যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিটমহল বিনিময় চুক্তি শেষে আগমন করেছিলেন। অতঃপর বিকাল ৩-২০ মিনিটে দহগ্রাম গুচ্ছগ্রামে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এই সময় তাঁর সাথে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ ছাড়াও ছিলেন পাটগ্রাম মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক জনাব রেযাউল করীম প্রধান ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

এখানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আপনারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করুন। কুরআন ও হাদীছ মেনে জীবন যাপন করুন। সবকিছুর বিনিময়ে পরকালীন পাথেয় হাছিলে সচেষ্ট থাকুন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবে *ইনশাআল্লাহ*।

মেহের আলীর সাথে পরিচয় :

এখানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১৪৫ বছরের বৃদ্ধ মেহের আলীর সাথে পরিচিত হন। ৮৭ বছর বয়সী তার ছোট ভাই বলেন, আমরা জন্মগতভাবেই 'আহলেহাদীছ'। আমীরে জামা'আত তাদেরকে ২০ কপি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বিতরণের জন্য উপহার দেন।

কুলাঘাট রওয়ানা :

দহগ্রাম থেকে বিকাল ৩-৫০ মিনিটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত লালমণিরহাট সদর থানার অন্তর্ভুক্ত কুলাঘাট ইউনিয়নের বাঁশপেচাই ও ভেতরকুটি ছিটমহলে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি ১৯৯৭ সালে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কাকিনার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা ও ক্বছর করেন। অতঃপর সন্ধ্যা ৭-টায় তিনি লালমণিরহাট শহরে পৌঁছেন। কিন্তু আমীরে জামা'আতের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে লালমণিরহাট পুলিশ প্রশাসন তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। ফলে তিনি রাত সাড়ে ৭-টায় লালমণিরহাট শহর থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ফেরৎ রওয়ানা হন।

ইতিপূর্বেই সেখানে বিতরণের জন্য কম্বল ও সোয়েটার সহ শীতবস্ত্র সমূহ পৌঁছানো হয়েছিল। ফলে তিনি লালমণিরহাট যেলা সংগঠনকে সেগুলি উপস্থিত হকদারগণের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন এবং সকলকে সালাম পাঠান। রাতেই বেশী অংশ বিতরণ করা হয়। পরদিন বাকী অংশ প্রদান করা হয়।

ফেরার পথে গোবিন্দগঞ্জ ও বগুড়ায় সফরসঙ্গী তিনজনকে নামিয়ে দেন এবং নওগাঁ হয়ে রাত ২-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছে যান। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

ছিটমহল সমূহে আহলেহাদীছের অবস্থান :

প্রায় সকল ছিটমহলেই অল্প বিস্তর 'আহলেহাদীছ' রয়েছেন। তবে উপরে বর্ণিত ১৩টি ছিটমহলে আহলেহাদীছের জামে মসজিদ সমূহ রয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, বুড়িমারী ইউনিয়নের উফারমারা গ্রামের ১০৫ বছরের বৃদ্ধ বাবুরুদ্দীন, পিতা : মৃত- বাহুই মুহাম্মাদ একজন জন্মগত 'আহলেহাদীছ'। একইভাবে দহগ্রাম ইউনিয়নের গুচ্ছ গ্রামের ১৪৫ বছরের বৃদ্ধ মেহের আলী একজন জন্মগত 'আহলেহাদীছ'। এতেই বুঝা যায় যে, ছিটমহলগুলোতে বহু পূর্ব থেকেই আহলেহাদীছের বসবাস রয়েছে।

আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সমূহ :

লালমণিরহাট যেলার পাটগ্রাম উপযেলাধীন ছিটমহল সমূহে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ-এর সংখ্যা মোট ১৩টি।

(১) বুড়িমারী ইউনিয়ন, ১৪নং কারীবাড়ী ছিটমহল, মুহাম্মাদী পাড়ায় ২টি। (২) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন, ১৮নং ছিটমহল, সালাফীপাড়ায় ১টি। (৩) উক্ত ইউনিয়নের ইসলামপুর ডাঙ্গিরপাড়া ২০নং লথামারী ছিটমহল, ১টি। (৪) পাটগ্রাম ইউনিয়ন, বেংকান্দা হানীফার বাড়ী ছিটমহল, ১টি। (৫) ঐ, মুছল্লিটারী ৩১নং ছিটমহল, ২টি। (৬) ঐ, বাংলাবাড়ী ছিটমহল, ১টি। (৭) কুচলিবাড়ী ইউনিয়ন, পানবাড়ী (পাবনা পাড়া), ১টি। (৮) দহগ্রাম ইউনিয়ন, গুচ্ছগ্রাম ছিটমহল, ১টি। (৯) ঐ, সরদার পাড়া ছিটমহল, ১টি।(১০) বাউরা ইউনিয়ন, চৌদ্দবাড়ী ছিটমহল, ১টি। (১১) জোংড়া ইউনিয়ন, সরকারের হাট ছিটমহল, ১টি।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও বিগত ৬৮ বছর এই ছিটমহলগুলি ভারতের আওতাধীন ছিল। চুরি-ডাকাতি ও অত্যাচার-নির্যাতন এদের নিত্য সঙ্গী ছিল। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পর বাংলাদেশের বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতকে দিয়ে দেওয়া হ'লেও তার বিনিময়ে ভারতের তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশকে দেওয়া হয়নি। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রথমে ১ঘণ্টা করে, পরে ৬ঘণ্টা করে করিডোর খুলে দেওয়া হ'ত। বর্তমান সরকারের আমলে গত ৩১শে জুলাই'১৫ শুক্রবার এক চুক্তি বলে ভারত এটি ২৪ঘণ্টা উন্মুক্ত করে দিতে সম্মত হয়। সেই সাথে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ১১১টি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতের ৫১টি ছিটমহলের অধিবাসীদেরকে ভারত বা বাংলাদেশের যেকোন একটির নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সাথে মুক্ত হয় ১৬২টি ছিটমহলের ৫২ হাযার বন্দী মানুষ। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকা বাংলাদেশের ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে ৫৯টি লালমণিরহাটে, ৩৬টি পঞ্চগড়ে, ১২টি কুড়িগ্রামে ও ৪টি নীলফামারীতে। যেগুলির অবস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহারে ৪৭টি এবং জলপাইগুড়িতে ৪টি। যেখানকার মোট জনসংখ্যা ৪৪ হাযার।

তাবলীগী সভা

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলার দামুড়হুদা দশমী গোরস্থান সংলগ্ন জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক

Contents

অধ্যাপক দুররুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয কামারুয্যামান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রোকনুদ্দীন।

ফতেহপুর, ঝিকরগাছা, যশোর ৫ই জানুয়ারী : অদ্য বাদ মাগরিব যশোর যেলার ঝিকরগাছা থানাধীন ফতেহপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিকরগাছা উপযেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুনীরুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ ও 'আন্দোলন'-এর সুধী মাস্টার মহব্বতুল্লাহ প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স :

জুনিয়র দাখিল পরীক্ষা (জেডিসি) : ২০১৫ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৬৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৩৫ জনের মধ্যে ২৬ জন জিপি ৫ (A+) ও ৯ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বালিকা শাখা থেকে ৩২ জনের মধ্যে ৮ জন জিপিএ ৫ (A+) ও ২৪ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাদের মধ্যে ১৩ ছাত্র গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে।

ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা : ২০১৫ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বালক ও বালিকা শাখা মিলে ৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবারও শতভাগ পাস করে। তন্মধ্যে বালক শাখার ৫৭ জনের মধ্যে ১৯ জন জিপিএ ৫ (A+), ৩২ জন জিপিএ ৪ (A) ও ৬ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অত্র মাদরাসার বালিকা শাখা থেকে ২৭ জনের মধ্যে ৫ জন জিপিএ ৫ (A+), ২০ জন জিপিএ ৪ (A) ও ২ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৫ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ১৮ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৯ জন জিপিএ ৪ (A), ৫ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং ২ জন জিপিএ ৩.০০ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ৩৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১২ জন জিপিএ ৪ (A), ১২ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-), ৩ জন জিপিএ ৩.০০ (B) এবং ৬ জন জিপিএ ২.০০ (C) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার শতভাগ।

(৩) আল-মারকাযুল ইসলামী ও ইয়াতীমখানা, কালদিয়া, বাগেরহাট :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৫ সালের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১ জন জিপিএ ৩.৫০ (A-) এবং দুই জন জিপিএ ৩.০০ (B) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(৪) মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ, সাবগ্রাম, বগুড়া :

অত্র মাদরাসা থেকে ২০১৫ সালের জুনিয়র দাখিল পরীক্ষায় ৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ২ জন গোল্ডেন জিপিএ ৫ (A+) এবং ৪ জন জিপিএ ৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

একই বছরের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ২৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ জন জিপিএ-৫ (A+) এবং ১৯ জন জিপিএ-৪ (A) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

(১) মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আপন ছোট ভগ্নিপতি, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল মাদ্রাসার সাবেক হিসাবরক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সমবায় কর্মকর্তা মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান (৭২) গত ২৮শে ডিসেম্বর সোমবার আনুমানিক বিকাল ৫-টায় খুলনায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লিফট দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে যান। পরের দিন মঙ্গলবার দুপুর ২-টায় সাতক্ষীরা যেলা শহরের কাটিয়া সরকারপাড়ায় নিজ বাড়ী সংলগ্ন মাঠে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উক্ত জানাযায় আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা যেলার বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ছাড়াও সাবেক মন্ত্রী ডাঃ আফতাবুজ্জামান, প্রবীণ আইনজীবী এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি শেখ আযহার হোসেন, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম. ক্বামারুয্যামান, দফতর সম্পাদক শেখ ফরীদ আহমাদ ময়না সহ অগণিত মুছল্লী অংশ গ্রহণ করেন।

(২) খ্যাতনামা বাগ্মী ও মুনাযির খুলনার মাওলানা আব্দুর রঊফ (৭৩) গত ৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ভোর ৪-টায় খুলনার খালিশপুরস্থ নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ২ স্ত্রী ও ৪ পুত্র সন্তান রেখে যান। ঐদিন বিকাল ৪-৪০মিনিটে খালিশপুর স্যাটেলাইট স্কুল ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর তাকে গোয়ালখালী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে ৩১শে ডিসেম্বর'১৫ বৃহস্পতিবার মুহতারাম আমীরে জামা'আত এম-৪৮ খালিশপুর হাউজিং এস্টেট-এর বাসায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আসেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং ভাগিনা ছদরুল আনাম।

ভোরে মৃত্যু সংবাদ শুনে আমীরে জামা'আত প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম ও রাবি শাখা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীরকে সাথে নিয়ে মারকায থেকে রওয়ানা হন। অতঃপর সকাল ৬.৫০-এর ট্রেন ধরে দুপুর দেড়টায় খুলনা পৌঁছেন। সেখানে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির,

Contents

খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মুয্যাম্মিল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শু'আইব প্রমুখ দায়িত্বশীলবৃন্দ। সেখান থেকে মাইক্রো যোগে তিনি কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূনুর রশীদ-এর খালিশপুরস্থ বাসভবনে গমন করেন। এখানে যোহর ও আছর ছালাতান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন।

জানাযায় অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা আলতাফ হোসায়েন ও কাযী হারূনুর রশীদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শু'আইবসহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য কাযী সেকান্দার আলী ডালিম সহ স্থানীয় মসজিদসমূহের ইমাম ও মুছল্লীবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। যেলা সভাপতি আব্দুল মান্নান সহ সাতক্ষীরা থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীগণ একটি রিজার্ভ বাস যোগে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী বাগেরহাট যেলা সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন ও সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী এবং যশোর যেলা সেক্রেটারী অধ্যাপক আকবর হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক জনাব আব্দুল আযীয সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দ জানাযায় যোগদান করেন। এছাড়াও ছিলেন খুলনার মাওলানা আযীযুর রহমান ছিদ্দীকী, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, তেরখাদার মাওলানা সেকেলুদ্দীন ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

মাওলানা আব্দুর রঊফ পিরোজপুর যেলার নাযীরপুর থানাধীন চৌঠাইমহল গ্রামে আনুমানিক ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপালগঞ্জ যেলার টুঙ্গিপাড়া থানাধীন গওহরডাঙ্গা শামসুল উলূম মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ পাশ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল আযীয ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল। অতঃপর তিনি পাকিস্তানের করাচীতে লেখাপড়া করেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও প্রতিবেশী নতুন আহলেহাদীছ কাযী হারূনুর রশীদের ভাষ্য মতে, বিগত ১৯৮২ সালের মাঝামাঝিতে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি 'আহলেহাদীছ' হন।

কর্মজীবন :

তিনি বলেন, খালিশপুর পিপলস্ জুট মিল হাইস্কুলে মৌলবী শিক্ষক হিসাবে মাওলানার কর্মজীবন শুরু হয়। পাশাপাশি বর্তমান বাস ভবনের নিবটবর্তী ভাড়া ঘরে 'ডন হোমিও ডিসপেনসারি' নামে হোমিও ডাক্তারী শুরু করেন। এসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর 'রুকন' ও মুফাসসিরে কুরআন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমিটির সদস্য ছিলেন। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেরা তাঁর নিকটে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল জানতে চাইলে তিনি আহলেহাদীছের ছালাতকে সঠিক বলে মন্তব্য করেন। এতে বহু ছাত্র ও তরুণ আহলেহাদীছ হ'তে থাকে। তখন 'খুলনা ইমাম পরিষদে'র বৈঠকে 'এদেরকে যেখানে পাও, ধরে ধরে পিটাও' বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়। একথা তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন, এখন থেকে আমিও প্রকাশ্যে আহলেহাদীছ তরীকায় ছালাত আদায় করব। সাথে সাথে হার্ডবোর্ড জুট মিল মসজিদের ইমাম হাফেয ক্বারী সিরাজুল ইসলাম বললেন, এখন থেকে তোমরা আমার মসজিদে ছালাত আদায় করবে। তিনি গোপনে আহলেহাদীছের সমর্থক ছিলেন। এরপর থেকে খালিশপুরে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দাওয়াত জোরদার হ'তে থাকে। মাসঊদ বিন ইসহাক সহ আমরা মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সমর্থনে জোরালো ভূমিকা রাখি।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বাসার নিকটস্থ এলাকায় জমি কিনে দেন। যা ১৯.১২.১৯৮৭ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি হয়। এর মাস ছয়েক পরে তিনি উক্ত জমিতে একটি পাকা 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' করে দেন। যা আজও রয়েছে। বর্তমানে সেটি দো'তলা হয়েছে। ২০০০ সালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে মাওলানা বাকরুদ্ধ অবস্থায় আমৃত্যু শয্যাশায়ী ছিলেন।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম, রিয়াদ, সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর -এর মাতা রাযিয়া বেগম (৯০) গত ১৬ জানুয়ারী'১৬ শনিবার সকাল পৌনে ১০-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। একই দিন বেলা সাড়ে ১১-টায় ঢাকার বনশ্রীতে তার প্রথম জানাযা এবং কুমিল্লা যেলার দাউদকান্দি থানার নিজ গ্রাম দৌলতপুরে বিকাল ৫-টায় ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

অধ্যাপক ইয়াকূব আলী ও প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমানের শয্যাপার্শ্বে আমীরে জামা'আত

মাওলানা আব্দুর রঊফের জানাযা থেকে ফিরে আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে কাযী হারূনের বাসায় এসে ইফতার করেন। অতঃপর রাতের খাবার শেষে তিনি প্রথমে দৌলতপুর বি.এল. সরকারী কলেজের রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সাবেক ডেমোনেস্ট্রেটর ও বর্তমানে দীর্ঘ দিন যাবৎ শয্যাশায়ী জনাব ইয়াকূব আলীকে দেখার জন্য দৌলতপুরের পাবলায় তাঁর বাসায় গমন করেন। তিনি তার সাথে কুশল বিনিময় করেন ও তার জন্য দো'আ করেন। সেখান থেকে বের হয়ে আমীরে জামা'আত একই কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সাবেক প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমানের আড়ংঘাটার বাসায় যান। এখানেও তিনি তার সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন ও দো'আ করেন।

এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূনুর রশীদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

সেখান থেকে বের হয়ে তিনি দৌলতপুর রেলস্টেশনে পৌঁছেন। অতঃপর রাত পৌনে ৮-টায় ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে রাত ১২-২০ মিনিটে ঈশ্বরদী পৌঁছেন। অতঃপর সেখান থেকে মাইক্রোযোগে রাত ২-২৫ মিনিটে রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : মাইয়েতকে গোসল দানকারী ব্যক্তির জন্য গোসল করা আবশ্যক কি? এছাড়া লাশের খাটিয়া বহন করলে ওযূ করতে হবে কি?

-মামূন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মাইয়েতকে গোসল করিয়ে নিজে গোসল করা এবং লাশ বহন করার পর ওযূ করা উত্তম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাইয়েতকে গোসল করাবে সে যেন নিজে গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে যেন ওযূ করে' *(আবুদাউদ হা/৩১৬১; ইরওয়া হা/১৪৪, সনদ ছহীহ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, মৃতকে গোসল করানোর পর আমাদের কেউ কেউ গোসল করত, আবার কেউ করত না *(দারাকুৎনী হা/১৮৪২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ৫৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। অতএব সম্ভব হ'লে উক্ত গোসল করা উত্তম, তবে ছেড়ে দিলে কোন গোনাহ নেই *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/২৫৪, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৩১৭-১৮)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : কচ্ছপ ও ব্যাঙ খাওয়া যাবে কি? কেউ খেয়ে ফেললে তার জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল কুদ্দূস, পারিলা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : রুচি হ'লে কচ্ছপ খেতে পারে। কারণ কচ্ছপ জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*। আয়াতটির ব্যাখ্যায় হাসান বছরী বলেন, কচ্ছপে কোন দোষ নেই *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ২/৮৫৪ পৃঃ)*। তবে ব্যাঙ খাওয়া বৈধ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছুরাদ পাখি, ব্যাঙ, পিঁপীলিকা ও হুদহুদ পাখি মারতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৫২৬৭, ইবনু মাজাহ হা/৩২২৩; মিশকাত হা/৪১৪৫)*। কেউ খেয়ে ফেললে তওবা করবে।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : জনশ্রুতি আছে যে, রাতে কারো কারো স্বপ্নের মধ্যে খাৎনা হয়ে যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-মকবূল হোসাইন, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : এরূপ হ'তে পারে। স্বপ্নে কারো পুরোপুরি খাৎনা হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর খাৎনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি তা সম্পূর্ণরূপে না হয়ে থাকে, তাহ'লে পুনরায় সুন্দরভাবে খাৎনা করা উচিত। কারণ এটি সুন্নাত এবং এর মধ্যে রয়েছে শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য অশেষ মঙ্গল।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কি? কবরের আযাব অস্বীকারকারীর পরিণতি কি?

-হাসান, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা।

উত্তর : হ্যাঁ প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন, (১) আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহজীবনে ও পরজীবনে *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে কবরের আযাব বিষয়ে। যখন তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলবে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মাদ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫)*। (২) 'অবশেষে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর আগুনকে তাদের সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও' *(গাফের ৪০/৪৫-৪৬)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাতের নিকট অত্র আয়াতই আলামে বারযাখে কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার মৌলিক ভিত্তি *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা গাফের/মুমিন ৪৬ আয়াত)*। (৩) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' *(তওবা ৯/১০১)*। হাসান বছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, দু'বার শাস্তি অর্থ রোগ-শোক ও বিপদাপদের মাধ্যমে প্রথমবার দুনিয়াবী শাস্তি এবং দ্বিতীয়বার কবর আযাবের শাস্তি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; দ্রঃ বুখারী 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫)*। কবরের শাস্তির ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্নে জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবরের আযাব সত্য' *(বুখারী হা/১৩৭২; ছহীহাহ হা/১৩৭৭)*। এছাড়া বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

মোদ্দাকথা কবরের আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ আদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। যে বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের অবকাশ নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

কবরের আযাব গায়েবী বিষয়। আর গায়েবের উপর ঈমান আনতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুমিন নয় *(বাক্বারাহ ২/২)*। কেননা এর মাধ্যমে সে ঈমানের ছয়টি রুকনের একটিকে তথা আখেরাত বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : মুখের দুই চোয়ালের লোম কি দাড়ির অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুল হামীদ, নওগাঁ।

উত্তর : لحية বা দাড়ি বলতে ঐ সমস্ত লোমকে বুঝায়, যা পুরুষের দুই চোয়াল বা গাল ও থুতনীতে গজায় (شعر الخدين والذقن) *(ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব ১৫/২৪৩; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অতএব দুই চোয়াল ও থুতনীতে গজানো লোম কাটা বা ছাটা যাবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৫, প্রশ্ন নং ৫৫)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : 'তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়' কথাটির সত্যতা আছে কি? থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে?

-সাইফুল ইসলাম, বিনোদপুর, বাঘা, রাজশাহী।

Contents

উত্তর : তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়- কথাটি সত্য। সে তিনটি ক্ষেত্র হ'ল- দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার জন্য, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে, (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নিকট *(আবুদাঊদ হা/৪৯২১; তিরমিযী হা/১৯৩৭; মিশকাত হা/৫০৩১, ৫০৩৩; ছহীহাহ হা/৫৪৫)*। এছাড়া কল্যাণকর কাজের স্বার্থে সাময়িকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমন মুশরিকরা তাদের উৎসবে শরীক হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-কে দাওয়াত দিলে তিনি না যাওয়ার জন্য বলেন, 'আমি অসুস্থ' *(ছাফফাত ৮৯)*। মূর্তি ভাঙ্গার পরে তিনি বড় মূর্তিকে দোষারোপ করে বলেছিলেন, 'বড়টাই তো একাজ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ৬৩)*। ইউসুফ (আঃ) ভাইদের রসদপত্রের মধ্যে ওযনের পাত্র লুকিয়ে রেখে ঘোষককে দিয়ে বলেছিলেন, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর' *(ইউসুফ ৭০)*। উল্লেখ্য, এগুলো প্রকৃত অর্থে মিথ্যা নয়, বরং 'তাওরিয়াহ'। যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : জুম'আর খুৎবা প্রদানের সময় লাঠি নেওয়া কি যরূরী? দলীলসহ জানতে চাই।

-যুলফিক্বার জামীল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন খুৎবায় বা বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নিয়ে বক্তব্য দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলফী বলেন, 'আমি সপ্তম অথবা অষ্টম দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন।... আমরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। অবশেষে আমরা একদিন তাঁর সাথে জুম'আর ছালাতে যোগ দিলাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি যা আদেশ করছি তোমরা তা পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নও। কাজেই মধ্যম পথ অবলম্বন কর এবং মানুষকে সুসংবাদ দাও' *(আবুদাঊদ, হা/১০৯৬, সনদ হাসান; ইরওয়া ৩/৭৮ পৃঃ, হা/৬১৬)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন' *(মুসনাদে আব্দুর রাযযাক হা/৫২৪৬; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

কোন কোন বিদ্বান মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃঃ)*। কিন্তু তার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন সাধারণ আলোচনার সময় মসজিদে মিম্বরে বসে লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। এটি প্রমাণ করে যে, মিম্বরে বসা অবস্থাতেও তার হাতে লাঠি ছিল। এছাড়া ছাহাবীগণের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হিশাম বিন ওরওয়া বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর হাতে লাঠি ছিল' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৬৫৯)*।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু জুম'আ নয়, বরং যেকোন খুৎবা বা বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন' বলে সমাজে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : কবরের উপর আরসিসি কলাম করে দোতলায় মসজিদ নির্মাণ করে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ডা. এস. এম. মামূন
রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা।

উত্তর : এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কবরের উপর নির্মিত মসজিদের নীচ তলায় যেমন ছালাত জায়েয নয়, তেমনি দোতলায়ও জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ও কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। অন্য বর্ণনায় তিনি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের লা'নত করেছেন *(বুখারী হা/৪২৭, ১৩৩০)*। এরূপ মসজিদ থাকলে মসজিদ সরিয়ে নিতে হবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৩৭-৩৩৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪১৮-৪২১)*।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : মানুষকে মাটি না পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এছাড়া অন্যান্য পশু-পাখি কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

-ছাকিব, ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পানি বিন্দুর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৫৯; নিসা ৪/১)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। একইভাবে অন্যান্য পশু-পাখি সৃষ্টিরও মূল উপাদান হ'ল পানি। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে চলে.. *(নূর ২৪/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম *(আম্বিয়া ২১/৩০; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, পৃঃ ৩৭৭)*।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : কাদিয়ানীদের পরিচয় ও তাদের আক্বীদাসমূহ জানতে চাই।

-যাকির হোসাইন, ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। চৌদ্দশ' হিজরীর প্রথম দিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫-১৯০৮) মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে *(পৃঃ ১১৮-২২)*। গোলাম আহমাদ প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী দাবী করে। এরপর নিজেকে ঈসা ইবনু মারইয়াম এবং সবশেষে নিজেকে 'নবী' বলে দাবী করে। এমনকি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে *(পৃঃ ১০৮)*।

নিম্নে তাদের কিছু আক্বীদা উল্লেখ করা হ'ল : (১) তারা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ ছালাত আদায় করেন, ছওম পালন করেন, ঘুমান, জাগ্রত থাকেন, লিখেন, সঠিক করেন, ভুল করেন, স্ত্রীর সাথে মিলিত হন ইত্যাদি *(পৃঃ ৯৭)*। (২)

Contents

তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না *(পৃঃ ১০২)*। (৩) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *(পৃঃ ১০৩, ১০৮)*। (৪) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদের নিকট জিবরীল (আঃ) অহী নিয়ে আগমন করতেন *(পৃঃ ১০৬)*। (৫) যারা গোলাম আহমাদকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তারা 'কাফির' আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে *(পৃঃ ১২২)*। (৬) তারা মুসলিমদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে জায়েয মনে করে না এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহ-শাদী হারাম মনে করে ও তাদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন নিষিদ্ধ বলে' *(পৃঃ ৩৪, ৩৬-৩৭)*। (৭) বৃটিশ প্রভুদের খুশী করার জন্য গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বায়'আত নামায় বলেন, যে ব্যক্তি ইংরেজ হুকুমতের আনুগত্য করে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(পৃঃ ১২১-২২)*। ইংরেজরা সবচেয়ে ভয় পায় মুসলমানদের জিহাদী জাযবাকে। তাই তিনি লেখেন, তোমরা এখন থেকে জিহাদের চিন্তা বাদ দাও। কেননা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ হারাম হয়ে গেছে। এখন ইমাম ও মসীহ এসে গেছেন এবং আসমান থেকে আল্লাহ্র নূর অবতরণ করেছেন। অতএব কোন জিহাদ নেই। সুতরাং যারা এখন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে, তারা আল্লাহ্র শত্রু' *(পৃঃ ১১৯)*। (৮) তাঁর লিখিত বই 'আল-কিতাবুল মুবীন'-কে তারা কুরআনের ন্যায় মনে করে, যা বিশ পারায় সমাপ্ত এবং এর বিরোধী সবকিছুকে তারা বাতিল গণ্য করে *(পৃঃ ১০৮, ১১৭)*। (৯) তারা কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে এবং ঐ শহরের মাটিকে তারা 'হারাম শরীফ' বলে *(পৃঃ ১১১-১২)*। (১০) তারা তাদের দ্বীনকে পৃথক ও নতুন পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করে। গোলাম আহমদের সাথীদেরকে 'ছাহাবা' এবং তার অনুসারীদের নতুন 'উম্মত' বলে *(পৃঃ ১১০)*। (১১) কাদিয়ানে তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে 'হজ্জ' মনে করে *(১১৬)*। এছাড়াও তাদের বহু নিকৃষ্ট আক্বীদা রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যাহীর, আল-ক্বাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ও তাহলীল (রিয়াদ : ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ৯৪-১২৩; ১৫৪-৫৯)*।

গোলাম আহমাদের শেষ পরিণতি : অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল অফা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (রহঃ) অনেকগুলি মুনাযারায় তাকে পরাজিত করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ্র আগুনঝরা বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীতে অতিষ্ঠ হয়ে গোলাম আহমাদ ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাওলানা ছানাউল্লাহকে 'মুবাহালা' করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তাকে যেন আল্লাহ সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যু দান করেন'। আল্লাহ মিথ্যুকের দো'আ কবুল করেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৩ মাস ১০ দিন পর ১৯০৮ সালের ২৬ মে কঠিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নাক-মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া অবস্থায় এই ভণ্ডনবী ন্যক্কারজনকভাবে লাহোরে নিজ কক্ষের টয়লেটে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ মুবাহালা গ্রহণকারী সত্যসেবী আহলেহাদীছ নেতা আল্লামা ছানাউল্লাহ আমৃতসরী মৃত্যুবরণ করেন মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

প্রশ্ন (১১/১৭১) : মুসলিম হা/১৪৮০-এর বর্ণনায় অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ)-কে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তার দরিদ্রতার কারণে বিবাহ দেননি। অন্যদিকে তিরমিযী হা/১০৮৪-তে পরহেযগারিতা ও চরিত্র দেখে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষণে উভয় হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কি হবে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : প্রস্তাব দানকারী তিনজন ছাহাবী মু'আবিয়া, আবু জাহম ও ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) সকলেই পরহেযগারিতা ও চারিত্রিক দিক থেকে উত্তম ছিলেন। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য দিক সমূহ বিবেচনা করে ওসামা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ে ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে বয়সে অনেক ছোট বলে রাসূল (ছাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে আলী (রাঃ) প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করেন *(নাসাঈ হা/৩২২১; মিশকাত হা/৬০৯৫, সনদ ছহীহ)*।

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও সৌন্দর্যের উপর পরহেযগারিতাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। কিন্তু বাকী তিনটির দিকে লক্ষ্য রাখতে নিষেধ করেননি। অতএব বিবাহের ক্ষেত্রে পরহেযগারিতা ছাড়াও অন্যান্য দিক বিবেচনা করায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি? তাদের জন্য এ টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আবুল বাশার, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : পিতা-মাতার ন্যায় শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ব্যয়ভার বহন করা জামাইয়ের জন্য আবশ্যিক নয়। তবে হকদার হ'লে জামাই তাদেরকে যাকাতের টাকা দিতে পারবে এবং তাদের জন্য এ টাকা গ্রহণ করাও জায়েয হবে *(বুখারী হা/১৪৬২; ইরওয়া হা/৮৭৮; ফাৎহুল বারী ৩/৩২৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৬২)*। বরং এধরনের নিকটাত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে *(তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; মিশকাত হা/১৯৩৯)*।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : জামা'আতে ছালাতরত অবস্থায় শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার উপায় কি?

-শাহরিয়ার আব্দুল্লাহ, শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তর : 'আ'উযুবিল্লা-হ' বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। ওছমান ইবনু আবিল 'আছ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার ছালাত এবং ক্বিরাআতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'এটা একটা শয়তান যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন এর খটকা অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ 'আ'উযুবিল্লা-হ' পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী বলেন 'আমি এ আমল করাতে আল্লাহ আমার হ'তে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭ 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, থুক মারা অর্থ থুথু ফেলা নয়।

Contents

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : জনৈক ব্যক্তি সূদের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে সে তওবা করেছে। কিন্তু সে উক্ত সূদের টাকার উপরেই জীবিকা নির্বাহ করছে। এমতাবস্থায় তার রূযী কি হালাল হবে?

-আব্দুল্লাহিল বাকী, রাজশাহী।

উত্তর : মূল সম্পদ রেখে দিয়ে সূদের মাধ্যমে অর্জিত ও জমাকৃত সম্পদ সাধ্যমত হিসাব করে পৃথক করতে হবে এবং নেকীর প্রত্যাশা ব্যতীত তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৩৫৬, ছহীহুত তারগীব হা/৮৮০)*। অনিচ্ছাকৃত কমবেশীতে দোষ নেই। কারণ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। অতঃপর অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এতেই রূযী হালাল হবে এবং তাতে আল্লাহ বরকত দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : ফজরের আযানের পূর্বে মানুষকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য মসজিদের মাইকে কুরআন তেলাওয়াত, দো'আ বা ইসলামী গান গাওয়া যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : ফজরের আযানের পূর্বে আযান ব্যতীত সকল প্রকার গান, তেলাওয়াত ও যিকির সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী কাজ *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ, ৪০৭ পৃঃ)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানোর নামে অন্য যেসব কাজ করা হয়, সবই বিদ'আত *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/১০৪)*। ইবনুল জাওযীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন *(তালবীসু ইবলীস ১/১২৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাত রাসূল (ছাঃ) ৭৬, ৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : কবরে গিয়ে পিতার জন্য দো'আ করার পদ্ধতি কি? সেখানে গিয়ে নিজের জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-গিয়াছুদ্দীন আহমাদ, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কবরস্থানে দাঁড়িয়ে পিতা-মাতা ও অন্যান্য কবরবাসীদের জন্য দো'আ করবে। এসময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে *(মুসলিম হা/৯৭৪; নাসাঈ হা/২০৩৭; ছহীহাহ হা/১৭৭৪)*। তবে সেখানে স্রেফ দো'আ ব্যতীত ছালাত, তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছু করা জায়েয নয়। এছাড়া জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। আর সেখানে নিজের জন্য দো'আ করায় কোন বাধা নেই। কারণ কবরস্থানে গিয়ে দো'আ করলে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ হয় *(মুসলিম হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৩)*।

এক্ষণে কবরস্থানে পঠিতব্য দো'আ নিম্নরূপ :

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

(আস্সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা)। অর্থাৎ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' *(মুসলিম হা/২২৫৬; মিশকাত হা/১৭৬৭)*। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ- *(নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা')* 'আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি' *(মুসলিম হা/২২৫৭)*। অন্য বর্ণনায় আরও অতিরিক্ত এসেছে, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ *(আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম)* অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৬; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৩-৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : যিনি আযান দিবেন তার জন্য ইক্বামত দেওয়া যরূরী কি? অন্য কেউ ইক্বামত দিতে গেলে আযান দাতার অনুমতি লাগবে কি?

-যুবায়ের ইসলাম, ছয়ঘরিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আযান দাতার জন্য ইক্বামত দেওয়া যরূরী নয়। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১৯৯; মিশকাত হা/৬৪৮; যঈফাহ হা/৩৫)*। অতএব শৃংখলাগত কোন সমস্যা না থাকলে যে কেউ ইক্বামত দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত মুওয়াযযিনের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : জনৈক বক্তা বলেন, ওযর ব্যতীত হজ্জ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি ইহুদী বা খ্রিষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। একথা কোন সত্যতা আছে কি?

-সাইফুদ্দীন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : একথা ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা ধমকি দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুত হজ্জ সম্পাদনের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৮১২; মিশকাত হা/২৫৩৫; যঈফ তারগীব হা/৭৫৪)*। তবে একই মর্মে ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সনদে বর্ণিত আছারটিকে ইবনু কাছীর (রহঃ) ছহীহ বলেছেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪৬৭০; ইবনু কাছীর তাফসীর আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*। এর দ্বারা সামর্থ্যবান ব্যক্তির দ্রুত হজ্জ করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এর কারণে সে পুরোপুরি ইহুদী বা খ্রিষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। ত্বীবী বলেন, এর মাধ্যমে কঠোর ধমকি দেওয়া হয়েছে *(মিরক্বাত হা/২৫২১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। ইবনু হাজারসহ অন্যান্য বিদ্বানগণও একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তবে হজ্জের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তা থেকে বিরত থাকলে সে কাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : জামা'আতের সাথে ছালাতরত অবস্থায় মুক্তাদীগণকে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে হবে কি?

-শহীদুর রহমান শহীদ, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম-মুক্তাদী উভয়েই *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* ও *'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ...'* বলবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে

Contents

আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারে *(বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত ৩/১৮৯ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*। একদল ওলামায়ে কেরাম কেবল মুক্তাদীর জন্য 'রব্বানা...হামদ' বলার ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও উভয়ের জন্য দু'টি বাক্য বলার বিষয়টিই ছহীহ হাদীছের অধিক নিকটবর্তী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১৩৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : বাড়ী করার জন্য ব্যাংকে নিয়মিত টাকা জমা করি। প্রতি বছর জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-সৌরভ হাসান, কোতওয়ালী, রংপুর।

উত্তর : জমাকৃত টাকা বছর শেষে নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১-৩২)*। স্মর্তব্য যে, উক্ত জমাকৃত টাকার সূদ ভোগ না করে নেকীর উদ্দেশ্য ব্যতীত দান করে দিতে হবে এবং যাকাতের নির্ধারিত অংশ সূদ থেকে নয় বরং মূলধন থেকেই পরিশোধ করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : ১৯৭১ সালে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মসজিদের ভিতরে পৃথক রংয়ের খুঁটি তৈরী করা এবং তাদের জন্য নিয়মিতভাবে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যাবে কি?

-তাহসীন আল-মাহী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : মসজিদে হৌক বা বাইরে হৌক এরূপ করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ। আর মৃতের স্মরণে কুরআন পাঠ করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। সুতরাং এরূপ আমল সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে বা যে কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/৪৩)*। কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : শোনা যায় যে, দাঊদ (আঃ) যখন যবূর তেলাওয়াত করতেন, তখন মাছ তাঁর তেলাওয়াত শ্রবণের জন্য সমুদ্রের কিনারায় চলে আসত। এ কথার কোন সত্যতা আছে কি?

-মেহেদী হাসান
ছাতিয়ানতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : 'মাছ সমুদ্রের কিনারায় চলে আসত'- একথা সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে জিন, মানুষ, পাখি, চতুষ্পদ জন্তু সমূহ দাউদ (আঃ)-এর তেলাওয়াত শুনার জন্য একত্রিত হ'ত বলে সূত্রবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে *(কাশফুল বায়ান ৩/৪১৬; তাফসীরুল কাবীর ২৬/৩৭৬)*। যা গ্রহণযোগ্য নয়। ছহীহ হাদীছ থেকে কেবল এটুকুই প্রমাণিত যে, দাউদ (আঃ)-কে সুন্দর কণ্ঠ দান করা হয়েছিল *(বুখারী হা/৫০৪৮; মুসলিম হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৬১৯৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ হিসাবে বর্ণিত 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই' দো'আটি কি ছহীহ?

-আব্দুল মান্নান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাউদ হা/৫০৯৬)*। আলবানী (রহঃ) প্রথমে এ হাদীছটিকে ছহীহ বললেও *(ছহীহাহ হা/২২৫, ছহীহুল জামে' হা/৮৩৯)* পরবর্তীতে তাঁর নিকটে স্পষ্ট হয় যে, হাদীছটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে শুরাইহ বিন ওবায়েদ ও আবু মালেক আশ'আরীর মধ্যে ইনক্বিতা' রয়েছে। সেকারণ পরবর্তীতে তিনি হাদীছটি যঈফ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন *(তারাজু'আতে আলবানী হা/২১; যঈফাহ হা/৫৮৩২)*। অতএব কেবল 'বিসমিল্লাহ' বলে বাড়িতে প্রবেশ করবে এবং সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১; ইমাম নববী, আল-আযকার ১/২৩)*। আর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' (তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪২)*।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলনের শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, আল-বারাকা জুয়েলার্স, রাজশাহী।

উত্তর : কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলন শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এভাবে দো'আ করা বিদ'আত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩২-৩৩ পৃঃ)*। বরং এসময় মজলিস ভঙ্গের শরী'আত নির্দেশিত দো'আটি পাঠ করবে *(তিরমিযী হা/৩৪৩৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩০০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : সাদা কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি? অন্য কোন রং বা প্রিন্টযুক্ত কাপড় দ্বারা কাফন পরানো যাবে কি?

-মাহদী হাসান, ছাতিয়ানতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি পূত-পবিত্র। আর এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও' *(তিরমিযী হা/২৮১০; মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোষাক হ'ল সাদা পোষাক। এই পোষাকে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাবে এবং নিজেরাও তা পরবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৭২; মিশকাত হা/১৬৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল' *(বুখারী হা/১২৬৪; মুসলিম হা/৯৪১)*। অতএব মাইয়েতকে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরাতে হবে। তবে বাধ্যগত কারণে অন্য রংয়ের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো যায় *(মুসলিম, শরহ নববী ৭/৮, হা/৯৪১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। আর কাপড় না পেলে বা কাপড়ে কমতি হ'লে অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। যেমন হামযা ও মুছ'আব (রাঃ)-এর দাফনকালে কাফনের কাপড়ে কমতি হ'লে রাসূল (ছাঃ) তার পায়ের দিকটা ইযখির ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে বলেছিলেন *(বুখারী হা/৬৪৪৮; আহমাদ হা/২৭২৬২, মিশকাত হা/১৬১৫)*।

Contents

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : টিভিতে কার্টুন ছবি দেখা যাবে কি?

-আব্দুল মাজেদ, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এটি কার্টুনের ধরনের উপর নির্ভর করবে। কার্টুনে কোন অশ্লীলতা এবং ইসলাম ও আক্বীদা বিরোধী কোন কথা ও কাজ না থাকলে তা দেখা যেতে পারে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৮০, ১২/২৭৯)*। তবে শিশুদেরকে টিভিতে কার্টুন দেখানোর মত অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। বরং শিশুদের এমন কিছু দেখাতে ও শেখাতে হবে, যা তাদের পরবর্তী জীবনে কল্যাণকর হয়' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওলূদ পৃঃ ২৪০)*।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : আমাদের দেশে প্রচলিত অমুসলিমদের তৈরী বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-ছালাহুদ্দীন তুহীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : হারামের মিশ্রণ থাকলে নাজায়েয। তবে সাধারণভাবে জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের উপহার গ্রহণ করেছেন, তাদের হাদিয়া খেয়েছেন এবং তাদের সাথে ব্যবসা করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, ২৩৬৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে মুসলমানদের তৈরী পণ্য পেলে তা ব্যবহার করাই উত্তম। এর মাধ্যমে একদিকে অপর ভাইকে সহযোগিতা করা হয়, অন্যদিকে পণ্যের মাঝে হারাম বস্তু থাকার সম্ভাবনা থেকেও বাঁচা যায়।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : সন্তানের জন্য কোন সম্পত্তি রেখে যাওয়া কি আবশ্যক?

-মুজাহিদ, পুরাতন সি এ্যান্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আবশ্যিক না হ'লেও সন্তানদের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যাওয়া উত্তম। রাসূল (ছাঃ) সা'দ বিন খাওলা (রাঃ)-কে মাত্র একটি কন্যা থাকা সত্ত্বেও তিনভাগের একভাগের বেশী অছিয়ত করতে নিষেধ করে বলেন, তোমার সন্তানদের নিঃস্ব অবস্থায় মানুষে কাছে প্রার্থী হিসাবে রেখে যাওয়ার চাইতে সম্পদশালী করে রেখে যাওয়াই উত্তম *(বুখারী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : লাশের খাটিয়া বহনকারীদের জন্য পঠিতব্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি? যদি না থাকে এসময় তারা কি কি দো'আ পাঠ করবে?

-মুহাম্মাদ রুবেল আমীন
প্রাইম ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

উত্তর : লাশের খাটিয়া বহনকারীদের জন্য পঠিতব্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে এসময় আল্লাহ্‌র স্মরণ করবে এবং মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে চুপচাপ মধ্যম গতিতে কবরের দিকে এগিয়ে যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২২৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : কোন মাদরাসার মূল ফাণ্ড থেকে ঋণ নেয়া বৈধ হবে কি? কেউ কেউ বলেন, ফাণ্ডের মালিকানা যৌথ হওয়ার কারণে তা থেকে ঋণ নেয়া বৈধ নয়। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

উত্তর : মাদরাসার ফাণ্ডের ব্যাপারে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে কর্যে হাসানাহ দিলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে তারা কোন অন্যায়ের আশ্রয় নিলে তারাই গোনাহগার হবে। এজন্য দাতাদের নেকীতে ঘাটতি হবে না।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ইসলামে আবশ্যিক হ'লেও যথাযথ পরিবেশ না পেলে নারী হিসাবে আমার করণীয় কি?

- শারমীন নাহার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সঠিক জামা'আত খুঁজে নিয়ে নিজ থেকে তার আমীরের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করা এবং তা মেনে চলাই মুমিন নারী-পুরুষের কর্তব্য। এজন্য অঞ্চল বা দেশ শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জামা'আবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯)*। তিনি বলেন, জামা'আতের উপরে আল্লাহ্‌র হাত থাকে' *(নাসাঈ হা/৪০২০; ছহীহুল জামে' হা/৩৬২১)*।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : জেহরী বা সের্রী ছালাতে মাসবূক ছানা কখন পাঠ করবে?

-মেহেদী, কোচাশহর, গোবিন্দগঞ্জ।

উত্তরঃ তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর জামা'আতে যোগদানকারীকে ছানা পড়তে হবে না। কেননা এটা সুন্নাত এবং এসময় এটি পাঠের সময় ফউত হয়ে যায় *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩১৮)*। এ অবস্থায় কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে। কেননা জেহরী ছালাতে ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৪১, আলবানী-আরনাঊত্ব, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : কোন ব্যাপারে কারো সাথে অঙ্গীকার করে পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করার পরিণাম কি?

নাঈম, লালমণিরহাট।

উত্তর : প্রথমতঃ বিনা ওযরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কাবীরা গুনাহ *(মায়েদাহ ৫/০১; যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/১৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার অঙ্গীকার পূরণ নেই তার দ্বীন নেই' *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫;)*। দ্বিতীয়তঃ এটি মুনাফিকের লক্ষণ *(বুখারী হা/৩৪; মিশকাত হা/৫৬)*। তৃতীয়তঃ এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র লা'নতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যায় *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। চতুর্থতঃ এর কুপ্রভাবে সমাজে অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে *(হাকেম হা/২৫৭৭; ছহীহাহ হা/১০৭)*। পঞ্চমতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট সৃষ্টি (شر الدواب) বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আনফাল ৮/৫৫-৫৬)*। অতএব যেকোন মূল্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের আবশ্য কর্তব্য।

স্মর্তব্য যে, ভুলে যাওয়া, বাধ্যগত অবস্থা, হারাম কাজ করা বা ওয়াজিব তরক করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা, হঠাৎ রোগ-শোকে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি কারণবশতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে মুমিন ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬; ইবনে মাজাহ হা/২০৪৫)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চাই।

-ফাহীমা, কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শন। এসময় আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে জামা'আতসহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা, খুৎবা দেওয়া, হাত তুলে দো'আ ও ইস্তেগফার করা, দান-ছাদাক্বা করা সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮০, 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

পদ্ধতি : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন ও লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্‌র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর (১) দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম ক্বিরাআত করে (২) রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি (৩) রুকূ করলেন, যা আগের রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি (৪) রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এবং হামদ ও ছানা শেষে বললেন যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারু মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর দিবে, ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বা করবে। ... আল্লাহ্‌র কসম! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা অল্প হাসতে ও অধিক ক্রন্দন করতে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব যখন তোমরা সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন ভীত হয়ে আল্লাহ্‌র যিকর, দো'আ ও ইস্তেগফারে রত হবে *(বুখারী হা/১০৫২, ১০৫৯, ১০৪৪; মুসলিম হা/৯০৭;, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৫-৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : বাজার কমিটি, বিভিন্ন সমিতির কমিটি ইত্যাদি গঠনের ক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মিনহাজ, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রার্থী হয়ে ভোট বা সমর্থন চাওয়া জায়েয নয়। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আমাদের কোন কাজে এমন ব্যক্তিকে নেতা নিযুক্ত করি না, যে তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা তার আকাংখা করে' *(বুখারী হা/৭১৪৯, ২২৬১; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩)*। একদা তিনি আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ তোমাকে যদি নেতৃত্ব চাওয়ার ফলে দেওয়া হয় তাহ'লে সেদিকেই তোমাকে সমর্পণ করা হবে। আর যদি না চেয়েই তুমি নেতৃত্ব পেয়ে যাও তবে এর জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২; মিশকাত হা/৩৪১২)*।

অতএব সমাজের গণ্যমান্য, সৎ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করে, তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি লোকদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর সংকল্পবদ্ধ হ'লে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : খ্রিষ্টানদের পরিচালিত কলেজ হওয়ায় সব জায়গায় ক্রুশের ছবি রয়েছে। এক্ষণে কলেজে অবস্থানরত সময়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-এ.বি.এম রিফাত, নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : ক্রুশের ছবিসহ দৃষ্টি আকর্ষক কিছু সামনে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে না *(বুখারী হা/৩৭৪; আবুদাঊদ হা/২০৩০)*। বরং সামনে ছবি নেই এমন স্থানে ছালাত আদায় করতে হবে। তবে সর্বোত্তম হ'ল অমুসলিমদের স্কুল পরিত্যাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে আদায় করা যায়, এরূপ মুসলিম পরিবেশে পড়াশুনা করা।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : আদাবুল মুফরাদ ও তারীখুল কাবীর ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে যঈফ বর্ণনা থাকার কারণ কি?

-আব্দুল্লাহ ফারূক, শিরোইল কলোনী, রাজশাহী।

উত্তর : ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী সংকলনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্তসমূহ আরোপ করেছিলেন, আল-আদাবুল মুফরাদ ও তারীখুল কাবীর গ্রন্থে সেসব শর্ত আরোপ করেননি। ফলে সেখানে অনেক দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যা পৃথক করা তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। তাই তিনি নিজ থেকে সেগুলির ছহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে কোন হুকুম পেশ করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীছ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। যাতে পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ সনদের উপর গবেষণা করে ছহীহ-যঈফ বাছাই করে নিতে পারেন।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : ইহুদী-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে অনেক মুসলিম আত্মঘাতি হয়ে মারা যাচ্ছেন। আখেরাতে এদের পরিণাম কি হবে?

-রাকীবুল হাসান, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : আত্মঘাতি হওয়া আত্মহত্যার শামিল। শরী'আতে যার কোন অনুমোদন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে ইসলামের পক্ষে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ শেষে যখমে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেন *(বুখারী হা/৪২০৩ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া এগুলি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নয়। বরং ইহূদী-নাছারাদের চক্রান্তে জিহাদের সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র মাত্র। মূলতঃ ইহূদী-খ্রিষ্টান রাষ্ট্র শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিগুলির। তারা এটা না করলে পরকালে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য হবে। এ দায়িত্ব

Contents

সাধারণ নাগরিকের নয় এবং তারা এজন্য আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে না। কারণ এটি তাদের সাধ্যের অতীত। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ ‘জিহাদ ও ক্বিতাল’ বই)*।

এসব আত্মঘাতিরা একদিকে আত্মহত্যাকারী হিসাবে পরকালে কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে *(বুখারী হা/৫৭৭৮, মুসলিম হা/১০৯, মিশকাত হা/৩৪৫৩)*, অন্যদিকে তাদের হাতে নিহত নিরপরাধ মানুষ হত্যার অপরাধে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে’ *(বুখারী হা/৬৬৭৫; মিশকাত হা/৫০)*। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না’ *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল’ *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। যারা এসব কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করছে। এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝা। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদের প্রশ্ন করা হবে’ *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

শায়খ আলবানী, উছায়মীন, আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুল আযীয আলে শায়খ, ছালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল আযীয রাজেহী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আত্মঘাতি বোমা হামলার মাধ্যমে নিহত হওয়াকে আত্মহত্যা বলে গণ্য করেছেন *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ক্রমিক নং ২৭৩; উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৬৫-১৬৬; ফাতাওয়া শার‘ঈয়াহ লিল হাছীন, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : ইবাযীদের আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবুল কালাম, মাসকাট, ওমান।

উত্তর : এদের আক্বীদা ভ্রান্ত ফিরক্বা খারেজীদের আক্বীদার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এই ভ্রান্ত মতবাদটি হিজরী ১ম শতকে বছরায় জন্মলাভ করে। আব্দুল্লাহ বিন ইবায আত-তামীমীর নামে মতবাদটির জন্ম হলেও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রখ্যাত ছাত্র জাবের বিন যায়েদ (২২-৯৩ হিঃ)-এর হাতেই মতবাদটি প্রসার লাভ করে। বর্তমান ওমানের ৮৭ ভাগ মুসলমানের মধ্যে ৭০ ভাগ এই মতবাদের অনুসারী। তাদের উল্লেখযোগ্য আক্বীদা হ’ল- (১) তাদের একদল আল্লাহ্র সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা মতে আল্লাহ্র গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহকেই বুঝায়। কারণ আল্লাহ জানেন, বা শুনেন, বা দেখেন, বা ক্ষমতাবান বললে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হয়। (২) তারা আল্লাহ্র উপরে থাকাকে এবং আরশের উপরে সমুন্নীত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান (যা কুরআন ও হাদীছের ঘোর বিরোধী)। (৩) তারা পরকালে জান্নাতীদের আল্লাহকে দেখার বিষয়কে অস্বীকার করে (৪) তাদের মতে কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট। এটি সরাসরি আল্লাহ্র বাণী নয় (৫) তাদের একদল লোক কবরের আযাবকে অস্বীকার করে (৬) তাদের মতে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত হবে শুধুমাত্র মুত্তাক্বীদের জন্য, পাপীদের জন্য নয়। (৭) তারা পুলছিরাত ও মীযানের পাল্লাকে অস্বীকার করে। *(বিস্তারিত দ্রঃ ড. গালিব বিন আলী আল-‘এওয়াজী, ফিরাক্ব মু‘আছারাহ ১/১৮৮-১৯৩; মুছত্বাফা বিন মুহাম্মাদ, আল-উছূল ওয়া তারীখুল ফেরাক্বিল ইসলামিয়াহ, ১/২৪৪-২৭৬)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য মাযহাবপন্থী ভাইগণ একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন যেখানে বলা হয়েছে যে, ‘তোমরা বড় জামা‘আতের অনুসরণ কর’। অর্থাৎ চার মাযহাবের অনুসরণ কর। এ হাদীছের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মানছূর আলী, শিবপুর, ভৈরব।

উত্তর : প্রথমতঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৯৬; বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৭৪-এর টীকা ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিরোধী, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। কারণ তারাতো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে’ *(আন‘আম ৬/১১৬)*। তৃতীয়তঃ চার মাযহাব একটি দল নয়; বরং চারটি দল। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগের পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না *(শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ ‘৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ)*। এর অনেক পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে ছাহাবায়ে কেরামের জামা‘আত ছিল বড় জামা‘আত। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমার উম্মতের ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। সেটিই হ’ল বড় জামা‘আত’ *(আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৭২)*। উক্ত বড় জামা‘আতের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ‘হক-এর অনুসারী দলই জামা‘আত। যদিও তুমি একাকী হও’ *(ইবনু আসাকির, তারীখু দেমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা নং (৫)*।

অতএব হক-এর অনুসারী একজন ব্যক্তি হ’লেও তিনি বড় জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় অধিক হ’লেই সেটি বড় জামা‘আত নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে হকপন্থী। আর তারা হ’লেন ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারী সকল যুগের আহলেহাদীছগণ। সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের যথাযথ অনুসরণ করবেন, তারাই বড় জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন *ইনশাআল্লাহ*।